উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

শিলিগুড়ি ১৮ পৌষ ১৪৩২ শনিবার ৫.০০ টাকা 3 January 2026 Saturday 14 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 225

সেনসেক্স : ৮৫,৭৬২.০১ (+৫৭৩.৪১)

নিফটি : ২৬,৩২৮.৫৫ (+১৮২.০০)

উত্তরবঙ্গে তৃণমূলকে শূন্য করার ছক ৯

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

	শিলিগুড়ি	জলপাইগুড়ি	কোচবিহার	আলিপুরদুয়ার
সর্বোচ্চ	২৪°	২৫°	২৪°	২২°
সর্বনিম্ন	১১°	১১°	১১°	১১°

আর কতদিন অপেক্ষা অভিষেকের? ৭

প্রতীকের মায়ের সঙ্গে দেখা গেল সোনামণিকে তবে কি সত্যিই প্রেম? ১২

হারানো শৈশব

পড়াশোনার পাট চুকিয়ে পেটের টানে দুই খুদে। হেমতাবাদের কমলাবাড়ি হাটে শুভঙ্কর সরকারের তোলা ছবি।

পরেশের কলঙ্কই তৃণমূলের মাথাব্যথা

প্রতিটি বিধানসভা এলাকা একেকটি জীবন্ত জনপদ। তার নিজস্ব রসায়ন আছে। একেক বিধানসভায় রাজনীতির বোঝাপড়া একেকরকম। ভোটের আগে প্রতিটি বিধানসভার সেইসব গোপন রাজনৈতিক রসায়নের কথা তুলে ধরছে উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আজ নজরে মেখলিগঞ্জ

ভোটের অঙ্ক

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

মেখলিগঞ্জ, ২ জানুয়ারি : হলদিবাড়ির দিকে মুখ করে জয়ী সেতুতে দাঁড়িয়ে ডানে তাকালে বিস্তৃত চরে চোখ আটকে যায়। বালুরাশিতে সূর্যের আলো পড়ে চকচক করছে আর তার মাঝে ধীরে বয়ে চলেছে সুন্দরী তিস্তা। শীতের দুপুরের মিঠে রোদ পোহাতে নদীর পাড়ে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে বসেছিলেন একদল লোক। এক জেলে জাল গুটিয়ে বসলেন বাঁধের উপরের চায়ের দোকানে। গামছার কোঁচা থেকে বিড়ি বের করে সুখটান দিতে দিতে চায়ের অর্ডার দিলেন। কী কী মাছ পেয়েছেন তা দেখতে এগিয়ে এলেন এক বৃদ্ধা। জেলের ব্যাগে তাকিয়ে ভ্রূ কুঁচকে প্রশ্ন করলেন, 'অ্যাজ্জল্যা মাছ কার মুখোত দিবু? ব্যাচাও হবার নোহায়।' (এইটুকু মাছ কার মুখে দিবি? বিক্রিও হবে না) উদাসীনভাবে জেলে বললেন, 'তোমাদের তো লক্ষ্মীর ভাণ্ডার আছে। চিন্তা নাই। কাজের জন্য আমাদের এখন অন্য রাজ্যে যাওয়া ছাড়া উপায় নাই।' কথাবার্তার মাঝেই লাল রংয়ের প্লাস্টিকের ট্রে-তে চা নিয়ে হাজির হলেন দোকানদার। চা দিতে দিতে ব্যঙ্গের সুরে বললেন, 'আরও ঠেসে ভোট দাও তৃণমূলকে। চাকরি ওই পরেশের মেয়ে আর আত্মীয়দেরই হবে। আর তোমাদের অন্য রাজ্যে গিয়ে রংমিস্ত্রির কাজ করতে হবে। আমাদের বামফ্রন্টই ভালো ছিল।'

লাল পতাকার স্মৃতি বহনকারী মেখলিগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রে এখন লড়াই মূলত দুই দলের; বিজেপি ও তৃণমূল কংগ্রেসের। একসময়ের দুর্ভেদ্য ঘাঁটিতে ফরওয়ার্ড ব্লকের নাম রয়েছে পুরোনো দেওয়ালের চুন খসা লেখায়, কিংবা প্রবীণ কর্মীদের চোখের কোণে জমে থাকা অতীতের গর্বে। সময় বদলেছে। বামফ্রন্ট এখানে আর কেন্দ্রীয় শক্তি না হলেও নীরব দর্শক নয়; কিছু ভোট, কিছু মন এখনও তাদের দিকেই তাকিয়ে।

তবে চায়ের দোকানের বেঞ্চের আলোচনায় আসন্ন বিধানসভায় ভোটারদের ভাবনা স্পষ্ট ধরা পড়েছে। মেখলিগঞ্জ এবং হলদিবাড়ি দুই ব্লক এবং দুই পুরসভা নিয়ে মেখলিগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্র। ক্ষমতা তৃণমূল কংগ্রেসের দখলে থাকলেও এই কেন্দ্রে স্বস্তিতে নেই শাসকদল। মেখলিগঞ্জ নামটি বললেই যে নামটি প্রথম আসে, তিনি পরেশ অধিকারী। তিনি প্রাক্তন মন্ত্রী এবং বর্তমান বিধায়ক। একসময় যিনি ছিলেন স্বচ্ছ ও ভদ্র রাজনীতির প্রতীক, আজ তিনিই দলের কাছে সবচেয়ে বড় বোঝা। চাকরি চুরি কাণ্ডে তাঁর মেয়ে অঙ্কিতা অধিকারীর নাম জড়িয়ে পড়া শুধু তাঁর ব্যক্তিগত বিপর্যয় নয়, তৃণমূলের রাজনৈতিক নৈতিকতার ওপর বড় আঘাত। শুধু মেয়ে নয়, একাধিক আত্মীয়ের সরকারি চাকরি নিয়ে ওঠা প্রশ্ন সাধারণ মানুষের মনে পরেশ সম্পর্কে গভীর ক্ষত তৈরি করেছে। গ্রামগঞ্জে কান পাতলে শোনা যায়, 'উনি তো ভালো মানুষ ছিলেন, কিন্তু...'। এই 'কিন্তু'-টাই মেখলিগঞ্জে তৃণমূলের সবচেয়ে বড় শত্রু।

চ্যাংরাবান্ধা বিডিও অফিস চত্বরে কাজে আসা মানুষদের মধ্যেও ভোট প্রসঙ্গে ফিশফাশে সেই পরেশ আর অঙ্কিতার কথা। হলদিবাড়ি থানা থেকে ঢিল ছোড়া দূরত্বে হোটেলে খেতে খেতে দুই পুলিশকর্মীর আলোচনার টপিকেও উঠে আসে পরেশের মেয়ের চাকরির কথা। আপাতদৃষ্টিতে মিশুকে,

এরপর দশের পাতায়

নিজের পরিবার সম্পূর্ণ করুন...
IVF • IUI • ICSI
নিউলাইফ ফার্টিলিটি সেন্টার
740 740 0333 / 0444
শিলিগুড়ি
মালদা
কোচবিহার

সাদা চোখে সাদা কথায়

মোল্লাতন্ত্র, সাধুতন্ত্রের নাগপাশে মানবতা

গৌতম সরকার

হিংসা দিয়ে নতুন বছর শুরু। ইরানে অন্তত ৭ জন সেই হিংসার বলি হয়েছেন ইসলামিক রেভলিউশনারি গার্ডের সঙ্গে সংঘর্ষে। কোন রেভলিউশন যে এই বাহিনী করে, ইরান জানে! সে যাই হোক, স্লোগান উঠেছে দেশটায়- স্বৈরশাসন নিপাত যাক। পাশ্চাত্য ভাবধারা ছেড়ে সাড়ে চার দশক আগে যে দেশটা রক্ষণশীলতার মোড়কে নিজেকে মুড়েছিল। যে মোড়ক আসলে স্বৈরতন্ত্রের। তাই জীবন বাজি রেখে হয়তো নতুন 'রেভলিউশনে'র সূচনা নতুন বছরে।

লালন ফকিরের গানের ভাষায় 'যার যা ধর্ম সেই সে করে/ তোমার বলা অকারণ' কেউ মনে রাখেনি! ধর্ম পরিচয় হিন্দু বলেই না বাংলাদেশে কিছু লোককে প্রায়

এরপর দশের পাতায়

সোনা, রুপা না গলিয়ে মেশিনের সাহায্যে পরীক্ষা করা হয়।
নগদ অর্থের বিনিময়ে পুরাতন সোনা ও রূপা কেনা হয়!
ADYAMA GOLD JEWELLERY
Sevoke Road, Siliguri
9830330111

জেলা কমিটি নিয়ে ক্ষুব্ধ মেয়র পারিষদরাই

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ২ জানুয়ারি : জেলা কমিটিতে সুযোগ না পেয়ে পুরনিগমের একাধিক মেয়র পারিষদ এবং কাউন্সিলারের মধ্যে ক্ষোভ বাড়ছে। তাঁদের বক্তব্য, কমিটিতে বেশকিছু এমন নাম রয়েছে, যাঁরা কোনওদিন সামনে থেকে দলটা করেননি। কোনও মিটিং, মিছিলে তাঁদের দেখা যায় না। অথচ পুরনিগমের বেশ কিছু কাউন্সিলার এবং মেয়র পারিষদকেই কমিটিতে গুরুত্বহীন করে রাখা হয়েছে। দলের জেলা চেয়ারম্যান সঞ্জয় টিব্রুয়াল অবশ্য দাবি করেছেন, 'সবাইকে নিয়েই জেলা কমিটি তৈরি হয়েছে। পুরনিগমের সব মেয়র পারিষদকেই আমন্ত্রিত সদস্য হিসাবে রাখা হয়েছে।'

বৃহস্পতিবার তৃণমূলের পূর্ণাঙ্গ দার্জিলিং জেলা কমিটি ঘোষণা করা হয়েছে। ৩০ জন সাধারণ সম্পাদক, ৯ জন সম্পাদক সহ ৬৭ জনের কমিটি তৈরি করা হয়েছে। এরই সঙ্গে কমিটিতে স্থায়ী আমন্ত্রিত সদস্য হিসাবে ন'জন নেতার নাম রয়েছে। পাশাপাশি পুরনিগমের সমস্ত মেয়র পারিষদ, মহকুমা পরিষদের সদস্য, পুরনিগমের পাঁচটি বরোর চেয়ারম্যান, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি, সহ সভাপতিকে আমন্ত্রিত হিসাবে তালিকায় রাখা হয়েছে। জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক হিসাবে বরো চেয়ারম্যান মিলি সিনহা এবং স্থায়ী আমন্ত্রিত হিসাবে মেয়র পারিষদ দুলাল দত্তের নাম রয়েছে।

পার্টির গঠনতন্ত্র অনুযায়ী, কোনও বৈঠকে পূর্ণাঙ্গ জেলা কমিটি এবং স্থায়ী আমন্ত্রিতদের ডাকা বাধ্যতামূলক। আমন্ত্রিত বলে তালিকায় থাকা নেতা-নেত্রীদের বৈঠকে ডাকা বা তাঁদের মতামত নেওয়া বাধ্যতামূলক নয়। এই জায়গাতেই প্রশ্ন তুলছেন মেয়র পারিষদদের একাংশ।

এরপর দশের পাতায়

বিপাকে এনবিইউ'র প্রায় ৬ হাজার পড়ুয়া

পরীক্ষা নিয়ে অনিশ্চয়তা

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

উত্তরবঙ্গ এক্সক্লুসিভ সংবাদ

শিলিগুড়ি, ২ জানুয়ারি : প্রশাসনিক জটিলতায় উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মিত এবং দূরশিক্ষা বিভাগের স্নাতক এবং স্নাতকোত্তরের ১৩টি সিমেস্টারের প্রায় ছয় হাজার ছাত্রছাত্রীর পরীক্ষা নিয়ে তৈরি হল চূড়ান্ত অনিশ্চয়তা। তাদের প্রাপ্য তিন কোটি টাকার বেশি বকেয়া না মেটানোয় পরীক্ষা সংক্রান্ত যাবতীয় কাজকর্মের দায়িত্বে থাকা সংস্থা বেঁকে বসেছে। টাকা না পেলে কাজ না করার কথা ইতিমধ্যেই জানিয়ে দিয়েছে তারা।

৬ জানুয়ারি থেকে স্নাতকোত্তরের প্রথম ও তৃতীয় সিমেস্টারের পরীক্ষা শুরুর কথা ছিল। আপাতত তা হচ্ছে না বলেই বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফে জানানো হয়েছে। তার আগে তৃতীয় ও চতুর্থ সিমেস্টারের সাপ্লিমেন্টারি পরীক্ষা হওয়ার কথা। ইতিমধ্যেই সেই পরীক্ষার সময় পেরিয়ে গিয়েছে। আটকে গিয়েছে আইন বিভাগের স্নাতক স্তরের ১, ৩, ৫, ৭ এবং ৯- পাঁচটি এবং দূরশিক্ষা বিভাগের চারটি সিমেস্টারের পরীক্ষাও। সমস্যা মেটাতে শুক্রবার বিভিন্ন আধিকারিক এবং বিভাগীয় প্রধানদের নিয়ে বৈঠক ডেকেছিলেন ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার ভাস্কর বিশ্বাস। সেই বৈঠক থেকে কোনও সমাধানসূত্রই বের হয়নি।

বিশ্ববিদ্যালয়ের জয়েন্ট রেজিস্ট্রার স্বপনকুমার রক্ষিতের বক্তব্য, 'ঠিক হয়েছে, দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থার এমডি'র সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন আধিকারিক বৈঠক করবেন। উপাচার্য নিয়োগ না হওয়া পর্যন্ত পরীক্ষার কাজকর্ম চালিয়ে যেতে তাঁকে অনুরোধ করা হবে।' যদি অনুরোধ না মানেন সেক্ষেত্রে কী পদক্ষেপ হবে তা অবশ্য স্পষ্ট নয়। জয়েন্ট রেজিস্ট্রারের কথা, 'সমস্যা মিটবে বলে আমরা আশাবাদী। না মিটলে পরবর্তীতে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।'

তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের আধিকারিক ও শিক্ষকরা বলছেন, সংস্থা অনুরোধ মানলেও মাস দেড়েকের আগে পরীক্ষা শুরু করা কার্যত সম্ভব নয়। কারণ হিসাবে তাঁদের যুক্তি, এখনও স্নাতকোত্তরের তৃতীয় ও চতুর্থ সিমেস্টারের সাপ্লিমেন্টারি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র তৈরি ও ফর্ম ফিলআপের কাজ হয়নি।

এরপর দশের পাতায়

- ৬ জানুয়ারি থেকে স্নাতকোত্তরের প্রথম ও তৃতীয় সিমেস্টারের পরীক্ষা শুরুর কথা ছিল
- বকেয়া না মেটানোয় পরীক্ষা সংক্রান্ত কাজকর্মের দায়িত্বে থাকা সংস্থা কাজ করতে চাইছে না
- আইন বিভাগের স্নাতক স্তরের পাঁচ ও দূরশিক্ষা বিভাগের চারটি সিমেস্টারের পরীক্ষা আটকে
- প্রতিটি পরীক্ষার ফর্ম ফিলআপ ও প্রশ্নপত্র তৈরির কাজ বাকি

ছাত্রছাত্রীদের পরীক্ষার ব্যবস্থা করাটাই এই মুহূর্তে সবচেয়ে জরুরি কাজ। প্রয়োজনীয় সময় দিলে কর্তৃপক্ষ যেভাবে পরীক্ষার ব্যবস্থা করতে বলবে আমরা সেভাবেই পরীক্ষা পরিচালনার জন্য প্রস্তুত।

– শংকরী চক্রবর্তী
সহকারী পরীক্ষা নিয়ামক, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

No Filters.
No Bias.
Just The Truth.
সাদা কে সাদা
কালো কে কালো
বলাই আমাদের ধর্ম
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

উত্তরবঙ্গের কিছু নির্বাচিত খবরের ভিডিও দেখতে কিউআর কোড স্ক্যান করুন

৯৫ হাজার পড়ুয়ার খোঁজে সমীক্ষা

সৌরভকুমার মিশ্র

হরিশ্চন্দ্রপুর, ২ জানুয়ারি : রাজ্যজুড়ে সরকারি বিদ্যালয়গুলিতে অষ্টম থেকে নবম শ্রেণিতে নথিভুক্ত হয়নি প্রচুর পড়ুয়া। সংখ্যাটা ৯৫ হাজারের কাছাকাছি। আর এই ঘটনা সামনে আসায় চিন্তার ভাঁজ পড়েছে রাজ্য শিক্ষা দপ্তরের কপালে। কীভাবে এবং কেন এত পড়ুয়া স্কুলছুট হল, তা বিশদে জানতে এবার রাজ্যজুড়ে সমীক্ষা শুরু করতে চলেছে রাজ্য শিক্ষা দপ্তর। পশ্চিমবঙ্গ সমগ্র শিক্ষা মিশনের উদ্যোগে অ্যাপের মাধ্যমে নতুন বছরের জানুয়ারি মাস থেকে এই সমীক্ষা শুরু করবে রাজ্য শিক্ষা দপ্তর। সমীক্ষার জন্য একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সহায়তা নেওয়া হবে।

মালদা জেলা শিক্ষা দপ্তর সূত্রে খবর, প্রাথমিক পর্যায়ে স্যাম্পল সার্ভে শুরু করা হবে। এই সার্ভের নাম দেওয়া হয়েছে ল্যান্ডস্কেপ সার্ভে। প্রথম পর্যায়ে মালদা জেলা সহ রাজ্যের প্রতিটি জেলায় প্রায় এক হাজার করে স্কুলছুট পড়ুয়ার তালিকা তৈরি করে জানুয়ারির ২ তারিখ থেকে সার্ভের কাজ শুরু করা হবে। মালদা জেলার ১৫টি

এরপর দশের পাতায়

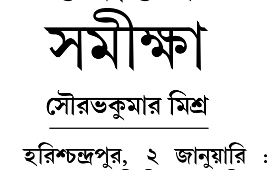

- রাজ্যজুড়ে অষ্টম থেকে নবমে স্কুলছুট ৯৫ হাজার
- মূলত ছেলেরা পরিযায়ী শ্রমিক ও মেয়েদের বাল্যবিবাহের জন্যই এই পরিস্থিতি বলে ধারণা
- স্কুলছুটদের শিক্ষার আঙিনায় ফেরাতে সমীক্ষা করছে সমগ্র শিক্ষা মিশন

অধরা অভিযুক্ত, প্রশ্নে তদন্ত

পরকীয়া সন্দেহে স্ত্রীর গোপনাঙ্গ পরীক্ষা

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ২ জানুয়ারি : আধুনিক শহরে মধ্যযুগীয় বর্বরতার নিদর্শন। স্ত্রী পরকীয়ায় লিপ্ত, সেই সন্দেহে তাঁকে বিবস্ত্র করে বিছানায় হাত-পা বেঁধে গোপনাঙ্গ পরীক্ষা করার অভিযোগ উঠল স্বামীর বিরুদ্ধে। এমন অমানবিক অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে বিয়ের আট মাস পর শ্বশুরবাড়ি ছেড়ে নিজের পরিবারের কাছে চলে আসেন ওই তরুণী। অভিযোগ, তারপর শুরু হয় মানসিক হেনস্তা। সংসার ছেড়ে চলে যাওয়ার কারণ হিসেবে স্ত্রী সমকামী বলে এলাকায় প্রচার করতে থাকে তরুণ। সামাজিক ও মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে অবশেষে নির্যাতিতা মাটিগাড়া থানার দ্বারস্থ হন। এই ঘটনাকে ঘিরে বিভিন্ন মহলে সমালোচনার ঝড় উঠেছে।

রাজ্যের মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন লীনা গঙ্গোপাধ্যায়ের বক্তব্য, 'তদন্তে বিষয়টি আরও স্পষ্ট হবে। অভিযোগ সত্যি হলে ওই ব্যক্তির বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানাচ্ছি। তবে এতদিন কেন মেয়েটি অত্যাচার সইলেন? অনেক আগেই অভিযোগ দায়ের করতে পারতেন।'

এদিকে, পুলিশের বিরুদ্ধে নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগ তুলছেন নির্যাতিতা। তাঁর দাবি, 'গত মাসের ২৩ তারিখ মাটিগাড়া থানায় লিখিত অভিযোগ জমা দিয়েছিলাম। অথচ অভিযোগপত্রের রিসিভ কপি দেওয়া হয়নি। তারপর কমিশনারেটে গিয়ে অভিযোগপত্র জমা দিই। বৃহস্পতিবার থানা থেকে ফোন করে ডেকে রিসিভ কপিটি দেওয়া হয়।'

শুক্রবার সন্ধ্যা পর্যন্ত অবশ্য অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করতে পারেনি পুলিশ। সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার করেছে তরুণ। এদিন শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে সে আগাম জামিনের আবেদন জানিয়েছে বলে দাবি অভিযুক্তের। ফোনের ওপার থেকে তার সাফাই, 'আমি সম্পূর্ণ নির্দোষ। পুলিশের কাছে স্ত্রী মিথ্যে অভিযোগ করেছে।' শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ডিসিপি (ইস্ট) রাকেশ সিং অবশ্য বলছেন, 'অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত চলছে।'

স্বামী ও স্ত্রী, উভয়েই মাটিগাড়া থানা এলাকার বাসিন্দা। তরুণীর পরিবার সূত্রে জানা গেল, ২০২৪ সালের মে মাসে দুজনের বিয়ে হয়। নির্যাতিতার দাবি, বিয়ের পর থেকে স্বামী মাঝেমধ্যেই মারধর করত তাঁকে।

এই বলে কাঁদতে শুরু করেন তিনি। ভারী গলায় বলেন,

এরপর দশের পাতায়

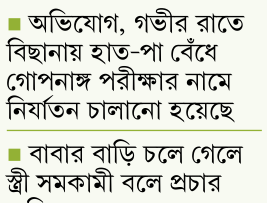

- অভিযোগ, গভীর রাতে বিছানায় হাত-পা বেঁধে গোপনাঙ্গ পরীক্ষার নামে নির্যাতন চালানো হয়েছে
- বাবার বাড়ি চলে গেলে স্ত্রী সমকামী বলে প্রচার অভিযুক্তর
- তরুণীর দাবি, থানায় অভিযোগপত্র জমা দিলেও রিসিভ কপি দেয়নি
- কমিশনারেটে অভিযোগ জানানোর পর টনক নড়ে পুলিশের

শত্রুতা ভুলে ময়দানে মিত্রতা কুকি-মেইতেইয়ের

জাতিদাঙ্গায় বিধ্বস্ত মণিপুরের একটি ক্লাব ওদলাবাড়িতে নৈশ ফুটবল টুর্নামেন্ট খেলতে এসেছে। সেই টিমেই সতীর্থ জাতি-হিংসায় জড়িয়ে পড়া মেইতেই-কুকি দুই সম্প্রদায়ের খেলোয়াড়রা।

উত্তরবঙ্গ সংবাদ স্পেশাল

অনুপ সাহা

ওদলাবাড়ি, ২ জানুয়ারি : নিজের রাজ্যে ওঁরা একে অপরের 'শত্রু'। আবার রাজ্যের বাইরে গেলেই কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে ওঁরা বিপক্ষের সঙ্গে লড়াই করেন। জাতিদাঙ্গায় বিধ্বস্ত মণিপুরের একটি ক্লাব ওদলাবাড়িতে নৈশ ফুটবল টুর্নামেন্ট খেলতে এসেছে। সেই টিমেই সতীর্থ জাতি-হিংসায় জড়িয়ে পড়া মেইতেই-কুকি দুই সম্প্রদায়ের খেলোয়াড়রা। মাঠে তাঁদের একে অপরকে বল বাড়ানো, একজন গোল করলে তাঁকে বুকে জড়িয়ে ধরে অপরের উল্লাস দেখলে কে বলবেন, রাজ্যে এঁদের মধ্যে বিদ্বেষের আগুন জ্বলছে।

প্রায় তিন বছর ধরে জাতিগত হিংসা, সংঘর্ষের আগুন জ্বলছে মণিপুরে। ২০২৩-এর মে মাসের পর সেই হিংসা ভয়াবহ আকার নিয়েছে। গত দু'বছরে উত্তর-পূর্বের এই রাজ্যে শহর, গ্রাম ও পাহাড়ি এলাকায় একের পর এক সংঘর্ষ হয়েছে কুকি ও মেইতেইদের মধ্যে। কত মানুষ যে মারা গিয়েছেন, কত বাড়ি জ্বালানো হয়েছে, কত মন্দির ও গির্জা ভাঙচুর হয়েছে, তা এখনও অজানা। বিষয়টি রাজ্য ও দেশের সীমানা ছাড়িয়ে আন্তর্জাতিক স্তরেও উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

মণিপুরের দুই সম্প্রদায়ের ফুটবল খেলোয়াড়দের মনে কিন্তু সেই বিদ্বেষের লেশমাত্র নেই। বরং বন্ধুত্বের অটুট সম্পর্ক। শুক্রবার রাতে ওদলাবাড়িতে আসা মণিপুরের দলের সদস্যরা সকলেই জানালেন, জাতিগত সংঘর্ষের কারণে রাজ্যে কুকি ও মেইতেই দুই সম্প্রদায়ের ফুটবল খেলোয়াড়রা একই দলে খেলেন না বা পরস্পরের বিরুদ্ধে খেলার মাঠে মুখোমুখি হন না। একসঙ্গে বসে আড্ডা দেওয়া তো দূরের কথা। তবে, সেলফোনে কথা তো হয়ই।

রাজ্যের সীমানা ছাড়িয়ে বহুদূরে ওদলাবাড়ির বিধানপল্লির একটি ঘরে শুক্রবার রাতে গা ঘেঁষাঘেঁষি করে বসেছিলেন দলের সব ফুটবলার। ক্লাবের ম্যানেজার লাকি মেইতেই ভাঙা ভাঙা হিন্দিতে বললেন, 'আমার দলে কে কুকি, কে মেইতেই, কে মুসলিম সেসব ভেদাভেদ নেই। নিজেদের রাজ্যে সমস্যার কারণে আমরা একসঙ্গে খেলি না ঠিকই। কিন্তু হিমাচলপ্রদেশ, দিল্লির মতো জায়গায় গিয়ে আমরা কিন্তু একসঙ্গেই মাঠে নামি।'

মণিপুরে হিংসার ছবি কতটা ভয়ংকর, তার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে লাকি বলেন, 'আমার টিমের দুজন মেইতেই প্লেয়ারকে কুকিল্যান্ডের ওপর দিয়ে সড়কপথে আনার ঝুঁকি পর্যন্ত আমরা নিতে পারিনি। বিমানে গুয়াহাটি পর্যন্ত এনে তারপর সবাই একসঙ্গে ট্রেনে চেপে ওদলাবাড়িতে এসেছি। অথচ দেখুন খেলোয়াড়দের বন্ধুত্বে এতটুকুও চিড় ধরাতে পারেনি প্রায় তিন বছর ধরে চলা জাতিগত হিংসা।

এরপর দশের পাতায়

প্রতীকী ছবি : এআই

এপ্রিল থেকে কাজ শুরুর পরিকল্পনা, লক্ষ্যমাত্রা ৩ বছরের

সেবকে দ্বিতীয় সেতু তৈরিতে টেন্ডারের ডাক

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ২ জানুয়ারি : সেবকে করোনেশনের বিকল্প সেতু তৈরির কাজ আরও একধাপ এগোল। শুক্রবার ওই প্রকল্পের টেন্ডার ডাকা হল। ১৯ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত টেন্ডারে অংশ নেওয়া যাবে। টেন্ডারে অংশ নেওয়ার জন্য বিভিন্ন সংস্থাকে আহ্বান করা হয়েছে। তারপর ভেটিং, ওয়ার্ক অর্ডার সহ অন্যান্য প্রক্রিয়া শুরু হবে। জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ (এনএইচএআই) জানিয়েছে, এপ্রিল মাস থেকে সেতু তৈরির কাজ শুরু করার পরিকল্পনা রয়েছে। আগামী তিন বছরের মধ্যে কাজ শেষ করার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে।

এদিন দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্ট জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের আধিকারিকদের নিয়ে সেবকে যান। সেখানে তাঁরা করোনেশন সেতুতে দাঁড়িয়ে প্রস্তাবিত নয়া সেতুর নকশা খতিয়ে দেখেন। রাজু বলেন, 'আমি প্রথমবার দার্জিলিংয়ের সাংসদ হয়ে আসার পর থেকেই এই প্রকল্প নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারকে জানিয়েছি। আজ এই প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে, এর জন্য প্রধানমন্ত্রী ও সড়ক পরিবহণমন্ত্রীর কাছে আমি কৃতজ্ঞ।' সঙ্গে তিনি আরও বলেন, 'শুধু শিলিগুড়ি, দার্জিলিং, কালিম্পংই নয়, উত্তর-পূর্ব ভারতের অন্য রাজ্যগুলোর জন্যও এটা ভালো খবর।'

জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনায় সাংসদ রাজু বিস্ট। শুক্রবার।

সেবকে দ্বিতীয় সেতু তৈরির দাবিতে দীর্ঘদিন ধরে সরব ডুয়ার্স ফোরাম ফর সোশ্যাল রিফর্মস। সংগঠনের সম্পাদক চন্দন রায় বলেন, 'অবশেষে সেবকে দ্বিতীয় সেতু হচ্ছে। আমরা ভীষণ আনন্দিত। কেন্দ্রীয় সরকার, দার্জিলিংয়ের সাংসদকে এর জন্য ধন্যবাদ। আশা করব, কোনও ঢিলেমি না করে দ্রুত সেতুর কাজ শুরু হবে এবং সময়মতো কাজ শেষ হবে।'

করোনেশন সেতু দুর্বল হওয়ায় গত কয়েক বছর ধরেই সেবকে তিস্তা নদীর উপরে দ্বিতীয় সেতু তৈরির দাবি উঠছিল। অবশেষে দু'বছর আগে কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহণমন্ত্রী নীতিন গড়করি শিলিগুড়িতে এসে সেবকে দ্বিতীয় সেতুর আনুষ্ঠানিক ঘোষণা করেন। তারপরই কেন্দ্র এই সেতুর ডিটেলড প্রোজেক্ট রিপোর্ট (ডিপিআর) তৈরির জন্য এজেন্সি নিয়োগ করে। সেই ডিপিআর জমা পড়ার পর সেটি অর্থমন্ত্রককে যায়। সেখান থেকে বরাদ্দ আসার পরেই এবার সেতুর কাজের টেন্ডার ডাকা হল। এই প্রকল্পের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার ইতিমধ্যেই ১১৭২.৭৭ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে। ওই টাকায় তিস্তা নদীর উপর ১৪ মিটার চওড়া কংক্রিটের সেতু সহ সেবক থেকে এলেনবাড়ি পর্যন্ত মোট ৬.৮৫ কিলোমিটার অ্যাপ্রোচ রাস্তা তৈরি হবে।

সেবকে করোনেশন সেতুর বয়স প্রায় ৮৮ বছর। ১৯৩৭ সালে করোনেশন সেতু তৈরির কাজ শুরু হয়। সেতুর কাজ সম্পূর্ণ করে ১৯৪১ সাল থেকে যানবাহন চলাচল শুরু হয়। ২০১১ সালে সেতুতে প্রথম ফাটল ধরা পড়েছিল। তারপর সেতুটি মেরামত করা হয় এবং যানবাহন চলাচল নিয়ন্ত্রণ করা হয়। এখন ১০ টনের বেশি ওজনের যানবাহন করোনেশন সেতু দিয়ে যাতে না চলতে পারে সেই লক্ষ্যে হাইট ব্যারিয়ার বসানো হয়েছে।

- করোনেশনের বিকল্প সেতু তৈরির জন্য কেন্দ্রীয় সরকার ১১৭২.৭৭ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে
- তিস্তায় ১৪ মিটার চওড়া কংক্রিটের সেতু সহ সেবক থেকে এলেনবাড়ি পর্যন্ত ৬.৮৫ কিলোমিটার অ্যাপ্রোচ রাস্তা তৈরি হবে
- ১৯ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত টেন্ডারে অংশ নেওয়া যাবে, এরপর হবে ভেটিং, ওয়ার্ক অর্ডার সহ অন্যান্য প্রক্রিয়া

এক হোয়াটসঅ্যাপেই বিজ্ঞাপন

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।

আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।

ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।

একইভাবে ফেসবুকেও বিজ্ঞাপন দিতে পারেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.ঃ কন/২০২৫/ডিসেম্বর/০৫, তারিখঃ ১১-১২-২০২৫-এর বিপরীতে সংশোধনী - ১

টেন্ডার নং. সিই/কন/জেএইচ/ এমআইএস/ ২০২৫/১৬-এর বিপরীতে সংশোধনী-১ জারি করা হয়েছে, বিশদ বিবরণের জন্য অনুগ্রহ করে www.ireps.gov.in দেখুন।

চিফ ইঞ্জিনিয়ার/কন/মণিপুর প্রজেক্ট/মালিগাঁও
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (নির্মাণ সংস্থা)
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়"

Abridged E-Tender Notice

Tender for eNIT No-. 34(2025-26) Memo No- 4502/BDO, Last date of submission is 05.01.2026. eNIT No-. 35(2025-26) Memo No 779/PS, last date of submission is 09.01.2026, of Block Development Officer, Balurghat, Dakshin Dinajpur is invited by the undersigned. The details of NIeT may be viewed & downloaded from the website of Govt. of West Bengal **https://tenders.wb.gov.in** & viewed from office notice board of the undersigned during office hours.

Sd/-
BDO, BLG

ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ

টেন্ডার নং. ডিওয়াই-সিই-সিএপিডিজে-সার্ভে২৫-০২, তারিখঃ ২৬-১২-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্য আইআরইপিএস ওয়েবসাইটের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত ঠিকাদার/ফার্মের কাছ থেকে সিল করা খামে খোলা টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। কাজের নামঃ বানারহাট (ভারত)-সামৎসে (ভূটান)-এর মধ্যে নিউ বিজি রেল লাইন নির্মাণের সাথে সম্পর্কিত ভারতীয় রেলওয়ের নির্দেশিকা অনুসারে হাইড্রোলজিক্যাল সমীক্ষা, বিস্তারিত মৃত্তিকা অনুসন্ধান, ভূ-প্রযুক্তিগত তদন্ত করা এবং ব্রিজ ফাউন্ডেশনের ডিজাইন সহ জিওটেকনিক্যাল প্রস্তুত করা ও হাইড্রোলজিক্যাল রিপোর্ট, এলসেকশন প্রস্তুত করা, ইএসপি, জিএডি এবং মেজর ব্রিজ/মাইনর ব্রিজ/আরওবি/আরইউবি/এলএইচএস/স্টেশন বিল্ডিং/অন্যান্য সার্ভিস বিল্ডিংস/ইয়ার্ড/ ইমিগ্রেশন অফিস/ওআরএইচ/কোয়ার্টারস/এলসি গেট/অটো হাটস/এলওসি হাটস ইত্যাদির স্ট্রাকচারাল ড্রয়িং প্রস্তুত করা, পরিমাণের বিল, রেলওয়ে বোর্ডের সর্বশেষ ইপিসি নীতি অনুসারে ইপিসি টেন্ডার নথি এবং অন্যান্য আনুসংগিক কাজ। টেন্ডার মূল্যঃ ২,১৩,৫১,৯২৩.৮২ টাকা, বায়নার ধনঃ ২,৫৬,৮০০.০০ টাকা। ই-টেন্ডার বন্ধ হবে ১৯-০১-২০২৬ তারিখের ১২.০০ ঘণ্টায় এবং খুলবে ১৯-০১-২০২৬ তারিখের ১২.০০ ঘণ্টায়। বিশদ বিবরণের জন্য অনুগ্রহ করে www.ireps.gov.in দেখুন।

ডিওয়াই. সিই (কন)/আলিপুরদুয়ার জং.
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (নির্মাণ সংস্থা)
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

রঙ্গিয়াতে এসএণ্ডটি কাজ

ই-টেন্ডার নোটিস নং. আরএন-এসটি-৩০-২০২৫-২৬ তারিখঃ ৩০-১২-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছেঃ টেন্ডার সংখ্যা. আরএন-এসটি-৩০-২০২৫-২৬। কাজের নামঃ রঙ্গিয়া মণ্ডলের টিহু-পাঠশালা খণ্ডের এলসি গেট নং. এসকে-২৯ এর স্থানান্তরণের সঙ্গে সম্পর্কিত এসএণ্ডটি কার্য। টেন্ডার রাশিঃ ১৩,৪৩,৩৭৫.০৫/- টাকা। বায়না রাশিঃ ২৬,৯০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ২৭-০১-২০২৬ তারিখে ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং খোলা যাবেঃ ১৫.৩০ ঘণ্টায় জ্যেষ্ঠ ডিএসটিই/রঙ্গিয়া কার্যালয়ে। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিএসটিই, রঙ্গিয়া
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

কাটিহার ডিভিশনে বৈদ্যুতিক সাধারণ কাজ

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. : ইএল/২৯/৬৫_২০২৫/কে/১৩১৬; তারিখ: ৩১-১২-২০২৫; নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে; টেন্ডার নং. : ৬৫_২০২৫; কাজের নাম : (ক) "কাটিহার ডিভিশনের ওল্ড মালদা স্টেশনে ৬ মিটার চওড়া ফুট ওভারব্রিজ (র‍্যাম্পসহ) এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ" -এর সাথে সম্পর্কিত বৈদ্যুতিক সাধারণ কাজ। (খ) "কাটিহার ডিভিশনের অধীন আদিনা স্টেশনে ৬ মিটার চওড়া ফুট ওভারব্রিজ (র‍্যাম্পসহ) এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ" -এর সাথে সম্পর্কিত বৈদ্যুতিক সাধারণ কাজ। (গ) "কাটিহার ডিভিশনের কাজি স্টেশনে ৬ মিটার চওড়া ফুট ওভারব্রিজ (র‍্যাম্পসহ) এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ" -এর সাথে সম্পর্কিত বৈদ্যুতিক সাধারণ কাজ। টেন্ডার মূল্য: ৮০,৬০,২০৮/- টাকা; বায়না মূল্য : ১,৬১,২০০/- টাকা; টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ২৩-০১-২০২৬ তারিখে ১৫:০০ টা এবং খোলা ১৫:৩০ টা। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

সিনিয়র ডিইই (জি এন্ড সিএইচডি.), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
এক টিম দশে সেবা

বিভিন্ন ট্রেনের দ্বারা এসএলআর কম্পার্টমেন্ট লিজিঙের জন্য ই-নিলাম

তিনসুকিয়া ডিভিশন থেকে যাত্রা আরম্ভ করা বিভিন্ন ট্রেনের দ্বারা ভিপিএইচ/এসএলআর কম্পার্টমেন্ট লিজিং-এর ঠিকার জন্য ই-নিলামের মাধ্যমে ২ বছর সময়ের জন্য রাউন্ড/সিঙ্গল ট্রিপের ভিত্তিতে ই-নিলাম। **বিবরণ ঃ** এসইকিউ নং. এএ/১ থেকে এএ/১৯ ঃ এসএলআর কোচে পার্সেল স্পেস (সিঙ্গল কম্পার্টমেন্ট) এবং এসইকিউ নং. এবি/১ঃ পার্সেল ভ্যানে পার্সেল স্পেস। **নিলাম শুরুর তারিখ ও সময় (প্রতিটি লট) ঃ ২১-০১-২০২৬-এর ১০.০০ ঘণ্টা, নিলাম বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ ২১-০১-২০২৬-এর ১৩.৪০ ঘণ্টা, রেট ইউনিট ঃ** এসইকিউ নং. এএ/১ থেকে এএ/১৯ ঃ প্রতি ট্রিপ লাইসেন্সিং মাসুল এবং এসইকিউ নং. এবি/১ঃ প্রতি রাউন্ড ট্রিপ (টু ওয়ে)।

নিলাম ক্যাটালগ নং.ঃ টিএসকে-এসএলআর-ভিপিএইচ-৭৬

এসইকিউ নং.	লট নং./ক্যাটাগরি	ট্রিপস/দিন
এএ/১	১৫৬৬৬-এসএলআর-এফ২-এমএক্সএন-জিএইচওয়াই-২৫-২ (পার্সেল-এসএলআর)	৭৩০
এএ/২	১৫৬৬৬-এসএলআর-এফ১-এমএক্সএন-জিএইচওয়াই-২৫-২ (পার্সেল-এসএলআর)	৭৩০
এএ/৩	১৫৬১৪-এসএলআর-এফ২-এমজেডএস-জিএইচওয়াই-২৫-২ (পার্সেল-এসএলআর)	৭৩০
এএ/৪	১২০৬৮-এসএলআর-এফ১-জেটিটিএন-জিএইচওয়াই-২৫-২ (পার্সেল-এসএলআর)	৬২৬
এএ/৫	১৫৮১৪-এসএলআর-আর১-এমজেডএস-ডিকেজিএন-২৫-২ (পার্সেল-এসএলআর)	৭৩০
এএ/৬	১৫৮১৬-এসএলআর-আর১-এমজেডএস-আরএনওয়াই-২৫-২ (পার্সেল-এসএলআর)	৭৩০
এএ/৭	১৫৭৭০-এসএলআর-এফ১-এমএক্সএন-এপিডিজে-২৫-২ (পার্সেল-এসএলআর)	৭৩০
এএ/৮	১৫৭৭০-এসএলআর-এফ২-এমএক্সএন-এপিডিজে-২৫-২ (পার্সেল-এসএলআর)	৭৩০
এএ/৯	১৫৮১৪-এসএলআর-এফ১-এমজেডএস-ডিকেজিএন-২৫-৩ (পার্সেল-এসএলআর)	৭৩০
এএ/১০	১৫৬১৪-এসএলআর-আর১-এমজেডএস-জিএইচওয়াই-২৫-২ (পার্সেল-এসএলআর)	৭৩০
এএ/১১	১৫৭৭০-এসএলআর-আর১-এমএক্সএন-এপিডিজে-২৫-২ (পার্সেল-এসএলআর)	৭৩০
এএ/১২	২০৫০৫-এসএলআর-এফ১-ডিবিআরজি-এনডিএলএস-২৫-১ (পার্সেল-এসএলআর)	২০৯
এএ/১৩	১৫৬৬৬-এসএলআর-আর১-এমএক্সএন-জিএইচওয়াই-২৫-২ (পার্সেল-এসএলআর)	৭৩০
এএ/১৪	১৫৬১৪-এসএলআর-এফ১-এমজেডএস-জিএইচওয়াই-২৫-২ (পার্সেল-এসএলআর)	৭৩০
এএ/১৫	১৫৮১৬-এসএলআর-এফ২-এমজেডএস-আরএনওয়াই-২৫-২ (পার্সেল-এসএলআর)	৭৩০
এএ/১৬	১৫৯০৭-এসএলআর-এফ১-টিএসকে-এনএইচএলএন-২৫-২ (পার্সেল-এসএলআর)	৫২২
এএ/১৭	১৫৮১৪-এসএলআর-এফ২-এমজেডএস-ডিকেজিএন-২৫-২ (পার্সেল-এসএলআর)	৭৩০
এএ/১৮	১৫৮১৬-এসএলআর-এফ১-এমজেডএস-আরএনওয়াই-২৫-২ (পার্সেল-এসএলআর)	৭৩০
এএ/১৯	১৫৯২৬-এসএলআর-এফ১-ডিবিআরজি-ডিজিএইচআর-২৫-২ (পার্সেল-এসএলআর)	১০৫
এবি/১	২২৫০৪-২২৫০৩-ভিপি-১-ডিবিআরজি-সিএপিই-২৫-১ (পার্সেল-পার্সেল ভ্যান)	৭৩০

এই নিলাম ক্যাটালগটি ইতিমধ্যে ৩০-১২-২০২৫ তারিখে আইআরইপিএস ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে।

ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার (আইসি), তিনসুকিয়া
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

ভারতীয় স্থল সেনা

JOIN INDIAN ARMY AS AN OFFICER

www.joinindianarmy.nic.in

আধিকারিক প্রবেশ

১. নিম্নলিখিত কার্যক্রমে আবেদনের জন্য আহ্বান করা হচ্ছে :-
(ক) ৬৭তম স্বল্প পরিষেবা কমিশন (প্রযুক্তিগত) কার্যক্রম (মহিলা) অক্টোবর ২০২৬-এর জন্য।
(খ) ৬৭তম স্বল্প পরিষেবা কমিশন (প্রযুক্তিগত) কার্যক্রম (পুরুষ) অক্টোবর ২০২৬-এর জন্য।

২. অনলাইন আবেদনপত্রটি নিম্নলিখিত সময় পর্যন্ত খোলা থাকবে :-
(ক) স্বল্পকালীন পরিষেবা কমিশন (প্রযুক্তিগত) কার্যক্রম - মহিলা - ৬ই জানুয়ারি থেকে ৪ঠা ফেব্রুয়ারি ২০২৬।
(খ) স্বল্পকালীন পরিষেবা কমিশন (প্রযুক্তিগত) কার্যক্রম - পুরুষ - ৭ই জানুয়ারি থেকে ৫ই ফেব্রুয়ারি ২০২৬।

OFFICER ENTRIES

1. Applications are invited for the following courses:-
(a) 67th Short Service Commission (Tech) Women Course Oct. 2026.
(b) 67th Short Service Commission (Tech) Men Course Oct. 2026.
2. Online applications will open as under:-
(a) SSC (Tech) Course - Women- 06 Jan to 04 Feb 2026
(b) SSC (Tech) Course - Men- 07 Jan to 05 Feb 2026

দ্রষ্টব্য :-
১. সেনাতে নিয়োগ প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণ রূপে স্বচ্ছ এবং বিনামূল্যে হয়। দালাল চক্র থেকে সতর্ক থাকুন।
২. বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি জানার জন্য অনুগ্রহ করে www.joinindianarmy.nic.in-এ পরিদর্শন করুন।

Notes:-
1. Recruitment in the Army is totally transparent and free. Beware of touts.
2. For detailed Notification, please visit **www.joinindianarmy.nic.in**.

CBC 10601/11/0064/2526

অ্যাফিডেভিট

আমার D.L. No. WB-7120160934184 এ নাম ভুল থাকায় গত 02.01.2026 তারিখে নোটারি পাবলিক, জলপাইগুড়ি হইতে অ্যাফিডেভিট বলে Sai Mohammad এবং Sai Mahammad এক ও অভিন্ন ব্যক্তি রূপে পরিচিত হলাম। (C/119266)

ইলেকট্রনিক ইন্টারলকিং সিস্টেমের ব্যবস্থা

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.ঃ কেআইআর-এন-২০২৫-কে-৬৮, তারিখঃ ৩১-১২-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ কাজের নামঃ কাটিহার ডিভিশনের রাধিকাপুরে প্রচলিত প্যানেল ইন্টারলকিং সিস্টেমের স্থানে ইলেকট্রনিক ইন্টারলকিং সিস্টেমের ব্যবস্থা। টেন্ডার মূল্যঃ ৩,১৭,১৪,০২৬/- টাকা, বায়নার ধনঃ ৩,০৮,৬০০/- টাকা। ই-টেন্ডার ২২-০১-২০২৬ তারিখের ১৫:০০ ঘণ্টায় বন্ধ হবে এবং খুলবে ২২-০১-২০২৬ তারিখের ১৫:৩০ ঘণ্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ২২-০১-২০২৬ তারিখের ১৫:০০ ঘণ্টা পর্যন্ত http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিআরএম (এসঅ্যান্ডটি), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

কাটিহার মণ্ডলে বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণের ঠিকা

ই-টেন্ডার নোটিস নং. ইএল/২৯/আরটি৪১-২০২৫/কে/১৩১৫ তারিখঃ ৩১-১২-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছেঃ টেন্ডার সংখ্যা. আরটি৪১-২০২৫। কাজের নামঃ কাটিহার মণ্ডলের সমগ্র ০২ বৎসরের এক সময়সীমার জন্যে বিভিন্ন নির্মাণ এবং ক্ষমতার ডিজেল জেনারেটিং সেটসমূহের বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণের ঠিকা। (২) কাটিহার মণ্ডলের সমগ্র ০২ বৎসরের এক সময়সীমার জন্যে ৭৫ কেভিএর নিম্ন ক্ষমতাসম্পন্ন বিভিন্ন নির্মাণের ডিজি সেটসমূহের নির্ধারিত রক্ষণাবেক্ষণের ঠিকা। টেন্ডার রাশিঃ ৬৮,৪৮,৫৬৬.৫৬/- টাকা। বায়না রাশিঃ ১,৩৭,০০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়ঃ ২৩-০১-২০২৬ তারিখে ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং খোলা যাবেঃ ১৫.৩০ ঘণ্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

জ্যেষ্ঠ ডিইই (জি এণ্ড সিএইচডি), কাটিহার
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

কর্মখালি

নামী Distributor House এ মার্কেটিং এর জন্য কাজ জানা যুবক প্রয়োজন। যোগাযোগ : 98320-63104. (C119904)

•

শিবমন্দির, শিলিগুড়ি, বাগডোগরাবাসীদের জন্য (M/F উভয়ে) ঘরে বসে উচ্চ আয়ের সুবর্ণ সুযোগ। 9733170439. (K)

•

শিলিগুড়ি বিধান মার্কেটের কাছে প্রাইভেট গাড়ি চালানোর জন্য স্থানীয় অভিজ্ঞ ড্রাইভার চাই। M :-9641618231. (C/119742)

অ্যাফিডেভিট

আমার পুত্র Anan Hossain, এর জন্ম সার্টিফিকেট রেজি নং 294 তাং 8/11/2011 ভুলবশত আমার নাম Delwar Hossain লিপিবদ্ধ আছে। 23/12/2025 কোচবিহার ১ম ক্লাস জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে অ্যাফিডেভিটে জানাচ্ছি Deloyar Hossain ও Delwar Hossain এক ও অভিন্ন ব্যক্তি, গ্রাম ও পো- চাড়ালজানী, থানা-তুফানগঞ্জ, জেলা- কোচবিহার। (D/S)

ভাড়া

শিলিগুড়ির বিধান রোডে 1st ফ্লোরে 1200 sq ft & 900 sq ft ফ্রন্ট সাইডে, অফিস ভাড়ায় দিব। M :- 9593449707. (C/119742)

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৩৪৫৫০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৩৫২৫০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১২৮৫৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	২৩৭০০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	২৩৭১০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

NARCOTICS CONTROL BUREAU
SILIGURI ZONAL UNIT
E-mail : slgzu-ncb@gov.in
Appointment of Public Prosecutor for Narcotics Control Bureau on contract basis
(at NCB Siliguri Zonal Unit)

Application are hereby invited from eligible Advocates for appointment as Public Prosecutor (PP) in Narcotics Control Bureau, at Siliguri Zonal Unit, Siliguri, West Bengal on contract basis. The eligibility criteria and other details are available on website of Narcotics Control Bureau, **https://narcoticsindia.nic.in/vacanciesgallery.php.** The eligible advocates may apply in the requisite Proforma by 30.01.2026, by email at **slgzu-ncb@gov.in**

Zonal Director

আজ টিভিতে

আদিশক্তি আদ্যাপীঠ সন্ধে ৭.০০ আকাশ আট

সিনেমা

জলসা মুভিজ : সকাল ১০.১৫ হরিপদ ব্যান্ডওয়ালা, দুপুর ১.০০ লভ এক্সপ্রেস, বিকেল ৪.০০ শুধু তোমার জন্য, সন্ধে ৭.০০ কি করে তোকে বলবো, রাত ১০.০০ বলো না তুমি আমার

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ১০.০০ বাজি, দুপুর ১.০০ বন্ধন, বিকেল ৪.০০ দাদাঠাকুর, সন্ধে ৭.০০ বড় বউ, রাত ১০.০০ ফান্দে পড়িয়া বগা কান্দে রে

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ অভিনেত্রী, সন্ধে ৭.৩০ শঙ্কা

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ ফিরিয়ে দাও

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ মশাল

অ্যান্ড পিকচার্স : দুপুর ১.১০ করণ অর্জুন, বিকেল ৪.২৭ অব তুমহারে হওয়ালে ওয়াতন সাথিয়োঁ, সন্ধে ৭.৩০ রমাইয়া ওয়াস্তাওয়াইয়া, রাত ১০.০৯ দ্য গ্রেটেস্ট অফ অল টাইম

কালার্স সিনেপ্লেক্স বলিউড : দুপুর ১২.৫০ বম বম বোলে, বিকেল ৪.৩০ সিংহম রিটার্নস, সন্ধে ৬.৫০ ওরদি, রাত ১০.০০ হাউসফুল

জি সিনেমা : বেলা ১১.২৮ গীতা গোবিন্দম, দুপুর ১.৫৭ হম আপকে হ্যায় কওন, সন্ধে ৬.০২ ক্রু, সন্ধে ৭.৫৯ ভেট্টাইয়ান দ্য হান্টার, রাত ১১.০৮ ভোলা

কি করে তোকে বলবো
সন্ধে ৭.০০ জলসা মুভিজ

রিডিকিউলাস কেকস
রাত ৯.০০ টিএলসি হিন্দি

জি বলিউড : দুপুর ১.৪৪ ইনসাফ কি পুকার, বিকেল ৪.৫২ অজয়, সন্ধে ৭.৫৯ বনবাস, রাত ১০.৩৫ ইন্টারন্যাশনাল খিলাড়ি

ভেট্টাইয়ান দ্য হান্টার সন্ধে ৭.৫৯ জি সিনেমা

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : আজ উত্তেজিত হয়ে হওয়া কাজ পণ্ড হতে পারে। বহুদিনের বকেয়া টাকা ফেরত পেয়ে স্বস্তি। বৃষ : কর্মস্থলে আপনার কাজ প্রশংসিত হবে। স্বনিযুক্তি প্রকল্পে সাফল্য। কাউকে উপকার করতে পেরে শান্তি পাবেন। মিথুন : বাবার স্বাস্থ্য নিয়ে দুশ্চিন্তা। কোনও কারণে প্রিয়জনের সঙ্গে বিবাদ হতে পারে। কর্কট : বাড়িতে পূজার্চনার উদ্যোগ। ব্যবসার জন্য ঋণ নিতে হতে পারে। সিংহ : দূরের কোনও বন্ধুর সহায়তায় মানসিক শান্তি। সন্তানের রোগমুক্তিতে স্বস্তিলাভ। কন্যা : বাবার শরীর নিয়ে দুশ্চিন্তা কমবে। সামান্য কারণে সংসারে অশান্তি। তুলা : ব্যবসায় সামান্য মন্দা চলবে। বিপন্ন কোনও ব্যক্তির পাশে দাঁড়িয়ে মানসিক তৃপ্তি। বৃশ্চিক : উন্নয়নমূলক কাজে ব্যস্ততা বাড়বে। বাড়ি সংস্কারে প্রচুর অর্থব্যয়। ধনু : ভাইয়ের সঙ্গে বিবাদের অবসান হওয়ায় স্বস্তি। কর্মক্ষেত্রে উন্নতি। মকর : কোনও দীর্ঘদিনের স্বপ্নপূরণ। বিপন্ন কোনও সংসারের পাশে দাঁড়িয়ে মানসিক তৃপ্তি। কুম্ভ : দাম্পত্যের সমস্যা কাটবে। লোভনীয় প্রস্তাব এলেই গ্রহণ করতে যাবেন না। মীন : আমদানি ব্যবসায় সমস্যা হতে পারে।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ১৮ পৌষ, ১৪৩২, ভাঃ ১৩ পৌষ, ৩ জানুয়ারি ২০২৫, ১৮ পুহ, সংবৎ ১৫ পৌষ সুদি, ১৩ রজব। সূঃ উঃ ৬।২৩, অঃ ৫।০। শনিবার, পূর্ণিমা অপরাহ্ণ ৪।১৬। আর্দ্রানক্ষত্র রাত্রি ৬।৪৮। ব্রহ্মযোগ দিবা ১০।২১। ববকরণ অপরাহ্ণ ৪।১৬ গতে বালবকরণ রাত্রি ৩।২০ গতে কৌলবকরণ। জন্মে- মিথুনরাশি শূদ্রবর্ণ মতান্তরে বৈশ্যবর্ণ নরগণ অষ্টোত্তরী চন্দ্রের ও বিংশোত্তরী রাহুর দশা, রাত্রি ৬।৪৮ গতে দেবগণ বিংশোত্তরী বৃহস্পতির দশা। মৃতে- একপাদদোষ, রাত্রি ৬।৪৮ গতে ত্রিপাদদোষ। যোগিনী- বায়ুকোণে, অপরাহ্ণ ৪।১৬ গতে পূর্বে। কালবেলাদি ৭।৪৩ মধ্যে ও ১।২ গতে ২।২১ মধ্যে ও ৩।৪১ গতে ৫।০ মধ্যে। কালরাত্রি ৬।৪১ মধ্যে ও ৪।৪৩ গতে ৬।২৪ মধ্যে। যাত্রা- নাই, রাত্রি ৬।৪৮ গতে যাত্রা শুভ পূর্বে নিষেধ, শেষরাত্রি ৪।৪৩ গতে পুনঃ যাত্রা নাই। শুভকর্ম- নাই। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- পূর্ণিমার একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। পূর্ণিমার ব্রতোপবাস। শ্রীশ্রীসত্যনারায়ণ ব্রত। অমৃতযোগ- দিবা ৭।৬ মধ্যে ও ৭।৫১ গতে ৯।৪৩ মধ্যে ও ১২।৭ গতে ২।৫৯ মধ্যে ও ৩।৪০ গতে ৫।০ মধ্যে এবং রাত্রি ১।৬ গতে ২।৫৪ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ- রাত্রি ২।৫৪ গতে ৩।৪৮ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

Great Eastern
We serve you best
36 MONTHS EMI
CASH BACK Upto 45000* On Debit & Credit Cards
1 EMI OFF
YES
YEAR END SALE
0 DOWN PAYMENT
30 DAYS REPLACEMENT GUARANTEE
BAJAJ FINSERV
HDB FINANCIAL SERVICES
IDFC FIRST Bank
ONIDA 1.5 Ton 3 Star Inverter ₹ 24990* 1.5 Ton 5 Star Inverter ₹ 28990*
Godrej 1.5 Ton 3 Star Inverter ₹ 26490* 1.5 Ton 5 Star Inverter ₹ 30490*
VOLTAS 1.5 Ton 3 Star Inverter ₹ 27990* 1.5 Ton 5 Star Inverter ₹ 33990*
Haier 1.5 Ton 3 Star Inverter ₹ 28490* 1.5 Ton 5 Star Inverter ₹ 34990*
LLOYD 1.5 Ton 3 Star Inverter ₹ 28990* 1.5 Ton 5 Star Inverter ₹ 35990*
Carrier 1.5 Ton 3 Star Inverter ₹ 30990* 1.5 Ton 5 Star Inverter ₹ 34990*
HITACHI 1.5 Ton 3 Star Inverter ₹ 32490* 1.5 Ton 5 Star Inverter ₹ 36490*
LG 1.5 Ton 3 Star Inverter ₹ 30990* 1.5 Ton 5 Star Inverter ₹ 38490*
IFB 1.5 Ton 3 Star Inverter ₹ 28990* 1.5 Ton 5 Star Inverter ₹ 35490*
Whirlpool 1.5 Ton 3 Star Inverter ₹ 27990* 1.5 Ton 5 Star Inverter ₹ 30990*
BLUE STAR 1.5 Ton 3 Star Inverter ₹ 30990* 1.5 Ton 5 Star Inverter ₹ 36490*
MITSUBISHI ELECTRIC 1.5 Ton 3 Star Inverter ₹ 29990* 1.5 Ton 5 Star Inverter ₹ 33990*
Panasonic 1.5 Ton 3 Star Inverter ₹ 28990* 1.5 Ton 5 Star Inverter ₹ 35990*
SAMSUNG 1.5 Ton 3 Star Inverter ₹ 30490* 1.5 Ton 5 Star Inverter ₹ 37990*
SAMSUNG SONY LG LLOYD AKAI ONIDA Panasonic Haier
75 ₹ 55,990*
65 ₹ 40,990*
55 ₹ 25,990*
43 SMART ₹ 13,990*
32 SMART ₹ 7,990*
24 ₹ 5,990*
LLOYD 188 L FREE PHILIPS MIXER GRINDER OFFER PRICE ₹ 14490*
Godrej 184 L FREE PHILIPS MIXER GRINDER OFFER PRICE ₹ 15490*
Haier 185 L FREE PHILIPS MIXER GRINDER OFFER PRICE ₹ 15490*
Godrej 238 L FREE PHILIPS MIXER GRINDER OFFER PRICE ₹ 21490*
LG 242 L FREE PHILIPS MIXER GRINDER OFFER PRICE ₹ 22990*
Godrej 330 L FREE PHILIPS MIXER GRINDER OFFER PRICE ₹ 33990*
Haier 240 L FREE PHILIPS MIXER GRINDER OFFER PRICE ₹ 23990*
LG 308 L FREE PHILIPS MIXER GRINDER OFFER PRICE ₹ 28990*
Haier 300 L FREE PHILIPS MIXER GRINDER OFFER PRICE ₹ 30490*
Haier 596 L FREE MICROWAVE OFFER PRICE ₹ 64190*
LG 650 L FREE MICROWAVE OFFER PRICE ₹ 75190*
Godrej 7 KG FREE IRON OFFER PRICE ₹ 15590*
Haier 7 KG FREE IRON OFFER PRICE ₹ 14890*
LG 8 KG FREE IRON OFFER PRICE ₹ 18290*
BOSCH 7 KG FREE IRON OFFER PRICE ₹ 18090*
IFB 6.5 KG FREE IRON OFFER PRICE ₹ 21590*
LG 7 KG FREE IRON OFFER PRICE ₹ 26590*
Godrej 8 KG FREE IRON OFFER PRICE ₹ 31590*
LLOYD 7 KG FREE IRON OFFER PRICE ₹ 28590*
IFB 7 KG FREE IRON OFFER PRICE ₹ 32090*
BOSCH 7 KG FREE IRON OFFER PRICE ₹ 34190*
WATER HEATER KENSTAR BAJAJ USHA HAVELLS hindware Starting Price ₹ 2190*
PHILIPS INDUCTION ₹ 1890*
BAJAJ INDUCTION + IMMERSION ROD ₹ 1990*
BAJAJ MIXER GRINDER (3 JAR) +IMMERSION ROD ₹ 1990*
HAVELLS MIXER GRINDER (3 JAR) +IMMERSION ROD ₹ 2090*
PHILIPS MIXER GRINDER (3 JAR) +IMMERSION ROD ₹ 2090*
KENSTAR MIXER GRINDER (3 JAR) + INDUCTION + CHOPPER ₹ 2790*
AIR FRYER ₹ 2990*
GREAT EASTERN TRADING CO.
TRUSTED NAME SINCE 1959 - 6 STATES - 31 CITIES - 99+ STORES
OUR LOCATIONS NEAR YOU
BRANCHES:
SILIGURI Sevoke Road, Near North City, Opp. Planet Mall 84200 55257
BAGDOGRA Near Station More, Opp. Lower Bagdogra 85840 38100
RAIGANJ Near Sandha Tara, Bhawan 85840 64028
MALDA Pranta Pally, N H 34 85840 64029
BALURGHAT B.T. Park, Tank More 90739 31660
JALPAIGURI Siliguri Main Road, Beguntari 98301 22859
S.F. ROAD Platinum Square, Opp. SBI S.F. Road 85840 64025
COOCHBEHAR N N Rd, Maa Bhawani Chowpathi 84200 55240
DALHOUSIE - (ONLY AV) Opp. Great Eastern Hotel - 8240823718
OTHER BRANCHES : GARIA, KASBA, BECKBAGAN, RANIKUTHI, METIABRUZ, SINTHIMORE, NAGERBAZAR, KANKURGACHI, BAGUIHATI, CHINARPARK, SALKIA, KAZIPARA, ULUBERIA, CHINSURAH, SREERAMPORE, DANKUNI, ARAMBAGH, UTTARPARA, CHANDANNAGAR, SODEPUR, BARRACKPORE, HABRA, KANCHRAPARA, BONGAON, BASHIRHAT, BERACHAMPA, NAIHATI, BARASAT, BIRATI, MADHYAMGRAM, DUTTAPUKUR, HASNABAD, MALANCHA, JAYNAGAR, BATANAGAR, BARUIPUR, GHATAKPUKUR, BEHALA, DIAMOND HARBOUR, LAKSHMIKANTAPUR, USTHI, CHAMPAHATI, KAKDWIP, BOLPUR, BERHAMPORE, DURGAPUR, KHARAGPUR, KRISHNANAGAR, MEMARI, KALNA, KATWA, BURDWAN, TAMLUK, CHAKDAH, RAMPURHAT, CONTAI
*Conditions Apply. Pictures are indicative only. Offer not valid on Samsung,LG,Sony. Offer valid till stock last. *Price includes cashback & exchange offer. *Offer applicable on selected models & Brands.
WEST BENGAL | RAJASTHAN | BIHAR | JHARKHAND | ASSAM | MADHYA PRADESH | email : customercare@greateastern.in | HELPLINE : 033 - 40874444
LG SAMSUNG SONY Panasonic BLUE STAR ONIDA AKAI LLOYD Haier Whirlpool HITACHI VOLTAS Godrej Carrier BOSCH IFB BAJAJ PHILIPS USHA oppo vivo HAVELLS

আশাকর্মীদের বিরুদ্ধে স্বতঃপ্রণোদিত মামলা

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ২ জানুয়ারি : বছরের শেষ দিনে আশাকর্মীদের আন্দোলনের ঘটনায় সংগঠনের দার্জিলিং জেলা কমিটির সভাপতি নমিতা চক্রবর্তী সহ মিছিলে অংশগ্রহণকারী সমস্ত আশাকর্মীর বিরুদ্ধে স্বতঃপ্রণোদিত মামলা দায়ের করেছে শিলিগুড়ি থানা। আশাকর্মীদের পাশাপাশি ওই দিনের কর্মসূচিতে অংশ নেন এআইইউটিইউসি-র দার্জিলিং জেলা কমিটির সভাপতি জয় লোধ। তাঁর নামও মামলায় উল্লেখ করা হয়েছে। এএসআই পদমর্যাদার এক পুলিশকর্মী তাঁর অভিযোগপত্রে জানিয়েছেন, ওইদিনের র‍্যালির জন্য কোনও পুলিশি অনুমতি নেওয়া ছিল না। এর মধ্যে এয়ারভিউ মোড়ে পথ অবরোধও করা হয়। তাতে ব্যাপক যানজট তৈরি হয়েছিল।

এদিকে, এই স্বতঃপ্রণোদিত মামলাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক মহলে গুঞ্জন শুরু হয়েছে। নমিতার অভিযোগ, 'সেদিন রাজ্যব্যাপী আশাকর্মীদের কর্মসূচি চলেছিল। আসলে আমাদের কণ্ঠরোধ করতে পুলিশ এ ধরনের স্বতঃপ্রণোদিত মামলা করেছে।' তিনি আরও বলেন, 'ওইদিন রাজ্যব্যাপী পথ অবরোধ হয়। আশাকর্মীরা গ্রামাঞ্চল থেকে এসে আন্দোলনে পা মেলান। কেউ চার মাস, কেউ পাঁচ মাস মাইনে পাচ্ছেন না। সরকারের উচিত আশাকর্মীদের সংগঠনের সঙ্গে বৈঠকে বসা। মামলায় আমাদের দাবিয়ে রাখা যাবে না।'

মামলার পরিপ্রেক্ষিতে ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকারের বক্তব্য, 'এটা পুলিশের বিষয়। আমাদের কিছু বলার নেই।' ওই এএসআই লিখেছেন, সেদিন দুপুরে এয়ারভিউ মোড়ে পৌঁছে দেখি, চার থেকে পাঁচশো মানুষ স্লোগান দিচ্ছেন। ব্যস্ত সময় এত বড় মিছিলের জন্য অনুমতি কীভাবে মিলল? আন্দোলনকারীদের কাছে মিছিলের অনুমতিপত্র চাওয়া হলে, তাঁরা তা দেখাতে পারেনি। পথ অবরোধের জেরে হিলকার্ট রোডে ট্রাফিক ব্যবস্থা প্রভাবিত হয়। পুলিশকর্মীর অভিযোগ, প্রায় পনেরো মিনিট ওই পথ অবরোধ চালান আশাকর্মীরা। এমনকি, তাঁদের রাস্তা থেকে সরে যাওয়ার জন্য একাধিকবার অনুরোধ করা হলেও তাঁরা সরেননি। ডিসিপি (ইস্ট) রাকেশ সিং বলেন, 'মিছিলের অনুমতি ছিল না। তাও আন্দোলনকারীরা রাস্তা আটকে বসে পড়েন। স্বতঃপ্রণোদিত মামলা করা হয়েছে। তদন্ত চলছে।'

আহত তরুণ

চাকুলিয়া, ২ জানুয়ারি : চাকুলিয়া থানার শিকারপুর এলাকায় বাইকের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে নয়ানজুলিতে ছিটকে পড়ে গুরুতর আহত হয়েছেন এক তরুণ। শুক্রবারের ঘটনায় আহতের নাম অপু সিংহ। তিনি চাকুলিয়া থানার ঢাকনিয়া এলাকার বাসিন্দা।

বাইকে করে অপু মালদুয়ারের দিকে যাচ্ছিলেন। শিকারপুর এলাকায় পৌঁছোতেই হঠাৎ বাইকের নিয়ন্ত্রণ হারান তিনি। ফলে রাস্তার পাশে নয়ানজুলিতে ছিটকে পড়ে বাইকটি। এতে অপুর গুরুতর আঘাত লাগে। স্থানীয়রা তাঁকে উদ্ধার করে দ্রুত চাকুলিয়া স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যান।

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

সূর্যাস্তের গল্প।। *কোচবিহারের হলদিবাড়িতে ছবিটি তুলেছেন অভিজিৎ রায়।*

যৌন নিগ্রহে অভিযুক্ত যুব নেতা

বিতর্কের জেরে বিজেপির বহিষ্কার

অরুণ ঝা

ইসলামপুর, ২ জানুয়ারি : অষ্টম শ্রেণির পড়ুয়াকে যৌন নিগ্রহের অভিযোগ উঠল বিজেপি যুব মোর্চার উত্তর দিনাজপুর জেলা সাধারণ সম্পাদক শুভদীপ চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে। শুক্রবার তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের হয় ইসলামপুর থানায়। আইসি হীরক বিশ্বাস জানিয়েছেন, শুভদীপের বিরুদ্ধে পকসো আইনে মামলা রুজু হয়েছে। তবে, তিনি পলাতক। পুলিশ তল্লাশি চালাচ্ছে।

ড্যামেজ কন্ট্রোল করতে এদিনই সাংবাদিকদের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে শুভদীপকে দল থেকে বহিষ্কার সংক্রান্ত নোটিশ পাঠায় দলের জেলা নেতৃত্ব। রাজনৈতিক তর্জাও শুরু হয়েছে শাসক-বিরোধীর মধ্যে। দোষীর কঠোর সাজার দাবি উঠছে বিভিন্ন মহল থেকে। মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে ওই ছাত্রীর পরিবার। নির্যাতিতার বাবা এ বিষয়ে বেশি কথা বলতে চাইছেন না। তবে ফোনে উত্তরবঙ্গ সংবাদকে বলেন, 'কিছুতেই মেনে নিতে পারছি না। আমরা আইন হাতে তুলে নিইনি। বিচারের আশায় পুলিশের দ্বারস্থ হয়েছি। কঠোর শাস্তি চাই। এই মুহূর্তে আর কিছু বলার মতো পরিস্থিতিতে নেই আমি।'

অভিযুক্ত পেশায় স্কুল শিক্ষক। নাবালিকার বাড়িতে অভিযুক্ত টিউশন পড়াতে আসতেন। সম্প্রতি তাকে নিজের বাড়িতে পড়া বোঝানোর অজুহাতে ডাকেন তিনি। অভিযোগ, সেসময় শুভদীপ এই ঘটনা ঘটান। দিনকয়েক আগে ছাত্রীর কথাবার্তা, আচরণে অভিভাবকদের সন্দেহ হয়। তারপর নানা প্রশ্ন করতেই নাবালিকা সবটা খুলে বলে। এরপরই তাঁরা থানায় অভিযোগ দায়ের করেন।

প্রায় বছরখানেক আগে এক শিক্ষিকার গায়ে হাত তোলার অভিযোগও উঠেছিল শুভদীপের বিরুদ্ধে। সেসময় অবশ্য ইস্যুটি আলোচনার মাধ্যমে মিটিয়ে নেওয়া হয়। পদ্ম নেতারা সেই ঘটনার কথা এদিন স্বীকারও করেছেন।

প্রশ্ন উঠছে, তারপরেও কেন অভিযুক্তকে সাংগঠনিক পদে বহাল রাখা হল এতদিন? বহিষ্কারপত্রে তারিখ হিসেবে ২৬ ডিসেম্বর উল্লেখ থাকলেও এদিন এফআইআর দায়ের হওয়ার পরই কেন সেটা সমাজমাধ্যমে দেওয়া হল? তবে কি পুরোটাই মুখ রক্ষার কৌশল? দলের জেলা সহ সভাপতি সুরজিৎ সেনের অবশ্য দাবি, 'নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগ সঠিক নয়। শিক্ষিকার গায়ে হাত তোলা নিয়ে শুভদীপের বিরুদ্ধে দলীয় তদন্ত চলছিল। দলবিরোধী অন্যান্য কাজের জন্য গত বছর ডিসেম্বরের ২৬ তারিখ তাঁকে বহিষ্কার করা হয়। ছাত্রীকে যৌন নিগ্রহের অভিযোগ প্রমাণিত হলে, তাঁর কঠোর সাজা হওয়া উচিত।' কটাক্ষ করতে ছাড়েননি তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা সভাপতি কানাইয়ালাল আগরওয়াল। তাঁর কথায়, 'বিজেপির স্লোগান, বেটি বাঁচাও, বেটি পড়াও। কিন্তু বাস্তবে দলেরই যুব নেতার কাছে টিউশন পড়তে গিয়ে একজন নাবালিকার ভয়ংকর অভিজ্ঞতা হল। দ্রুত ওকে পাকড়াও করতে হবে।'

সাতদিন পর কেন বহিষ্কারের চিঠি প্রকাশ্যে আনা হল? সুরজিতের দাবি, 'চেপে যাওয়ার কোনও প্রশ্নই ওঠে না। সাংগঠনিক প্রক্রিয়া মেনে যথাসময়ে আমরা দিয়েছি গ্রুপে।' দল নির্যাতিতা ও তার পরিবারের পাশে আছে বলে জানালেন তিনি। এদিন রাতেই অভিযুক্তের বাড়ির সামনে স্থানীয়রা ভিড় জমান। দ্রুত গ্রেপ্তারের দাবি তোলেন। পরিস্থিতি সামলাতে পৌঁছায় পুলিশ।

- শুভদীপ চক্রবর্তী পেশায় স্কুল শিক্ষক
- তিনি নির্যাতিতার বাড়িতে টিউশন পড়াতে যেতেন
- সম্প্রতি নিজের বাড়িতে ডেকেছিলেন নাবালিকাকে
- তারপরই আচরণে বদল, সন্দেহ হয় অভিভাবকদের
- অভিযোগ দায়ের হতেই সাতদিন আগের বহিষ্কারপত্র প্রকাশ্যে আনে বিজেপি

> কিছুতেই মেনে নিতে পারছি না। আইন হাতে তুলে নিইনি। বিচারের আশায় পুলিশের দ্বারস্থ হয়েছি। কঠোর শাস্তি চাই। এই মুহূর্তে আর বলার মতো পরিস্থিতিতে নেই আমি।
>
> **নির্যাতিতার বাবা**

কেক-চকোলেট, সঙ্গে নতুন বই পেয়ে খুশি পড়ুয়ারা

তমালিকা দে

শিলিগুড়ি, ২ জানুয়ারি : নতুন বছরে উৎসবমুখর সরকারি স্কুলগুলি। শুক্রবার 'স্টুডেন্টস উইক' উপলক্ষ্যে স্কুলে 'বুক ডে' পালন করা হয়। শিক্ষাবর্ষের শুরুতে হাতে নতুন বই পেয়ে আনন্দিত পড়ুয়ারা। এদিন শহরের অনেক স্কুলেই পড়ুয়াদের কপালে চন্দনের ফোঁটা ও হাতে ফুল তুলে দিয়ে নতুন ক্লাসে বরণ করা হয়। স্কুলগুলির এই অভিনব আয়োজনে খুশি অভিভাবক মহলও।

বেসরকারি স্কুলের মতো সরকারি স্কুলেও পড়ুয়াদের জন্য বিভিন্ন রকমের অনুষ্ঠানের আয়োজনের সরকারি নির্দেশিকা রয়েছে। নতুন শিক্ষাবর্ষ শুরুতেই একসপ্তাহব্যাপী স্কুলগুলিতে অনুষ্ঠিত হবে 'স্টুডেন্টস উইক'। এই অনুষ্ঠানে কোন দিন কোন অনুষ্ঠান করা হবে সেই নির্দেশিকাও শিক্ষা দপ্তরের তরফে দেওয়া হয়েছে। শুক্রবার পড়ুয়াদের ইংরেজি নববর্ষের শুভেচ্ছা জানানোর পাশাপাশি হাতে চকোলেট ও কেক তুলে দেওয়া হয় জগদীশ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। স্কুলের চতুর্থ শ্রেণির ছাত্র সমীর মল্লিক খুশি হয়ে বলে, 'প্রধান শিক্ষিকা আমাকে চকোলেট, কেক দিয়েছেন। নতুন ক্লাসে বন্ধুদের সঙ্গে আনন্দ করে আজকের দিনটা কাটিয়েছি।' স্কুলের তৃতীয় শ্রেণির ছাত্র বিশ্বজিৎ সরকারের খুশিতেও এক সুর। বরদাকান্ত প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাথমিকেও এদিন পড়ুয়াদের নিয়ে 'বুক ডে ' বা বই দিবস সেলিব্রেট করা হয়। তবে কিছুটা আক্ষেপ করে প্রধান শিক্ষক রঞ্জন শীলশর্মা বলেন, 'আমার স্কুলে সাড়ে আটশোর মতো পড়ুয়া রয়েছে। এখনও সব বই না পাওয়ায় পড়ুয়াদের সব বই দেওয়া যায়নি। এমনকি পঞ্চম শ্রেণির পড়ুয়াদের কোনও বই দেওয়া হয়নি।'

প্রাকপ্রাথমিক থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পড়ুয়াদের নিয়ে সাতদিনব্যাপী অনুষ্ঠানের আয়োজন হওয়ায় তরাই তারাপদ আদর্শ বিদ্যালয় প্রাথমিক এবং হাইস্কুল, শিলিগুড়ি গার্লস প্রাথমিক ও হাইস্কুল সহ বাকি স্কুলগুলিতেও দিনটি পালন করা হয়।

মৃত ২

নকশালবাড়ি, ২ জানুয়ারি : পথ দুর্ঘটনায় দুই তরুণের মৃত্যু হয়েছে এবং একজন গুরুতরভাবে আহত হয়েছেন। মৃতদের নাম রণদীপ রায় (২৪) ও বিশ্বজিৎ বর্মন (১৮)। তাঁরা পানিট্যাঙ্কির গগুগোলজোত এলাকার বাসিন্দা। ঘটনায় সূর্য সিংহ নামে যে তরুণ গুরুতরভাবে আহত হয়েছেন, তাঁর বাড়ি খড়িবাড়ি বুড়াগঞ্জের মঞ্জয়জোতে। শুক্রবার বিকেলে ওই তিন তরুণ বাইকে নকশালবাড়ি থেকে বুড়াগঞ্জের দিকে যাচ্ছিলেন। দ্রুতগতির জেরে রাঙ্গালি স্বাস্থকেন্দ্র এলাকায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বাইকটি বিদ্যুতের খুঁটিতে ধাক্কা মারে। তিনজনই রাস্তায় লুটিয়ে পড়েন। স্থানীয়রা তাঁদের উদ্ধার করে নকশালবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক দুজনকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। সূর্যকে উন্নত চিকিৎসার জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিকেলে পাঠানো হয়েছে।

ধৃত ২ ভাই

ফাঁসিদেওয়া, ২ জানুয়ারি : জমি বিবাদের ঘটনায় দুই ভাইকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ধৃত মহম্মদ রেজাবুল ও শোভেন আলি চটহাটের নিকরগছের বাসিন্দা। ফাঁসিদেওয়া ব্লকের চটহাটে সংশ্লিষ্ট ওই জমি নিয়ে দীর্ঘদিন থেকে জট বেঁধে রয়েছে। গত বছর ২১ ডিসেম্বর দুই ভাইয়ের মধ্যে জমি নিয়ে বচসা এবং হাতাহাতির ঘটনা ঘটে। পরবর্তীতে উভয়পক্ষই একে অপরকে দোষারোপ করে পুলিশের দ্বারস্থ হয়। দায়ের হওয়া লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে শুক্রবার পুলিশ অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করে। ধৃতদের এদিনই শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হয়। বিচারক ধৃতদের ১৪ দিনের বিচারবিভাগীয় হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন।

বামেদের সঙ্গে জোটে ধন্দে হাত শিবির

একা লড়াইয়ের প্রস্তুতি কংগ্রেসের

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ২ জানুয়ারি : লোকসভা ভোটে এরাজ্যে একা লড়াইয়ের পক্ষপাতী রাজ্য কংগ্রেস। সেই লক্ষ্যেই ঘুঁটি সাজাচ্ছেন মল্লিকার্জুন খাড়গে, রাহুল গান্ধিরা। দলীয় সূত্রে এমনটাই খবর। একলা চলো নীতি নিয়ে ইতিমধ্যেই কেন্দ্রভিত্তিক প্রার্থী বাছাইয়ের কাজ শুরু করে দিয়েছে কংগ্রেস। দলের বক্তব্য, বামেদের সঙ্গে জোট করে খুব বেশি ফায়দা হয়নি। তাই এবার একা লড়ে নিজেদের শক্তি পরীক্ষা করার পক্ষে দলের নেতা-কর্মীরা। আলোচনা এখনও শুরু না হলেও সিপিএম অবশ্য জোটের ব্যাপারে আশাবাদী। দলের রাজ্য নেতা সুজন চক্রবর্তীর বক্তব্য, 'তৃণমূল কংগ্রেস এবং বিজেপি-বিরোধী সমস্ত দলকে একজোট করে লড়াইয়ের প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে। দ্রুত আলোচনা শুরু হবে।' প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকারের সংক্ষিপ্ত বক্তব্য, 'আমাদের সিদ্ধান্ত হাইকমান্ড নেবে। আমরা আমাদের মতো প্রস্তুতি নিচ্ছি। বাকিটা হাইকমান্ডের সঙ্গে আলোচনা হবে।'

২০১১ সাল থেকে পরপর তিনটি বিধানসভা নির্বাচনে বামেদের সঙ্গে কংগ্রেস আসন সমঝোতা করেই লড়েছে। কিন্তু তাতে কংগ্রেসের ভোটব্যাংকের ক্ষতি হয়েছে বলেই দলের অনেকেই মনে করেন। সেদিকে তাকিয়েই এবার কংগ্রেসের প্রদেশ নেতৃত্বই শুধু নয়, বিভিন্ন জেলা নেতৃত্বও একা লড়াইয়ের পক্ষপাতী।

কংগ্রেসের উত্তরবঙ্গের প্রতিনিধি এক প্রদেশ নেতার বক্তব্য, 'আমরা এবার যে বিধানসভা ভোটে খুব ভালো ফলাফল করতে পারব, সেটা বলতে চাইছি না। কিন্তু বামেদের সঙ্গে না লড়ে একা লড়াই করলে অন্তত নিজেদের শক্তিটা বুঝতে পারব। রাজ্যে এমন একাধিক আসন রয়েছে যেখানে কংগ্রেস এখনও জিতে আসতে পারে।' দলের হাইকমান্ডও এই বিষয়টি ভাবছে বলে তাঁর দাবি।

সূত্রের খবর, চলতি মাসেই দলের সর্বভারতীয় সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে এরাজ্যে আসছেন। তার পরেই রাহুল গান্ধি এবং প্রিয়াংকা গান্ধি ভদরাও আসবেন। অর্থাৎ দলের হাইকমান্ড একক লড়াইয়ের প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে বলেই প্রদেশ নেতারা মনে করছেন।

আগামী ৮ জানুয়ারি কংগ্রেসের দার্জিলিং জেলা নেতৃত্বের উদ্যোগে মিত্র সম্মিলনীতে একটি রাজনৈতিক কনভেনশনের ডাক দেওয়া হয়েছে। ওই কনভেনশনে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি, দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক গোলাম আহমেদ মীর সহ প্রদেশ এবং জেলার অন্য নেতৃত্ব উপস্থিত থাকবেন। দার্জিলিং জেলা কংগ্রেস (সমতল) সভাপতি শুক্রবার সাংবাদিক বৈঠকে বলেন, 'মূলত কর্মসংস্থানের অভাব, শিল্পহীন উত্তরবঙ্গ, নারী সুরক্ষার অভাব, অস্বাভাবিক দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদেই এই কনভেনশনের ডাক দেওয়া হয়েছে।' তবে, এই কনভেনশনে নিশ্চিতভাবেই বিধানসভা ভোটের প্রস্তুতি নিয়েও আলোচনা হবে বলে জেলা কংগ্রেস সূত্রের খবর।

দার্জিলিং জেলা কংগ্রেস কার্যালয়ে নেতৃত্ব। শুক্রবার।

> আমাদের সিদ্ধান্ত হাইকমান্ড নেবে। আমরা আমাদের মতো প্রস্তুতি নিচ্ছি। বাকিটা হাইকমান্ডের সঙ্গে আলোচনা হবে।
>
> **শুভঙ্কর সরকার**
> সভাপতি, প্রদেশ কংগ্রেস

আজ র‍্যাম্পে হাঁটবেন অভিষেক

আলিপুরদুয়ার, ২ জানুয়ারি : পিএফ, গ্র্যাচুইটির সমস্যা আছেই। সঙ্গে রয়েছে বন্ধ চা বাগান। এছাড়াও গত তিন বছরে বাড়েনি চা-শ্রমিকদের মজুরি, নেই ১০০ দিনের কাজ। এইসব হাজারো সমস্যার মধ্যেই শনিবার আলিপুরদুয়ারে আসছেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক তথা সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। মাঝেরডাবরিতে তিনি আবার চা শ্রমিকদের সঙ্গে কথা বলবেন। দুয়ারে আবার নাড়ছে বিধানসভা ভোট। একদিকে চা বাগানের সমস্যা অপরদিকে বিধানসভা ভোট- এই দুয়ের মাঝে অভিষেক কী বার্তা দেন সেদিকেই তাকিয়ে আছে উত্তরের চা বলয়। যদিও অভিষেকের কর্মসূচিতে চা-শ্রমিকদের দুর্দশা ঘুচবে না বলেই মত বিরোধী শ্রমিক ইউনিয়নগুলির।

আলিপুরদুয়ার-কোচবিহার চা বাগান মজদুর ইউনিয়নের সম্পাদক বিদুৎ গুন বলেন, 'চা বাগানের শ্রমিকরা কী নিদারুণ সমস্যায় আছেন তা কি তৃণমূলের শীর্ষ নেতারা জানেন না। আসলে সামনে ভোট আর তার জন্যই লোক দেখাতে তৃণমূলের সাংসদ শ্রমিকদের নিয়ে কর্মসূচি নিয়েছেন। এতে আখের শ্রমিকদের কোনও লাভ হবে না।'

যদিও তৃণমূল চা বাগান শ্রমিক ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় কমিটির চেয়ারম্যান নকুল সোনারের কথায়, 'চা বাগানের সামগ্রিক উন্নয়নে রাজ্য সরকার কাজ করছে। তবে ডুয়ার্সে দুটি কোম্পানি শ্রমিকদের পিএফ, গ্র্যাচুইটি নিয়ে টালবাহানা করছে। আমরা শনিবার আমাদের দলের শীর্ষ নেতা অভিষেকের কাছে তা তুলে ধরব।'

কোচবিহারের সভায় মিঠুন চক্রবর্তী। শুক্রবার। ছবি : জয়দেব দাস

মহাকালের নামে শপথ মিঠুনের

শিবশংকর সূত্রধর

কোচবিহার, ২ জানুয়ারি : কয়েকদিন আগেই শিলিগুড়িতে মহাকাল মন্দির তৈরির জন্য জমি বরাদ্দ করেছে রাজ্য সরকার। সেই মহাকালের নামেই শপথ নিয়ে তৃণমূলকে হারানোর প্রতিজ্ঞা করলেন মিঠুন চক্রবর্তী। শুক্রবার বিকেলে কোচবিহার শহরের পুরাতন পোস্ট অফিসপাড়ার মাঠে পরিবর্তন সংকল্প সভায় অংশ নিয়ে সিনেমার ডায়ালগের ভঙ্গিতে তিনি বলেন, 'মহাকাল যেদিন জাগবে সেদিন সব শেষ। মহাকালের কবলে পড়ার আগে নিজেকে শুধরে নিন। মহাকাল কাউকে ছাড়বে না।' তৃণমূল পশ্চিমবঙ্গকে বাংলাদেশ তৈরির চেষ্টা করছে বলে অভিযোগ তুলে তিনি বলেন, 'মারছেন, ধরছেন, কাটছেন, কাটুন। কিন্তু যেদিন মহাকালের কবলে পড়বেন সেদিন ঠিক সেইভাবেই আপনার সঙ্গে সেই ব্যবহার হবে। মহাকালের নামে শপথ নিয়ে বলছি। যতদিন এই মিঠুন চক্রবর্তীর গায়ে এক ফোঁটা রক্ত থাকবে কোই মাই কা লাল ইয়ে কর নেহি সকতা।'

কোচবিহার শহরে মিঠুনের জনসভা নিয়ে বেশ কয়েকদিন ধরেই জলঘোলা চলছে। পুলিশের কাছে আবেদন করা হলেও সভার অনুমতি না মেলায় শেষপর্যন্ত হাইকোর্ট থেকে অনুমতি এনে এদিন সভা করা হয়। এদিন দুপুরে ময়নাগুড়ি হয়ে সড়কপথে কোচবিহারে এসে পৌঁছান 'মহাগুরু'। একটি হোটেলে ওঠার পর সভায় পৌঁছান। তার আগে রাসমেলা মাঠ সংলগ্ন এলাকায় মনীষী পঞ্চানন বর্মার মূর্তিতে মালা দেন। সভাস্থলের পাশে একটি শিব-কালীর মন্দিরে গিয়ে আশীর্বাদ নিয়ে সভায় অংশ নেন। এদিন বিজেপির সভায় প্রায় পুরোটাজুড়েই বাংলাদেশ ও হিন্দু-মুসলিম প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা হয়। ভাষণের প্রথম দিকে মিঠুন বলেন, 'এখানকার অনেক কর্মীকে পুলিশ মিথ্যে মামলা দিয়ে জেলে রেখেছে। এটা শুনে দুঃখ পেলাম। তাদের জেল থেকে বের করার ব্যবস্থা করতে হবে। সবাইকে এক ছাতার নীচে এসে তৃণমূলকে হারাতে হবে। এটাই আমাদের প্রতিজ্ঞা। কারও মধ্যে মনোমালিন্য হলে এখনই মিটিয়ে নিন।'

মিঠুনের অভিনয় করা 'কাশ্মীর ফাইলস' নিয়ে কম আলোচনা হয়নি। সেই সিনেমার প্রসঙ্গ টেনে মিঠুন বলেছেন, 'আপনারা কাশ্মীর ফাইলসে দেখেছেন কীভাবে হিন্দু পণ্ডিতদের মেরে বের করে দেওয়া হয়েছে। এখানেও তাই হচ্ছে। এটাকে পশ্চিম বাংলাদেশ বানানোর চেষ্টা হচ্ছে। কাশ্মীরে হারমোনিয়াম ভেঙেছে। এখানে দুর্গার গান গাইতে বাধা দেওয়া হচ্ছে।'

বিধানসভা নির্বাচনেও যে বিজেপির মূল হাতিয়ার 'হিন্দুত্ব' তা এদিনের বক্তাদের ভাষণ থেকেই স্পষ্ট। অন্যান্য রাজনৈতিক দলে যাঁরা হিন্দু রয়েছেন তাঁদেরও বিজেপিতে শামিল হওয়ার কথা বলেন মিঠুন। তাঁর ভাষণ, 'যাঁরা হিন্দু কমিউনিস্ট রয়েছেন, যাঁরা কংগ্রেস করেন, মনে হিন্দু আবেগ রয়েছে, তাঁরা আসুন একসঙ্গে তৃণমূলকে উৎখাত করি।' এদিন প্রায় ১৩ মিনিট ভাষণ রাখেন তিনি। ভাষণের শেষের দিকে সিনেমার তাঁর জনপ্রিয় কিছু ডায়ালগ বলেন। এদিন মিঠুনের সভায় নাটাবাড়ির বিধায়ক মিহির গোস্বামী ও রাজ্যসভার সাংসদ নগেন রায় বাদে মোটামুটি জেলা নেতৃত্বর সবাই উপস্থিত ছিলেন। সেখানে প্রাক্তন প্রতিমন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিকের একটি বক্তব্য নিয়ে বিতর্ক তৈরি হয়েছে। ভাষণ রাখতে গিয়ে তিনি বলেছেন, 'কোচবিহার শহরের তোর্ষা নদী পেরোলেই আরেকটি বাংলাদেশ শুকটাবাড়ি রয়েছে। আর বেশিদিন বাকি নেই শুকটাবাড়ি থেকে দলে দলে লোক এসে কোচবিহার শহর ছারখার করে দেবে।' নিশীথের পালটা তৃণমূলের জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিকের বক্তব্য, 'কোচবিহার শহর ও শুটকাবাড়ির মধ্যে ধর্মীয় উদ্দেশ্যে বৈষম্য তৈরি করা হচ্ছে। এর প্রতিবাদ জানাচ্ছি।'

তৃণমূলকে হারানোর হুংকার

ফেসবুক পোস্ট নিয়ে সংঘর্ষ

চাকুলিয়া, ২ জানুয়ারি : ফেসবুকে ছবি পোস্ট করাকে কেন্দ্র করে দু'পক্ষের মধ্যে তুমুল মারপিটের ঘটনায় দুই ব্যক্তি গুরুতর আহত হয়েছেন। শুক্রবার চাকুলিয়া থানার অন্তর্গত বলঞ্চা এলাকায় ঘটনাটি ঘটে। আহত আবদুল জাব্বার ও গোলাম ইয়াজদানিকে চাকুলিয়া স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ভর্তি করা হয়েছে। বর্তমানে তাঁরা সেখানে চিকিৎসাধীন।

বলঞ্চা এলাকায় একটি অনুষ্ঠানে ছবি তোলা নিয়ে দু'পক্ষের মধ্যে বাগবিতণ্ডা শুরু হয়। একপক্ষ ছবি তুলে ফেসবুকে পোস্ট করায় অন্যপক্ষ আপত্তি জানায়। এ নিয়ে কথা কাটাকাটি থেকে হাতাহাতি এবং পরে তা সংঘর্ষের চেহারা হয়। উভয়পক্ষের লোকজন ঘটনাস্থলে জড়ো হয়ে যাওয়ায় পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। আহত দুজনকে দ্রুত উদ্ধার করে স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়। খবর পেয়ে চাকুলিয়া থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। ঘটনায় এখনও পর্যন্ত কেউ গ্রেপ্তার হয়নি।

নিকাশিনালা নিয়ে অভিযোগ

বাগডোগরা, ২ জানুয়ারি : মাটিগাড়ার বালাসন সেতু থেকে শালুগাড়া পর্যন্ত ফোর লেনের সড়ক তৈরির কাজ চলছে। এই সড়কের দু'পাশে সাড়ে তিন ফুট চওড়া নিকাশিনালা তৈরি করা হচ্ছে। তবে মাটিগাড়ার খাপরাইল মোড়ের একটি হোটেলের সামনে নিকাশিনালা মাত্র দু'ফুট চওড়া করার অভিযোগ উঠেছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে সোমবার এলাকাবাসী কাজ বন্ধ করে দিয়েছিলেন। শুক্রবার ওই এলাকা পরিদর্শন করেন শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ প্রিয়াংকা বিশ্বাস। তিনি বলেন, 'জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ অপরিকল্পিতভাবে কাজ করছে। স্থানীয়রা আমাকে অভিযোগ জানিয়েছেন।' শুধু তাই নয়, নিকাশিনালার কাজের জন্য এলাকার জলনিকাশি ব্যবস্থা স্তব্ধ হয়ে রয়েছে বলে স্থানীয়দের অভিযোগ। এদিকে, জাতীয় সড়কের সহকারী ইঞ্জিনিয়ার দেবকুমার সাহার বক্তব্য, 'ওখানে রাস্তার জায়গা যতটুকু রয়েছে তাতেই নিকাশিনালা করা হচ্ছে। এই কারণেই ওই জায়গায় নিকাশিনালা সরু হয়ে গিয়েছে।'

ইসলামপুরে রাজ্য সড়ক অবরোধ পড়ুয়াদের

অরুণ ঝা

ইসলামপুর, ২ জানুয়ারি : একাধিক ক্লাসে রেজাল্টে গরমিল ও ভর্তির ফি বৃদ্ধির প্রতিবাদে রাজ্য সড়ক অবরোধ করল ইসলামপুর হাইস্কুলের পড়ুয়ারা। পড়ুয়াদের সঙ্গে অভিভাবকরাও ক্ষোভে ফেটে পড়েন। এমনকি স্কুল পরিচালন কমিটির সভাপতি আনোয়ারুল ইসলাম বলেন, 'স্কুলের পঠনপাঠন নিয়ে কোনও হেলদোল নেই প্রধান শিক্ষকের। আমি সমস্ত চেষ্টা করে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি।'

প্রধান শিক্ষক মহম্মদ সালাউদ্দিন আহমেদ বলছেন, 'আমার বিরুদ্ধে উদাসীনতার অভিযোগ ভিত্তিহীন। রেজাল্ট ও খাতার মূল্যায়নে যে সমস্যা হয়েছে, তা অস্বীকার করব না।' এদিন পুলিশের হস্তক্ষেপে অবরোধ উঠলেও, প্রায় এক ঘণ্টার অবরোধে চরম ভোগান্তিতে পড়তে হয় সাধারণ মানুষকে। গত দেড় মাসে দুইবার স্কুলের বিরুদ্ধে রাজ্য সড়ক অবরোধ করল পড়ুয়ারা। ফলে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ভূমিকা নিয়েও শহরে গুঞ্জন তুঙ্গে।

রেজাল্টে গরমিল ও ভর্তির ফি বৃদ্ধি নিয়ে কিছুদিন ধরেই পড়ুয়া এবং অভিভাবকদের মধ্যে ক্ষোভ ছিল। তা থেকে শুক্রবার হঠাৎই উত্তাল হয়ে ওঠে ইসলামপুর হাইস্কুল চত্বর। স্কুল থেকে বেরিয়ে পড়ুয়ারা রাজ্য সড়কে বেঞ্চ পেতে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করে। একইসঙ্গে অভিভাবকরা স্কুলের প্রধান শিক্ষকের ঘরে ঢুকে তাঁকে ঘেরাও করে প্রতিবাদ জানান। বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, স্কুলে নিয়মিত পঠনপাঠনের অভাব রয়েছে। পরীক্ষার রেজাল্টে একাধিক গরমিল দেখা যাচ্ছে। পাশাপাশি হঠাৎ করে ভর্তির ফি বৃদ্ধি করা হয়েছে। যা অত্যন্ত অন্যায়। অভিভাবক নুর আলম বলেন, 'রেজাল্ট নিয়ে এমন গরমিল ধারণার বাইরে। এদিন নতুন বই দেওয়ার কথা ছিল। কিন্তু যা পরিস্থিতি তাতে পড়ুয়াদের ভবিষ্যৎ নিয়েই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।' আরও এক অভিভাবক কালাচাঁদ ঘোষের বক্তব্য, 'স্কুল ফি নিয়ে যা হওয়ার তো হচ্ছে। কিন্তু রেজাল্ট তৈরি ও খাতা দেখার বিষয়ে স্কুল এতটা উদাসীন হবে তা কল্পনার বাইরে।' স্কুল পড়ুয়া হিমাংশু গুপ্তর দাবি, '২৪ ডিসেম্বর রেজাল্ট দিয়েছে। তখন থেকেই ভুলের বিষয়টি আমরা বলে আসছি। কিন্তু প্রধান শিক্ষক গুরুত্ব দেননি। সমস্যা না মিটলে আমরা মহকুমা শাসকের দ্বারস্থ হব।'

এদিন অবরোধের খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছান ইসলামপুর থানার আইসি হীরক বিশ্বাস সহ বিশাল পুলিশবাহিনী। পুলিশের আশ্বাসে ছাত্ররা রাজ্য সড়ক অবরোধ তুলে নেয়। এরপর পুলিশ প্রধান শিক্ষকের ঘরে গিয়ে স্কুল কর্তৃপক্ষ ও অভিভাবকদের সঙ্গে আলোচনায় বসে। দীর্ঘ আলোচনার পর অভিভাবকদের দাবি মেনে নেওয়ার আশ্বাস দেয় স্কুল কর্তৃপক্ষ। পরিস্থিতি আপাতত স্বাভাবিক হলেও, বিষয়টির স্থায়ী সমাধান না হলে ভবিষ্যতে জোরদার আন্দোলনের ইঙ্গিত দিয়েছে পড়ুয়া ও অভিভাবকরা।

ভর্তির ফি বৃদ্ধি, রেজাল্টে গরমিল

ইসলামপুর হাইস্কুলের পড়ুয়াদের রাজ্য সড়ক অবরোধ। শুক্রবার।

> স্কুলের পঠনপাঠন নিয়ে কোনও হেলদোল নেই প্রধান শিক্ষকের। আমি সমস্ত চেষ্টা করে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি।
>
> **আনোয়ারুল ইসলাম**
> সভাপতি, পরিচালন কমিটি

শুনানিতে এসেও ফিরতে হল খড়িবাড়িতে

খড়িবাড়ি, ২ জানুয়ারি : এসআইআর-এর শুনানিতে ডেকেও শতাধিক ভোটারকে ফিরিয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠল খড়িবাড়িতে। শুক্রবার ফাঁসিদেওয়া বিধানসভার ২৭/১১ বুন্দেশরী প্রাথমিক বিদ্যালয় ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের ১৬৫ জন ভোটারকে খড়িবাড়ি বিডিও অফিসে শুনানির জন্য ডাকা হয়েছিল। কিন্তু এদিন মাত্র ৪০ জনের শুনানি হয়। বাকিদের ফিরিয়ে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। বাকিদের ১৯ ও ২০ জানুয়ারি ফের শুনানিতে ডাকা হয়। আর এনিয়ে ক্ষুব্ধ সকলে।

পানিট্যাঙ্কির দুলালজোতের বাসিন্দা সঞ্জয় বিস্তা এদিনের শুনানিতে ডাক পেয়েছিলেন। কিন্তু এদিন তাঁকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। তিনি বলেন, 'টোটো চালিয়ে সংসার চালাই। বিএলও নোটিশ দিয়েছিলেন। শুনানিতে আসার পরও ফিরিয়ে দিল। একটা দিন নষ্ট হল।' একই অভিযোগ পানিট্যাঙ্কির বাসিন্দা কমলা রাউতের। তাঁর কথায়, 'বাচ্চাদের বাড়িতে রেখে ১০ কিলোমিটার দূরে শুনানিতে এসেছিলাম। এখন ফের ১৯ তারিখ আসতে বলছে। এভাবে হয়রান করা ঠিক নয়।'

এদিকে, পক্ষাঘাতগ্রস্ত কার্তিক রায় নামে এক ব্যক্তিকে এদিনের শুনানিতে ডাকা হয়েছিল। যা নিয়ে বিতর্ক তৈরি হয়। অটোরিকশা করে বিডিও অফিসে শুনানিতে এসেছিলেন কার্তিক। দীর্ঘক্ষণ বসে থাকার পর তাঁর শুনানি হয় এদিন। কার্তিক বলেন, 'চলাফেরা করতে পারি না। বিএলও শুনানির নোটিশ দেওয়ায় এসেছি। বাড়িতেই তো শুনানির কথা, কিন্তু কেন শুনানির নোটিশ দিল জানি না।'

এ বিষয়ে খড়িবাড়ি বিডিও তথা ব্লক নির্বাচনি আধিকারিক দীপ্তি সাউ বলেন, 'বুথ থেকে ৪০ জনকে শুনানির জন্য বলা হয়েছে। বিএলও ও সুপারভাইজারের মধ্যে কোঅর্ডিনেশনের অভাবের জন্য সংশ্লিষ্ট বিএলও ওই বুথের ১৬৫ জনকে শুনানির নোটিশ দেওয়ায় সমস্যা তৈরি হয়। এ নিয়ে বিএলও ও সুপারভাইজারকে সচেতন করা হয়েছে।' তিনি আরও জানান, মুমূর্ষু রোগীদের শুনানিতে আসার প্রয়োজন নেই, তাঁদের বাড়িতেই শুনানির কাজ হচ্ছে। এক্ষেত্রে নোটিশ দেওয়ার সময় পরিবারের সদস্যদের বিষয়টি বিএলও-কে জানানোর পরামর্শ দেন বিডিও।

বন্যপ্রাণীর দেহাংশ সহ ধৃত

নকশালবাড়ি, ২ জানুয়ারি : তান্ত্রিকের বেশে নেপাল থেকে ভারতে বন্যপ্রাণীর দেহাংশ পাচার করতে গিয়ে নেপাল সীমান্তে এসএসবি'র হাতে পাকড়াও দুই। ধৃত বাহাদুর দার্নাল ও কর্ণবাহাদুর বিশ্বকর্মা নেপালের বাসিন্দা। বৃহস্পতিবার রাতে ভারত-নেপাল সীমান্তের পানিট্যাঙ্কিতে ওই দুজনকে পাকড়াও করে এসএসবি। পরে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়। শুক্রবার ধৃতদের শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক ৮ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন।

এসএসবি সূত্রে খবর, বৃহস্পতিবার রাতে পানিট্যাঙ্কি সীমান্তে রুটিন চেকিং চালাচ্ছিল এসএসবি। সেই সময় তান্ত্রিকের বেশে ভারতে প্রবেশ করার চেষ্টা করেন দুজন। সন্দেহ হওয়ায় তাঁদের আটক করে তল্লাশি চালাতেই দুজনের কাছ থেকে চারটি হরিণের শিং, একটি গোরালের শিং, তিনটি সাপের কঙ্কাল, একটি বুনো শুয়োরের দাঁত, চারটি হর্নবিল পাখির ঠোঁট উদ্ধার হয়। পরে দুজনকে গ্রেপ্তার করে টুকরিয়াঝাড় রেঞ্জের হাতে তুলে দেওয়া হয়। এনিয়ে কার্সিয়াং ডিভিশনের ডিএফও দেবেশ পান্ডে বলেন, 'আগেও এক তান্ত্রিকের হেপাজত থেকে হরিণের শিং উদ্ধার হয়েছিল। অনুমান করা হচ্ছে ধৃতরা আন্তর্জাতিক পাচারচক্রের সঙ্গে জড়িত। ঘটনার তদন্ত চলছে।'

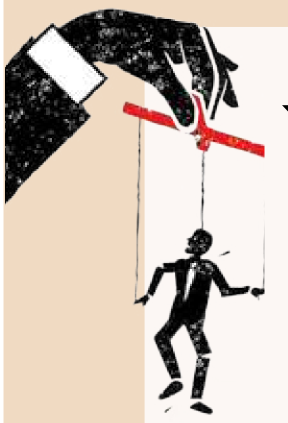

রাজনীতির অন্তরালে

দলবদলের পর নিষ্ক্রিয় ফারাজুল

একটা সময় চোপড়ায় বিরোধী রাজনীতির অন্যতম মুখ ছিলেন ফারাজুল ইসলাম। দীর্ঘদিন কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত থাকলেও '২১-এর ভোটের আগে বিজেপিতে যোগ দেন। তারপর থেকেই হঠাৎ করে নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েছেন তিনি।

মনজুর আলম

চোপড়া, ২ জানুয়ারি : বাম জমানায় চোপড়ায় যে ক'জন বিরোধী দলের নেতা ছিলেন তাঁদের মধ্যে যার নাম একবাক্যে উচ্চারিত হয় তিনি হলেন একসময়ের দাপুটে কংগ্রেস নেতা ফারাজুল ইসলাম। ছাত্র জীবন থেকেই রাজনীতিতে হাতেখড়ি হয় ফারাজুলের। পেশায় প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষক এই রাজনীতিবিদ '২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগে কংগ্রেস ছেড়ে পদ্ম শিবিরে যোগদান করেন। যদিও বছরখানেকের মধ্যেই মোহভঙ্গ হয় তাঁর। তারপর থেকে বিজেপির সঙ্গে দূরত্ব তৈরি করেছেন তিনি। এদিকে, পদ্মের সঙ্গে দূরত্ব তৈরি হলেও কংগ্রেসেও ফিরে না এসে নিজেকে কার্যত রাজনীতির আঙিনা থেকে সরিয়ে নিয়েছেন ফারাজুল। এখানেই প্রশ্ন উঠেছে, একদা দাপুটে রাজনীতিবিদ কেন নিজেকে এভাবে গুটিয়ে নিলেন?

এ নিয়ে ফারাজুলের বক্তব্য, 'নির্বাচনে সিপিএমের সঙ্গে জোট করতে গিয়ে কংগ্রেসকে চোপড়ার বিধানসভা আসন ছাড়তে হয়েছে। ২০২১ সালে একই অবস্থা হবে আগাম পূর্বাভাস পেয়েই আমার রাজনৈতিক গুরু অশোক রায়ের সঙ্গে পদ্ম শিবিরে যোগ দিয়েছিলাম। তবে তৃণমূলের সঙ্গে লড়াই করার মতো সংগঠন বিজেপির নেই। তাই আর সক্রিয় রাজনীতিতে থাকি না।'

যার হাত ধরে পদ্মে গিয়েছিলেন সেই অশোক বিজেপি থেকে কংগ্রেসে ফিরে এলেও ফারাজুল আর কংগ্রেসে ফেরেননি কেন? ফারাজুলের সাফাই, 'কংগ্রেস এখনও আগের অবস্থায় পড়ে রয়েছে। কংগ্রেসের অনেক নেতা-কর্মী শাসকদলে নাম লিখিয়েছে। সে কারণে আপাতত আর সক্রিয় রাজনীতিতে থাকি না।'

এ নিয়ে বিজেপির জেলা সহ সভাপতি অসীম বর্মন বললেন, 'অশোক রায় কংগ্রেসে ফিরে যাওয়ার পর ফারাজুলকে বিভিন্ন সময়ে দলীয় কর্মসূচিতে ডাকা হলেও তিনি আসেননি। ফলে দলের সঙ্গে তাঁর আর কোনও সম্পর্ক নেই।'

অশোক কংগ্রেসে ফিরে ফের রাজনীতির আঙিনায় সক্রিয় থাকলেও একদা তাঁর ছায়াসঙ্গী ফারাজুল এভাবে বসে পড়লেন কেন, সে নিয়ে রাজনৈতিক মহলেও একাধিক প্রশ্ন রয়েছে। পুরো বিষয়টি নিয়ে অশোকের বক্তব্য, 'ও তো চুপচাপ আছে। কংগ্রেসে ফিরে সক্রিয় রাজনীতি করার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। এখন দেখা যাক কী করে।'

২০০৩ সালে কলেজ জীবন থেকে রাজনীতিতে পা ফারাজুলের। তারপর ২০১১ থেকে ২০১৩ সাল পর্যন্ত কংগ্রেসের চোপড়া অঞ্চল সভাপতি ছিলেন ফারাজুল। ২০১৩-২০১৬ চোপড়া ব্লক কংগ্রেস কমিটির কার্যনির্বাহী সভাপতি ছিলেন। ফারাজুল বলছেন, 'কংগ্রেসের প্রতি নাড়ির টান রয়েছে। ২০১১ সালে প্রথম কংগ্রেসের অঞ্চল সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছিলাম। বিজেপিতে যাওয়ার আগে পর্যন্ত কংগ্রেসের জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক ছিলাম।' এদিকে, ফারাজুলের ঘনিষ্ঠ মহল সূত্রে খবর, তিনি আর বিজেপিতে নেই। তাহলে কংগ্রেসে ফিরছেন না কেন? সূত্রের খবর, বর্তমান ব্লক কংগ্রেস কমিটির সঙ্গে নিজেকে খাপ খাওয়াতে না পেরেই আর কংগ্রেসে ফিরছেন না একদা কংগ্রেসের দাপুটে নেতা ফারাজুল।

ফারাজুল ইসলাম।

যদিও কংগ্রেসের ব্লক সভাপতি মহম্মদ মশিরউদ্দিনের বক্তব্য, 'ফারাজুল ইসলাম পদ্ম শিবিরে যাওয়ার পর নতুন করে দলীয় পতাকা ধরেননি। তবে নেতৃত্বের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে যোগাযোগ রয়েছে। আমরা তাঁকে দলে ফিরে কাজে নামার প্রস্তাব দিয়েছি। এখন দেখার তিনি কী করেন।'

উত্তরের হিন্দু ভোটই লক্ষ্য, তোপ বিরোধীদের

১৬ই মন্দিরের শিলান্যাস

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ২ জানুয়ারি : ভোটের আগে বাংলায় আরও এক মন্দিরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবেন মুখ্যমন্ত্রী। ২৯ ডিসেম্বর কলকাতার নিউটাউনে দুর্গা অঙ্গনের শিলান্যাস অনুষ্ঠান থেকে শিলিগুড়িতে মহাকাল মন্দিরের শিলান্যাসের কথা জানিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। পরে জানা যায়, ১৬ জানুয়ারি মহাকাল মন্দিরের শিলান্যাস করবেন তিনি। সেই মতো শুক্রবার প্রস্তাবিত মন্দির নির্মাণের এলাকা পরিদর্শন করেন শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব। তাঁর সঙ্গে শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান, মুখ্য কার্যনির্বাহী আধিকারিক, দার্জিলিংয়ের জেলা শাসক, হিডকোর আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন।

গৌতম বলেন, 'এখানে মন্দিরের কাজটা হচ্ছে। জমির কী পরিস্থিতি, কীভাবে কাজ হবে সেই বিষয়টি দেখা হয়েছে। শীঘ্রই স্টেট গেস্টহাউসে বৈঠক হবে। মুখ্যমন্ত্রী ১৬ তারিখ সম্ভবত শিলান্যাস করবেন।'

শিলিগুড়িতে মহাকাল মন্দির তৈরি করে উত্তরে হিন্দু ভোটকে তৃণমূল নিজেদের ঝুলিতে টানতে চাইছে বলে একাধিকবার অভিযোগ করেছে বিরোধীরা। এরই মধ্যে ১৬ জানুয়ারি মহাকাল মন্দিরের শিলান্যাস করতে চলেছেন মুখ্যমন্ত্রী। রাজ্যের হাউজিং ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন মহাকাল মন্দির তৈরির কাজ করবে।

মহাকাল মন্দির তৈরির বিরোধিতা করে বর্ষীয়ান সিপিএম নেতা তথা প্রাক্তন মন্ত্রী অশোক ভট্টাচার্য বলেন, 'এটার আমি প্রচণ্ডভাবে বিরোধী। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ধর্ম নিয়ে রাজনীতি করছেন। সংবিধানের সঙ্গে এটা কোনওভাবেই সম্পর্কিত নয়। রাষ্ট্রীয় মদতে এসব করা যায় না।' যদিও গৌতমের পালটা, 'অশোকবাবুর কথার উত্তর দিতে পারব না। এই মন্দির হলে ধর্মীয় পর্যটন হবে। অশোকবাবুরা তো এই জায়গাটা বিক্রি করে দিয়েছিলেন, আমি উদ্ধার করে নিয়ে এসেছি। এঁরা উন্নয়ন দেখতেই পারেন না। আমরা কিছু করলেই নেগেটিভ হিসেবে নেন। কিন্তু আমি তো প্রকাশ্যে এর আগেও বলেছি যে অশোকবাবুরা নিজেদের সময়কালে শিলিগুড়ির উন্নয়ন করেছেন।'

গত বছরের অক্টোবর মাসে দার্জিলিং থেকে শিলিগুড়িতে মহাকাল মন্দির তৈরির কথা ঘোষণা করেছিলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সামনেই বিধানসভা নির্বাচন। ফেব্রুয়ারি মাসেই নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণা হয়ে যেতে পারে। তাই তড়িঘড়ি জানুয়ারিতেই শিলান্যাস করে নির্বাচনের আগে কাজ শুরু করে দিতে চাইছে রাজ্যের শাসকদল।

মন্দিরের প্রস্তাবিত এলাকা পরিদর্শনে গৌতম দেব। শুক্রবার।

> এখানে মন্দিরের কাজটা হচ্ছে। জমির কী পরিস্থিতি, কীভাবে কাজ হবে সেই বিষয়টি দেখা হয়েছে। শীঘ্রই স্টেট গেস্টহাউসে বৈঠক হবে।
>
> **গৌতম দেব**
> *মেয়র শিলিগুড়ি পুরনিগম*

বদলি বহাল

মাদারিহাট, ২ জানুয়ারি : দক্ষিণ খয়েরবাড়ি ব্যাঘ্র পুনর্বাসনকেন্দ্রের ওয়াইল্ডলাইফ গার্ড পার্থসারথি সিনহার বদলির নির্দেশ বহাল থাকল। কিন্তু বাকি দুজন বনকর্মীর বদলির নির্দেশ প্রত্যাহার করার ঘটনায় একাধিক প্রশ্ন উঠছে। এদিকে প্রকল্পের চিতাবাঘগুলির রক্ষণাবেক্ষণ নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন যৌথ বন পরিচালন কমিটির সদস্যরা। তাঁদের বক্তব্য, বিকল্প ব্যবস্থা না করেই পার্থকে কীভাবে বদলি করা হল। এর ফলে চিতাবাঘগুলির ক্ষতির সম্ভাবনা বাড়বে। দক্ষিণ খয়েরবাড়ি যৌথ বন পরিচালন কমিটির সম্পাদক কাজি রতনের অভিযোগ, 'পার্থর বিকল্প তো কেউ এখানে নেই। তাহলে এতগুলি চিতাবাঘকে কে দেখাশোনা করবে। বিকল্প ব্যবস্থা না করেই এইভাবে বদলির সিদ্ধান্ত ঠিক নয়। আমরা চাই পার্থর মতো অভিজ্ঞ একজনকে এনেই যেন তাঁকে বদলি করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।'

জানা গিয়েছে, একইসঙ্গে জলদাপাড়ার আরও দুজন বনকর্মীর বদলির নির্দেশ জারি হয়েছিল। কিন্তু তা বাতিল করা হয়েছে। তাঁরা যেখানে ছিলেন সেখানেই রেখে দেওয়া হয়েছে। তাহলে পার্থর ক্ষেত্রে কেন তা হল না, তা নিয়ে প্রশ্ন তোলা হচ্ছে।

ভাই বোনে

শুক্রবার ইসলামপুরের শিবনগর কলোনিতে রাজু দাসের তোলা ছবি।

উদ্বাস্তু ইস্যুতে শান সিপিএমের

শিলিগুড়ি, ২ জানুয়ারি : ভোটের মুখে উদ্বাস্তুদের বিভিন্ন সমস্যা তুলে ধরতে চাইছে সিপিএম। যে কারণে এবার সম্মিলিত কেন্দ্রীয় বাস্তুহারা পরিষদের (ইউসিআরসি) ১৭তম দার্জিলিং জেলা সম্মেলনে গুরুত্ব পাচ্ছে জমির পাট্টা সহ বিভিন্ন ইস্যু। শুক্রবার অনিল বিশ্বাস ভবনে সাংবাদিক বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন সম্মেলনের অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি অশোক ভট্টাচার্য।

রাজ্য ও কেন্দ্র সরকারের সমালোচনা করে তিনি বলেন, 'কোনও সরকারের তরফে বাস্তুহারা মানুষজনের কথা ভাবা হচ্ছে না। আমরা মনে করি, দেশভাগজনিত কারণে যাঁরা এদেশে এসেছেন, কোনওভাবেই তাঁদের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়া যাবে না। বাম আমলে এক টাকার বিনিময়ে উদ্বাস্তুদের ৯৯ বছরের জন্য জমি লিজ দিয়েছিলাম। কিন্তু পরবর্তীতে তা বন্ধ হয়ে যায়।' তৃণমূল পরিচালিত শিলিগুড়ি পুরনিগমের দিকেও আঙুল তুলে তিনি বলেন, 'বাম পরিচালিত পুর বোর্ডের সময় অনেক মানুষ পাট্টা, নিঃশর্ত দলিল পেয়েছিলেন। কিন্তু বর্তমান পুর বোর্ডের তরফে সেদিকে কোনও নজর দেওয়া হচ্ছে না।'

বিশিলিগুড়িতে প্রায় ৭০টি কলোনি রয়েছে। এখানকার মানুষজনের নানা সমস্যা রয়েছে। নিজেদের সমস্যা তুলে ধরে ইউসিআরসি জেলা কমিটির সদস্য পরেশ সরকার বলেন, 'বেদনাদায়ক পরিস্থিতিতে আমরা উদ্বাস্তুরা রয়েছি। তাই চলতি বছরের এই সম্মেলন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বাম আমলে আমাদের অনেকে পুনর্বাসন থেকে নিঃশর্ত দলিল পেয়েছিল। কিন্তু ২০১১ সালের পর থেকে প্রতিটি পদে আমাদের অবহেলিত হতে হচ্ছে। এমনকি বর্তমান রাজ্য সরকার উদ্বাস্তু দপ্তরকেও তুলে দিয়ে তা ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের সঙ্গে যুক্ত করে দিয়েছে। এসআইআর-এও আমাদের অনেককে হয়রান হতে হচ্ছে।' সংগঠনের জেলা সভাপতি মুকুল সেনগুপ্ত বলেন, 'শিলিগুড়ি শহরে ৬০-৬৫টি উদ্বাস্তু কলোনি গড়ে উঠেছে বাম আমলে। তখন থেকেই উদ্বাস্তুদের জন্য আমাদের কিছু দাবি ছিল। তবে বিজেপি সরকার উদ্বাস্তুদের এনআরসি, সিএএ-র নামে সতর্ক থাকতে বলে তাঁদের মধ্যে আতঙ্কের সৃষ্টি করছে।' তিনি জানান, জেলা সম্মেলনের পাশাপাশি সংগঠনের রাজ্য সম্মেলনেও উদ্বাস্তুদের বিভিন্ন সমস্যা তুলে ধরা হবে এবং পরবর্তী কর্মসূচি ঠিক করা হবে।

- ভোটের মুখে উদ্বাস্তুদের বিভিন্ন সমস্যা তুলে ধরতে চাইছে সিপিএম
- শুক্রবার সাংবাদিক বৈঠকে এ নিয়ে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের সমালোচনা করেন অশোক ভট্টাচার্য
- ইউসিআরসির দার্জিলিং জেলা সম্মেলনে গুরুত্ব পাচ্ছে জমির পাট্টা ইস্যু

> দেশভাগের কারণে যাঁরা এদেশে এসেছেন, কোনওভাবেই তাঁদের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়া যাবে না।
>
> **অশোক ভট্টাচার্য**
> *প্রাক্তন মন্ত্রী*

অঞ্চল সভাপতি পদে জেল খাটা আসামি

নকশালবাড়ি, ২ জানুয়ারি : জমির জাল পাট্টা তৈরিতে অভিযুক্ত জেল খাটা আসামিকে অঞ্চল সভাপতি করায় ক্ষুব্ধ তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা-কর্মীরা। ওই ব্যক্তিকে পদ থেকে অপসারণের দাবিতে শুক্রবার তাঁরা শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুণ ঘোষের দ্বারস্থ হন। বৃহস্পতিবার রাতে নকশালবাড়ি ব্লকের হাতিঘিসার অঞ্চল সভাপতি হিসাবে ফের আসরফ আনসারির নাম ঘোষণা করা হয়। এরপর থেকেই এলাকার শাসকদলের কর্মীরা বেজায় চটেছেন। যদিও আসরফ বলছেন, 'গত ১৬ বছর ধরে আমি সভাপতি আছি। হাতিঘিসা ছিল সিপিএমের দুর্ভেদ্য ঘাঁটি। অন্য কোনও দল সভা, মিটিং, মিছিল করতে পারত না। সেখানে তৃণমূলের ঝান্ডা নিয়ে রাজনীতি করেছি। দলের শীর্ষ নেতৃত্ব তাই আমার ওপর ভরসা করেছে। আমাকে মিথ্যা মামলায় ফাঁসানো হয়েছিল। যার বিচার চলছে।' অরুণের বক্তব্য, 'হাতিঘিসায় দলের মধ্যে কোনও বিক্ষোভ নেই। আমরা সকলেই এক পরিবার। আসরফের বিরুদ্ধে যে সব অভিযোগ উঠেছে সেটা বিচারাধীন বিষয়। দলই তাঁকে অঞ্চল সভাপতির দায়িত্ব দিয়েছে। তাই আমি কিছু বলব না।'

২০২৩ সালের ২২ জুলাই আসরফকে বাড়ি থেকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। তাঁর বিরুদ্ধে জাল পাট্টা বানিয়ে ৩ বিঘা সরকারি জমি হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগ ছিল। ৪০ দিন জেল খাটার পর জামিনে মুক্তি পান আসরফ। তাঁর গ্রেপ্তারির পর থেকেই হাতিঘিসাজুড়ে পরিবর্তনের ডাক দেন তৃণমূল কর্মীরা। পাপিয়া ঘোষ জেলা সভাপতি থাকাকালীন একাধিকবার আসরফকে অঞ্চল সভাপতি পদ থেকে সরানোর দাবি ওঠে। কিন্তু তা বাস্তবায়িত হয়নি। এরপর দলের সঙ্গে দূরত্ব বাড়াতে থাকেন অনেকেই। দীর্ঘদিন তৃণমূলের হাতিঘিসা অঞ্চল কার্যালয় তালাবন্ধ ছিল।

অঞ্চল সভাপতির পাশাপাশি ২০২২ সালে নকশালবাড়ি পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত কর্মাধ্যক্ষের পদ পান আসরফ। তখন তিনি জমি ও বালি-পাথর মাফিয়াদের বিরুদ্ধে মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি দিতে থাকেন। তাঁর অভিযোগের ভিত্তিতে বেশ কিছু আধিকারিককে বদলিও করা হয়। এরপর ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে হাতিঘিসায় তৃণমূল পরাজিত হয়। এরপর বিক্ষুব্ধ কর্মীদের আশা ছিল, এবার বোধহয় পদ খোয়াবেন আসরফ। কিন্তু দেখা গেল, হাতিঘিসায় সংগঠক হিসেবে আসরফের কোনও বিকল্প নেই তৃণমূলের কাছে।

দলের প্রাক্তন অঞ্চল সভাপতি পুষ্পা খালকো বলেন, 'নতুন মুখ দেখতে চেয়েছিলাম। কিন্তু কোনও পরিবর্তন হল না। দলের শীর্ষ নেতৃত্ব আলোচনা ছাড়াই একতরফা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। আমরা আর সংগঠনের কাজ করব না। শুধু নিজের এলাকা নিয়ে ব্যস্ত থাকব।' নকশালবাড়ি পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ বাদল ওরাওঁয়ের কথায়, 'আসরফ জেলে যাওয়ায় মানুষের কাছে খারাপ বার্তা গিয়েছে। সামনে নির্বাচন। জানি না তিনি কতটা মানুষের মন জয় করতে পারবেন।' একই অভিমত দলের যুব সভাপতি সমীর বর্মনের।

- জাল পাট্টা বানিয়ে ৩ বিঘা সরকারি জমি হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগে ২০২৩ সালে আসরফকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ
- ৪০ দিন জেল খাটার পর তিনি জামিনে মুক্তি পান, যদিও তাঁকে নিয়ে বিতর্ক থামেনি
- তৃণমূলের একাংশের দাবি, আসরফের পদপ্রাপ্তি আসন্ন বিধানসভা ভোটে নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে

প্রয়াত প্রাক্তন অধ্যাপক

বাগডোগরা, ২ জানুয়ারি : উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যাপক তথা ইতিহাসবিদ ইছামুদ্দিন সরকার বৃহস্পতিবার রাতে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। ইতিহাসবিদ তথা অধ্যাপক ইছামুদ্দিন ১৯৭৭ সালে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। পরে এখান থেকেই ডক্টরেট উপাধি পান ১৯৮৩ সালে। ১৯৮৪ সালে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগে যোগদান করেন। মাঝে কয়েকদিনের জন্য কালিম্পং কলেজে অধ্যাপনা করেন। ঐতিহ্যে ও ইতিহাসে উত্তরবঙ্গ, উওম্যান ইন চেঞ্জিং সোসাইটি সহ বিভিন্ন গ্রন্থ লিখেছেন তিনি। বাংলাদেশ, থাইল্যান্ড সহ বিভিন্ন দেশে আলোচক হিসেবে যোগ দিয়েছেন। ২০২৪ সালে গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘের দার্জিলিং জেলা কমিটি তাঁকে সংবর্তিকা সম্মাননা দেয়।

বিজেপির সভা

চোপড়া, ২ জানুয়ারি : বিজেপির যুব মোর্চার উদ্যোগে শুক্রবার চোপড়া ১ নম্বর মণ্ডলের উদ্যোগে সুভাষনগরে 'পরিবর্তন সভা'র আয়োজন করা হয়। বিধানসভা নির্বাচনের প্রস্তুতি হিসাবে এলাকাভিত্তিক একের পর এক 'পরিবর্তন সভা' করে চলেছে বিজেপি। এদিন উপস্থিত ছিলেন বিজেপি নেতা ভবেশ কর, সুবোধ সরকার প্রমুখ।

স্কুলে কর্মসূচি

চোপড়া, ২ জানুয়ারি : শুক্রবার 'বুক ডে' পালন করা হল বিভিন্ন স্কুলে। পড়ুয়াদের সবার হাতে নতুন শিক্ষাবর্ষের পাঠ্যবই তুলে দেওয়া হয়। এদিন থেকে 'স্টুডেন্টস উইক'-ও শুরু হয়েছে। চোপড়া সার্কেলের স্কুল পরিদর্শক (প্রাথমিক) বরুণ শিকদার বলেন, 'স্টুডেন্টস উইককে ঘিরে নির্দিষ্ট দিনে সপ্তাহব্যাপী বিভিন্ন কর্মসূচি রয়েছে।'

সড়ক দুর্ঘটনা

চোপড়া, ২ জানুয়ারি : শুক্রবার সকালে ২৭ নম্বর জাতীয় সড়কের ওপর কালাগছ এলাকায় উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমের একটি বাসের সঙ্গে একটি লরির সংঘর্ষ হয়। তবে কেউ জখম হননি। শিলিগুড়ি অভিমুখী ওই বাসে পাশ থেকে ধাক্কা মেরে ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায় লরিটি। পরে তিনমাইল এলাকায় লরিটিকে আটক করে পুলিশ।

১১ ঘণ্টা দেরি 'ইচ্ছেময়ী এক্সপ্রেস'-এর

দিনহাটা, ২ জানুয়ারি : পোশাকি নাম বামনহাট-শিলিগুড়ি প্যাসেঞ্জার। সাধারণ যাত্রীদের কাছে ট্রেনটি অবশ্য 'ইচ্ছেময়ী এক্সপ্রেস' নামেই বেশি পরিচিত। নামকরণের আর দোষ কী! যে ট্রেনের নড়নচড়ন তার নিজের মর্জিমাফিক, তার তো এহেন নাম হবেই। আর নতুন নামকরণের প্রতি পূর্ণ সুবিচার করে ট্রেনটি বৃহস্পতিবার রাত ৮ বেজে ৫৫ মিনিটের বদলে শুক্রবার সকাল ৮টায় দিনহাটা স্টেশনে এসে পৌঁছায়। দেরির এই প্রবণতার উদাহরণ অবশ্য এদিনই প্রথম নয়। এদিন প্রায় ১১ ঘণ্টা লেটে রান করে রীতিমতো এক 'রেকর্ড' গড়লেও এই ট্রেনের বলতে গেলে রোজই গড়ে দুই-তিন ঘণ্টা দেরিতে চলার অভ্যাস রয়েছে। শিলিগুড়ি থেকে বামনহাট বা দিনহাটায় যাতায়াতে এই ট্রেনটি যাত্রীদের অন্যতম ভরসা। অথচ ট্রেনটি এভাবে দেরিতে চলাচল করায় তাঁরা খুবই সমস্যায় পড়েছেন। এনিয়ে তাঁদের মধ্যে ব্যাপক ক্ষোভ ছড়ানো শুরু করেছে।

কোচবিহার-দিনহাটা রেলযাত্রী সমিতির আহ্বায়ক রাজা ঘোষের বক্তব্য, 'শিলিগুড়ি রুটে প্যাসেঞ্জার ট্রেনের সংখ্যা বাড়ানোর পাশাপাশি ট্রেন যাতে সময়মতো চালানো হয় সেজন্য আমরা নিয়মিতভাবে দাবি জানিয়ে আসছি। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় বলতে, রেল এ বিষয়ে খুবই উদাসীন। এ নিয়ে আমরা আগামীতে জোরালো আন্দোলন করব।' উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কপিঞ্জলকিশোর শর্মার প্রতিক্রিয়া, 'কী কারণে ট্রেনটির এভাবে দেরি হচ্ছে তা খতিয়ে দেখছি।' এ বিষয়ে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া হবেও বলে তিনি আশ্বাস দেন।

ট্রেনটি শিলিগুড়ি জংশন থেকে বিকেল ৪.০৫ মিনিটে ছেড়ে রাত ৮:৫৫ মিনিটে দিনহাটা স্টেশন এবং ১০:১৫ মিনিটে বামনহাট স্টেশনে পৌঁছানোর কথা। বাস্তবে প্রতিদিনই ঘণ্টাদুয়েক দেরি করেই ট্রেনটি বামনহাট স্টেশনে পৌঁছায়। মাঝেমধ্যেই রাত সাড়ে ১২টা, ১টা বেজে যাচ্ছে। এদিনের ঘটনা অবশ্য আগের সমস্ত রেকর্ড হেলায় ভেঙে দিয়েছে। অন্যান্য দিন ট্রেনটি ভোর ৫টায় বামনহাট থেকে শিলিগুড়ির উদ্দেশে রওনা দেয়। এদিন অবশ্য স্বাভাবিকভাবেই তা সম্ভব হয়নি। সকাল ৮টা বেজে ৫৫ মিনিটে সেটি শিলিগুড়ির ফিরতি পথ ধরে। এভাবে ট্রেনটির চলাচলের কারণে যাত্রীরা খুবই সমস্যায় পড়েছেন। গভীর রাতে সেভাবে অটো বা টোটোর দেখা মেলে না। আবার দেখা মিললেও নির্ধারিত ভাড়া থেকে অতিরিক্ত ভাড়া দিয়ে যেতে হয়।

দিনহাটা মহকুমা ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক রানা গোস্বামী বলেন, 'অনেকেই ব্যবসার কাজে শিলিগুড়ি যান। দিনে কাজকর্ম করে বিকেলে এই ট্রেনে ফিরে আসেন। কিন্তু ট্রেনটি সময়মতো যাতায়াত না করায় তাঁদের খুবই সমস্যায় পড়তে হয়েছে।' দ্রুত সমস্যা মেটাতে রেলের কাছে দরবার করা হলেও তা কোনও কাজেই দিচ্ছে না বলে তাঁর অভিযোগ।

দু'বার ইঞ্জিন বিকল হওয়ার পাশাপাশি কিছু প্রযুক্তিগত কারণে ট্রেনটির এদিন অস্বাভাবিক দেরি হয় বলে প্রাথমিকভাবে খবর। দিনহাটার বাসিন্দা রমেন রায়ের কথায়, 'সরকার রেল থেকে শুধু আয়ই করছে। কিন্তু পরিষেবার নামে লবডঙ্কা।'

প্রত্যেকদিন শতাধিক যাত্রীর যাতায়াতের অন্যতম ভরসা এই ট্রেন।

■ ৪৬ বর্ষ ■ ২২৫ সংখ্যা, শনিবার, ১৮ পৌষ ১৪৩২

মরণবাঁচন লড়াই

পশ্চিমবঙ্গের আগামী বিধানসভা ভোট তৃণমূলের মতো বিজেপির কাছেও কার্যত মরণবাঁচন লড়াই। ১৫ বছর ক্ষমতায় থাকার সুবাদে তৃণমূলের বিরুদ্ধে একদিকে প্রবল প্রতিষ্ঠান বিরোধিতার হাওয়া, অন্যদিকে দুর্নীতি, স্বজনপোষণ, দলে গোষ্ঠীকোন্দল, শিক্ষা-স্বাস্থ্যে সংকট, চাকরির বাজারে মন্দা, নতুন শিল্পের পথ প্রশস্ত না হওয়ার মতো অজস্র অভিযোগ।

এমন প্রতিকূল পরিস্থিতিতে জয়ের পথ খুঁজতে গলদঘর্ম অবস্থা তৃণমূল নেতৃত্বের। দীর্ঘ সময় ক্ষমতা থাকলে যে কোনও শাসকদলের এই পরিস্থিতি হয়। বিজেপির অবস্থাটা ভিন্ন। ২০১৪-র আগে বাংলার রাজনীতির মানচিত্রে যাদের দেখতে দূরবিন লাগত, সেই বিজেপি এখন রাজ্যের মসনদ দখলের স্বপ্ন দেখছে। গেরুয়া শিবিরের এই উত্তরোত্তর শক্তিবৃদ্ধিতে এমন একটা ধারণা তৈরি হচ্ছে যেন তৃণমূলের বিকল্প বিজেপিই। রাজ্যবাসীর একাংশের মধ্যে সেই ধারণা তৈরি হয়েছে।

কেননা, স্বাধীনতার পর থেকে ২০১১ পর্যন্ত বাংলার রাজনীতির হর্তাকর্তাবিধাতা কংগ্রেস এবং সিপিএম এই লড়াইয়ের মানচিত্র থেকে কার্যত উধাও হয়ে গিয়েছে। দুটি দল বিভিন্ন সমস্যায় রাস্তায় নামে ঠিকই। কিন্তু তার প্রভাব তেমন ইভিএমে প্রতিফলিত হয় না। ক্ষমতায় টিকে থাকতে তৃণমূল যতটা চিন্তিত, নবান্ন দখলের পথ খুঁজতে আরও বেশি চাপে বিজেপি। পশ্চিমবঙ্গ বাদে পূর্ব ও উত্তর-পূর্ব ভারতের সব রাজ্যে পদ্মের আবাদ।

ঝাড়খণ্ডে জেএমএম-কংগ্রেসের সরকার থাকলেও বিহারে 'ইন্ডিয়া' জোটে আসন ভাগাভাগি নিয়ে ফাটল ধরার পর জেএমএমের সঙ্গে আগামীদিনে বিজেপির জোট জল্পনা ডানা মেলছে। পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতা দখলে মরিয়া প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা ভালোভাবেই জানেন, তৃণমূলের সবথেকে বড় অস্ত্র মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় স্বয়ং। রাজনৈতিক কৌশলে তাঁর সমতুল বাংলার রাজনীতিতে আপাতত কেউ নেই।

অমিত শা'র টোটকায় রাজ্য বিজেপির ভোটের পালটা কৌশল এখন 'অল আউট অ্যাটাক।' ৮ মাস দলে ব্রাত্য হয়ে থাকার পর প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষকে ফের গুরুত্ব দিতে শুরু করেছে পদ্ম ব্রিগেড। বাংলায় এসে রাজ্য নেতাদের শা ঠারেঠোরে বুঝিয়ে দিয়েছেন, ইগো নিয়ে বসে থাকলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো শক্তির মোকাবিলা করা সম্ভব নয়।

রাজ্যে দলের কোর কমিটির সদস্যদের সঙ্গে রুদ্ধদ্বার বৈঠকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন, কোনও একজনের ইশারায় নয়, পশ্চিমবঙ্গে বিজেপির লড়াই চলবে যৌথ নেতৃত্বে। কেননা, দলের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব পশ্চিমবঙ্গ সংগঠনের হতশ্রী দশা সম্যকভাবে জানেন। তাই একদিকে সংঘ পরিবারের অনুশাসনে তৈরি দিলীপকে গুরুত্ব দিয়ে হারানো জমি পুনরুদ্ধারে মন দিতে বলা হয়েছে, অন্যদিকে দলের বাকি ফাটলগুলি মেরামত করার কৌশল নিয়েছেন মোদি-শা।

সাদা চোখে দেখলে বোঝা যায়, বহু জেলায় বুথভিত্তিক সংগঠনই গড়ে তুলতে পারেনি গেরুয়া শিবির। যেটুকু রয়েছে, সেখানে ব্যাপক গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব। বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্ব সেই দ্বন্দ্বে ইতি টেনে একজোট হয়ে কাজ করার বার্তা দিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক সংস্কৃতির সঙ্গে হিন্দুত্বের খুব সামঞ্জস্য কখনও ছিল না। ধর্মীয় বিভাজন ও মেরুকরণের সূক্ষ্ম কৌশলে সেই দেওয়ালটুকু এবার ভেঙে দিতে মরিয়া বিজেপি।

বিপরীতে তৃণমূলের অস্ত্র- বিজেপির বিরুদ্ধে বাংলা ও বাঙালি বিরোধী প্রচার। গত ১৫ বছরে পশ্চিমবঙ্গে রাজ্য সরকারের উন্নয়নের পাঁচালির পাশাপাশি বাঙালি জাত্যাভিমানকে সামনে রেখে রণকৌশল নির্ধারণ করছে জোড়াফুল শিবির। ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধনীতে (এসআইআর) মানুষের হয়রানির বিষয়টিকেও তৃণমূল ভোটে জেতার অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করছে।

বিজেপি আবার এসআইআর-কে অনুপ্রবেশকারীদের খুঁজে বের করার মাধ্যম ভেবে নিয়েছে। যদিও খসড়া তালিকায় বাদ ৫৮ লক্ষের বেশি নামের মধ্যে কতজন অনুপ্রবেশকারী এবং রোহিঙ্গা- সেই হিসাব নির্বাচন কমিশন দেয়নি। বিজেপির অঙ্গুলিহেলনে চলছে বলে কমিশনকে প্রথম থেকে কোণঠাসা রাখতে সচেষ্ট মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তৃণমূলকে টেক্কা দিতে বঙ্গ বিজেপির সম্বল এখন শাহি টোটকায় যৌথ নেতৃত্বের ফর্মুলা।

অমৃতধারা

অন্নপূর্ণাকে কিছুতেই কেহ ক্ষয় করিতে পারে না। অতএব সর্বদা অন্নপূর্ণার দাস হইয়া থাকুন। লোকসকল স্বস্ব ভাগ্যানুসারে সুখ দুঃখাদি উপভোগ করিয়া এই জগতে শত্রু মিত্রাদি শুভ অশুভ কারণজালে আটক পরিয়া লাঞ্ছনা পাইয়া থাকে। অতএব সর্বদা ভাগ্য অন্নপূর্ণার নিকট রাখিয়া নিষ্কণ্টক পদ সত্যের আশ্রয় লাভ করুন, যাহার আশ্রয় ভুলিয়া লোকে নানারূপ সুখদুঃখ শুভাশুভ বন্ধনে পড়িয়া ঊর্ধ্ব অধগতিতে ভ্রমণ চক্রে ঘুরিয়া পড়ে। এই চক্র হইতে এক মুক্তির উপায় হইতেছে সত্যব্রতের দাস অভিমান অর্থাৎ অন্নপূর্ণার স্থান, যেখানে বিশ্বনাথ থাকেন। বাসনাই বন্ধনের হেতু। বাসনা হইতেই সত্যশক্তি ভুলিয়া কর্তৃত্বাভিযোগে অস্থায়ীর দ্বারা প্রকৃতির গুণের বিবৃতি হইয়া সত্যবস্তুকে স্মরণ করিতে পারে না।

-শ্রীশ্রী কৈবল্যনাথ

সু চি'র দেশে গণতন্ত্রের কুনাট্য জুন্টার

থাইল্যান্ড-কম্বোডিয়া যুদ্ধ ঠেকাতে উদ্যোগী বহু প্রতিবেশী দেশ। মায়ানমারে সেনার লোকদেখানো ভোট নিয়ে তারা নিরুত্তাপ।

রূপায়ণ ভট্টাচার্য

ইয়াঙ্গনের রাস্তায় বাস বা ট্যাক্সিতে যাচ্ছেন হয়তো। ভুলেও কখনও এখন রাজনীতি নিয়ে কোনও কথা বলবেন না সেখানে। বাংলায় আমরা বলে থাকি, দেওয়ালেরও কান আছে। এখন মায়ানমারে শুনবেন আকাশ বাতাসেরও কান রয়েছে। কান রয়েছে সেনাবাহিনীর বন্দুকেরও। জুন্টারা, গায়ের জোরে দেশ চালানো সেনারা সব দেশেই সাংঘাতিক।

ব্রিটিশ কাগজে এরকমই সতর্কবার্তা চোখে পড়ছে। প্রতিবেদনে স্থানীয় মানুষের ভয় ফুটে উঠেছে প্রবলভাবে।

বাংলাদেশের নির্বাচন নিয়ে আমরা বাঙালিরা জেনে গিয়েছি অনেক কিছু। কারা দাঁড়াচ্ছেন। কারা দল পালটে ফেললেন। কারা বহিষ্কৃত হলেন। নব্য ছাত্র নেতাদের কারা নীতি সম্পূর্ণ বিসর্জন দিয়ে হাত ধরলেন মৌলবাদীদের।

অথচ মায়ানমারের নির্বাচন নিয়ে আমরা এখন কোনও খোঁজখবর রাখি না। ওখানে ভোট শুরু হয়েছে ২৮ ডিসেম্বর, চলবে ২৫ জানুয়ারি পর্যন্ত। এবং সামরিক অভ্যুত্থানের পর এই প্রথম ভোট সেখানে। প্রাথমিক খবর বলছে, প্রথম দফার ভোটে মিলিটারি সমর্থক ইউএসডিপি পার্টি ১০২ আসনের মধ্যে ৮২টি জিতে বসে আছে। ভোটের মাঝখানে ফল ঘোষণা, এ ভোট যে কী ভোট বোঝাই যাচ্ছে!

মায়ানমারের মিলিটারি জুন্টা সরকারের স্ট্র্যাটেজি পরিষ্কার। গৃহযুদ্ধের তীব্র অশান্তি, মৃত্যুমিছিলের মাঝে নির্বাচন করিয়ে তারা বিশ্বকে বোঝাতে চায়, কতটা গণতান্ত্রিক এবং সততার রক্ষী তারা। চিন এবং ভারতের মধ্যে স্যান্ডউইচ হয়ে থাকা মায়ানমারে শান্তি ও স্বস্তি চায় তাদের দুই দাদা। তবে আদৌ কি সম্ভব সেসব?

কাগজে-কলমে ৫৭ পার্টি ভোটে লড়ছে। অধিকাংশই মিলিটারির সঙ্গে কোনও না কোনওভাবে জড়িয়ে। রাষ্ট্রসংঘ সহ বেশ কিছু পশ্চিমী দেশ বলে দিয়েছে, এই নির্বাচন অত্যন্ত লজ্জার। তাতে কিছু এসে যায় না জুন্টার।

শেষবার, ২০২০ সালে যখন মায়ানমারে ভোট হয়েছে, তখন দেশের অধিকাংশ শহর ও গ্রামের রাস্তা রঙিন হয়ে থাকত আং সান সু চি-র পার্টির লাল রংয়ের পতাকায়। আজকের নির্বাচনে তাঁর অস্তিত্ব কিছু নেই। ২০২১ সাল থেকে তিনি বন্দিনী। মুছেই গিয়েছেন দেশের রাজনৈতিক ছবি থেকে। তাঁর পার্টি ন্যাশনাল লিগ ফর ডেমোক্র্যাসি-কে জুন্টা ছলেবলে-কৌশলে নির্বাচন কমিশনের মাধ্যমে মুছে দিয়েছে একেবারে। সঙ্গে আরও এক ডজন পার্টিকে। আগের ভোটে অংশ নেওয়া ৫৭ শতাংশ পার্টিই আর নেই।

সু চি-র এই আড়ালে চলে যাওয়া মনে করাবে বাংলাদেশের শেখ হাসিনাকে। দুজনেই এখন ঠিক কোথায়, কেউ স্পষ্ট জানে না। সু চি-র দশা আরও খারাপ। তিনি বন্দিনী। বিদেশে থাকলেও হাসিনা যা নন। এতদিন ধরে বাংলাদেশে হাসিনার বিরুদ্ধে বিরোধীরা অভিযোগ করতেন, নির্বাচনে তাঁদের জোর করে হারানো হত। প্রহসনে পরিণত হত ভোট। এখন হাসিনার পার্টিকে নিষিদ্ধ করে, ভোটে দাঁড়ানোর অধিকার কেড়ে নিয়ে আরও বড় অপরাধ করছে ইউনূস সরকার। এটা গণতন্ত্রের মুখোশ পরে আরও বড় স্বৈরাচারিতা। মায়ানমারের জুন্টা যা করতে চাইছে।

একটা সময় যখন রেঙ্গুন ইয়াঙ্গন হয়নি, তখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের হাতেই ছিল বার্মার স্কুল-কলেজের পড়াশোনা, পরীক্ষার অধিকার। ১৮৫৭ থেকে ১৯২১— সুদীর্ঘ সময় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ঠিক করত ওখানকার পড়াশোনার গতিপথ। বাহাদুর শাহ জাফর, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সাম মানেকশ থেকে রেঙ্গুনে জন্মানো অভিনেত্রী হেলেন—কত চেনা নাম জড়িয়ে সেখানকার সঙ্গে।

৭৭ বছর আগের এক হিন্দি সিনেমার গানে সামসাদ বেগম এবং সি রামচন্দ্র গেয়েছিলেন, 'ও মেরে পিয়া গয়ে রেঙ্গুন, কিয়া হ্যায় উয়াসে টেলিফুন, তুমহারি ইয়াদ সতাতী হ্যায়।' এখনও লক্ষ লোকে সে গান শোনেন। এখনও কিছু বাঙালি ও দক্ষিণ ভারতীয় ইয়াঙ্গনে রয়ে গিয়েছেন। তবু রেঙ্গুন, বার্মা, মায়ানমার, ইয়াঙ্গন আমাদের স্মৃতি থেকে যেন সরে গিয়েছে বহুদূরে।

পৃথিবীর মানচিত্রে ওই জায়গাটা একটা অদ্ভুত পরিস্থিতি নিয়ে দাঁড়িয়ে। কম্বোডিয়া এবং থাইল্যান্ডের যুদ্ধ চলছে মাঝে মাঝেই। রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ নিয়ে খবর পাবেন প্রতিদিন। গাজা-ইজরায়েল যুদ্ধ? সেই খবরও থাকবে প্রতিদিন! এশিয়ার এই প্রান্তের আচমকা যুদ্ধ নিয়ে তেমন কিছু খবর মেলে না! অনেকে বলতেও পারবেন না, কেন এই যুদ্ধ।

এমনিতে লাওস হল চিনের সবচেয়ে বড় লেজুড়। তাদের হৃদয়ে চিন, মননে চিন। চিন ছাড়া তারা আর কাউকেই চেনে না। লাওসের মতো না হলেও কম্বোডিয়া প্রবল চিনপন্থী। থাইল্যান্ডের রাজা রয়েছেন, প্রধানমন্ত্রীও রয়েছেন। তবে সেনাবাহিনীর ভূমিকাও কম নয়। চিনের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক ভালোই। চিন আছে বলেই কম্বোডিয়া ও থাইল্যান্ডের সীমান্ত নিয়ে যুদ্ধটা আরও বড় করে ছড়ায়নি। চিন কম্বোডিয়াকে অস্ত্র দিয়েছে বেশি। থাইল্যান্ডকেও দিয়েছে। তবে কম।

ভারত যেমন বাংলাদেশের নির্বাচনের দিকে তাকিয়ে রয়েছে অত্যন্ত ঔৎসুক্য নিয়ে, ঠিক তেমনই চিনের নজর মায়ানমারের নির্বাচনের দিকে।

আপনি বলতেই পারেন মায়ানমারে আবার নির্বাচনটা কী! সেনাবাহিনী তো আবার থাকবে। এটা স্রেফ আইওয়াশ। হ্যাঁ, আইওয়াশ মনে হতেই পারে। তবে একথা মনে করার কোনও উপায় নেই যে, মায়ানমারের পুরোটাই এখনও সেনাবাহিনীর দখলে।

ক'দিন আগেই মায়ানমারে ঘুরে এলেন তাইওয়ানের বাঙালি সাংবাদিক শুভম পাল। তাঁর কাছে শুনছিলাম, এত ভাষা, সংস্কৃতি ও ধর্মের বৈচিত্র্য মায়ানমারে, যা ভারত ছাড়া এই অঞ্চলে কোনও দেশেই নেই। বৌদ্ধ ধর্ম যেসব দেশে ছড়িয়ে, সব দেশে গিয়েছেন শুভম। তাঁর নিজের বিশ্লেষণ, মায়ানমারের মতো এত বর্ণময় বৌদ্ধ মঠ কোনও দেশেই নেই। অধিকাংশ মঠের চুড়ো সোনা দিয়ে বাঁধানো। এত ধনী বৌদ্ধ মঠ আর কোনও দেশে দেখা যায় না।

তাঁর কথা শুনে মনে হল, বিভিন্ন এলাকায় দেশের সেনার পুরো নিয়ন্ত্রণ নেই। আমাদের দেশে অতীতে যেমন উত্তপ্ত ছিল উত্তর-পূর্বাঞ্চল, এখনও মায়ানমারের এক-এক জায়গায় একরকম গোষ্ঠীর আধিপত্য। সেনাকে তারা মানে না। বিদেশি কাগজে দেখলাম, সেখানে স্থানীয় মানুষ চরম বিপদে। মায়ানমার সেনা ওই অঞ্চলগুলোতে স্কুল, চার্চে বোমা ফেলে নিয়মিত। অনেক নিরীহ মানুষ মারা যান মিলিটারি জুন্টার গুলিতে। ১১ ডিসেম্বরেই পশ্চিম মায়ানমারে একটি হাসপাতালে বোমা ফেলেছে মিলিটারি। ৩৩ জন মারা যান সেখানে।

পশ্চিমী সংবাদমাধ্যম পড়লে মনে হবে, মায়ানমারের মানুষ এখনও মারাত্মক ভয়ে। সন্ধে পর্যন্ত ভয় নেই, রাস্তায় প্রচুর মানুষ। মধ্যরাত পর্যন্ত বার এবং ক্লাবে চলে ড্রাগের বন্যা। ওদিকে, পাড়ার বিভিন্ন বাড়িতে ভয়ে ভয়ে কাটায় মানুষ। কখন যে কাকে কে তুলে নিয়ে যাবে, কেউ জানে না। সেনা এবং ড্রাগ মাফিয়া। তবে ড্রাগ মাফিয়ার দৌরাত্ম্যই বেশি। গ্রামের দিকে আবার অরাজকতা চূড়ান্ত। অনেকে বাড়ি থেকে মাছ ধরতে গিয়ে আর বাড়ি ফেরেন না। অনেকে শহরে চাকরিতে এসে বছরের পর বছর গ্রামের বাড়ি ফিরতে পারেন না। ভয়ে। মিলিটারি ধরবে।

মায়ানমার মিলিটারিদের প্রধান মিন আন হা লেইন প্রথমে বলেছিলেন, ২০২৩ সালের অগাস্টের মধ্যে নির্বাচন হবে। তারপর একনায়করা যা করে থাকেন, নানা ছুতো দেখিয়ে বারবার নির্বাচন পিছিয়ে দিয়েছেন। এবারও যে দুটো হাউসে ভোট হবে, সেটাও অনেকটা মশকরার মতো শোনায়। একটিতে রয়েছে ৪৪০টি আসন। অন্যটিতে ২২৪। প্রথমটিতে ৪৪০ জনের মধ্যে ১১০ আসনে সদস্য বাছবেন মিলিটারি শাসকরাই। দ্বিতীয়টিতে ২২৪ আসনের মধ্যে ৫৬ সদস্য সেনার বাছাই। সাধারণ মানুষ ধরে নিয়েছে, ওই নির্বাচনও প্রহসনই থাকবে। আসল চাবিকাঠি থাকবে মিলিটারি জুন্টার হাতেই। জেলে আরও পচতে হবে নোবেলজয়ী সু চি-কে।

যে মিন আং এখন মায়ানমার চালাচ্ছেন, সেই মিলিটারি নেতাকে রাষ্ট্রসংঘের তরফে রোহিঙ্গাদের গণহত্যার দায়ে অভিযুক্ত করেছিল। সেই সময় সু চি তাঁর হয়ে বক্তব্য রেখেছিলেন। মিন আংয়ের পাশে দাঁড়িয়ে। মিন আং সেই সহমর্মিতার মূল্য চোকান দারুণভাবে। সু চি-র বিরুদ্ধে সামরিক অভ্যুত্থান ঘটিয়ে তাঁকে সরান তিনিই। এই লোক কখনও ক্ষমতা ছাড়ে সহজে?

কম্বোডিয়া বনাম থাইল্যান্ড যুদ্ধ মাঝে মাঝেই হচ্ছে। বন্ধ হচ্ছে। আবার শুরু হচ্ছে। চিন সেখানে কম্বোডিয়ার দিকেই বেশি ঝুঁকে বলে আমেরিকা সরাসরি থাইল্যান্ডের দিকে। ভিয়েতনাম আবার কম্বোডিয়ার পক্ষে। ব্রুনেইও। ওদিকে মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, সিঙ্গাপুর, জাপান, তাইওয়ান, ফিলিপিন্সের মতো দেশগুলো আন্তরিকভাবে যুদ্ধ থামানোর চেষ্টায়। অনেকটাই নিরপেক্ষ।

মায়ানমারে স্থিতাবস্থা ফিরিয়ে আনার জন্য, নোবেলজয়ী সু চি-কে মুক্ত করার জন্য কেন এই দেশগুলো একসঙ্গে কাজ করে না, এটাই একটা বড় রহস্য। এতদিনে লোকে বুঝতে পারছে, মাঝখানে সু চি-র বদনাম করা হয়েছিল নানা হিসেব কষে। তাঁর শাসনে তবু স্বাধীনতা ছিল জনতার।

এই জায়গায় এসেও কি হাসিনার সঙ্গে সু চি-র মিল পাচ্ছেন কেউ? তিনি তা হলে সুকুমার রায়ের বিখ্যাত 'গানের গুঁতো' কবিতার কথা ভেবে শীতকালেই ভীষ্মলোচন শর্মা হয়ে উঠতে পারেন। 'আওয়াজখানা দিচ্ছে হানা দিল্লি থেকে বর্মা'।

আজ

১৮১৭

পণ্ডিত মদনমোহন তর্কালঙ্কার জন্মগ্রহণ করেন আজকের দিনে।

২০১১

আজকের দিনে প্রয়াত হন শিল্পী সুচিত্রা মিত্র।

আলোচিত

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজেই বলেছেন, দেশের গৃহমন্ত্রীকে বাংলায় ঢুকতে দেবেন না। মনে হয়, উনি ভেবে নিয়েছেন, এটা বাংলাদেশ হয়ে গিয়েছে। বাংলাদেশের প্রতি এত কী ভালোবাসা আপনার! আপনি স্বপ্ন দেখুন। আপনি স্বপ্ন দেখতে দেখতে আমরা বাংলায় রাজত্ব করে নেব।

- মিঠুন চক্রবর্তী

ভাইরাল/১

বিজনোরের একটি দোকানে তখন চলছে বর্ষশেষের কেনাকাটা। ছুরি হাতে এক তরুণ দাঁড়িয়ে থাকা নাবালিকাকে পিছন থেকে জাপটে ধরে এক লক্ষ টাকা ও বাইকের দাবি জানায়। সবাই থ! পরে অবশ্য গ্রেপ্তার করা হয় ওই তরুণকে।

ভাইরাল/২

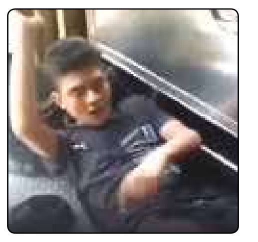

মুম্বইয়ের লোকাল ট্রেনের মহিলা কামরায় এক তরুণ ঢুকে পড়েছিলেন। দরজার সামনে শুয়ে পড়েন তিনি। মহিলারা নামতে বললে না নেমে তাঁদের সঙ্গে অসভ্য আচরণ। মহিলারা একসঙ্গে চড়াও হলে ট্রেন থেকে নামতে বাধ্য হন তরুণ। কিন্তু শাসাতে থাকেন মহিলাদের।

জনমত

সব স্কুলের সব শিক্ষক প্রাইভেট টিউশন পড়ান না

২৫ ডিসেম্বর উত্তরবঙ্গ সংবাদের সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত মৃড়নাথ চক্রবর্তীর 'দুর্নীতিই এখন যেন নয়া স্বাভাবিকতা' শীর্ষক প্রতিবেদন বিষয়ে দু-চারটি কথা বলতে চাই। ওই প্রতিবেদনে শ্রী চক্রবর্তী স্কুল শিক্ষকদের যে চিত্র তুলে ধরেছেন তাতে আপাতভাবে মনে হচ্ছে যেন রাজ্যের সব স্কুলের সব শিক্ষক/শিক্ষিকা প্রাইভেট টিউশন নামক দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত। কিন্তু এমন সর্বজনীন মন্তব্য ঠিক নয় কারণ বাস্তব চিত্র ভিন্নরকম।

প্রায় ত্রিশ বছর আগে আমার স্কুল জীবন শেষ হয়েছে। তখন যা দেখেছিলাম, পরবর্তীতে কর্মসূত্রে রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায়, এমনকি বছরপাঁচেক আগেও কোচবিহারে থাকাকালীন এমন অনেক স্কুল শিক্ষক/ শিক্ষিকার সঙ্গে পরিচয় হয়েছে যাঁরা আদপে প্রাইভেট টিউশন করেন না বা অনেকে করলেও নিজের স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের প্রাইভেট টিউশন পড়ান না। বাড়িতে স্কুলগামী ছাত্রছাত্রী থাকলে তাদের কাছে একটু খোঁজখবর নিলেই নিশ্চিত প্রতিটি স্কুলেই এমন অনেক শিক্ষক-শিক্ষিকার সন্ধান পাওয়া যাবে। এমন শিক্ষক-শিক্ষিকাদের শ্রী চক্রবর্তীর বাক্যবন্ধে উল্লেখিত প্রাইভেট টিউশন নামক সর্বজনীন স্বার্থের সম্পর্কে জড়িয়ে ফেলা যায় কি?

দেবব্রত সান্যাল, রেসকোর্সপাড়া, জলপাইগুড়ি।

প্রভাবশালী কথাটি কুরুচিকর মনে হয়

একসময় প্রভাবশালী কথাটির মাধ্যমে সমাজের বিশেষ গুণসম্পন্ন মানুষকে বোঝানো হত, যাঁরা তাঁদের ক্ষমতার জোরে সাধারণ মানুষের উপকারে লাগতেন। সাধারণ মানুষ তাঁদের দেবতাজ্ঞানে ভক্তি করতেন।

অথচ বর্তমানে প্রভাবশালী কথাটি শুনলেই চোর, বাটপাড়, তোলাবাজদের কথা মনে হয়, যাঁরা রাজনৈতিক, প্রশাসনিক এবং অর্থনৈতিক জোরে নিজেদের আইনের ঊর্ধ্বে মনে করেন। ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের একাধিক দুর্নীতিবাজ নেতার প্রভাবশালীর সুবিধার কথা আমরা ইতিপূর্বে অনেক দেখেছি। এখন দেখছি প্রশাসনিক পদে থাকা রাজগঞ্জের একজন বিডিও প্রভাবশালী কাহিনী। শুধুমাত্র প্রভাবশালী ও অর্থের জোরে তিনি আইনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে চলেছেন।

একজন সাধারণ মানুষ কোনও অপরাধ করলে এভাবে আইনকে অমান্য করে চলতে পারতেন, নাকি পুলিশ প্রশাসন তাকে সেই সুযোগ দিত? অবশ্যই না। বর্তমানে এইসব ঘটনা দেখে মনে হয়, আইন সকলের জন্য সমান না। প্রভাবশালীর জন্য একরকম, দরিদ্রদের জন্য আরেকরকম। আইনের প্রতি ও প্রশাসনের প্রতি সম্পূর্ণ সম্মান ও ভরসা রেখে বলছি, প্রভাবশালীদের আচরণ সাধারণ মানুষ ভালো চোখে দেখছে না।

প্রাণগোপাল সাহা
সুভাষপল্লি, গঙ্গারামপুর।

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

অনুবাদ : একটি সেতু তবে গন্তব্য নয়

অনুবাদ কোনও অনুকরণ নয়, এক ধরনের রূপান্তর—যেখানে ভাষা ও দৃষ্টিভঙ্গির অনিবার্য হস্তক্ষেপ ঘটে।

শমিত বিশ্বাস

অনুবাদ সাহিত্যকে ঘিরে এক ধরনের অতিরিক্ত আবেগ ও অযথা মহিমাকরণ আজকাল চোখে পড়ছে। বিশ্বসাহিত্যের সঙ্গে পরিচয়ের মাধ্যম হিসেবে অনুবাদের গুরুত্ব অস্বীকার করার কোনও কারণ নেই। কিন্তু সেই গুরুত্বকে ঢাল করে অনুবাদ সাহিত্যকে মূল সাহিত্যের সমতুল্য বলে প্রচার করা এক ধরনের বুদ্ধিবৃত্তিক অসততা। এই জায়গায় স্পষ্ট অবস্থান নেওয়া জরুরি।

ভাষা কখনোই নিরপেক্ষ নয়। প্রতিটি ভাষা তার সমাজ, সংস্কৃতি, ইতিহাস ও জীবনযাপনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত। ফলে এক ভাষায় রচিত সাহিত্য অন্য ভাষায় স্থানান্তরিত হলে তার অভিজ্ঞতার কাঠামো বদলাতে বাধ্য। শব্দান্তর সম্ভব, অনুভবান্তর নয়। এই বাস্তবতা অস্বীকার করেই অনুবাদকে প্রায়শই 'মূলের সমান' বলে দাবি করা হয়—যা পাঠকের সঙ্গে এক ধরনের প্রতারণা।

অনুবাদ সাহিত্যের প্রয়োজনীয়তা আছে, কিন্তু তার সীমাবদ্ধতাও সমান বাস্তব। যে সাহিত্য নির্দিষ্ট ভূগোল, জলবায়ু, সামাজিক সম্পর্ক ও ভাষিক অভ্যাস থেকে জন্ম নেয়, তাকে অন্য ভাষায় এনে সেই একই অনুভব অক্ষুণ্ণ রাখা সম্ভব নয়। এখানে অনুবাদকের দক্ষতা প্রশ্নের বাইরে—সমস্যাটি কাঠামোগত। ভাষার নিজস্ব গণ্ডি পেরিয়ে অভিজ্ঞতা হুবহু স্থানান্তর করা যায় না।

এই সীমাবদ্ধতাকে অনেক সময় অনুবাদের 'ত্রুটি' বলে দেখানো হয়, আবার উলটো দিক থেকে কেউ কেউ একে সম্পূর্ণ অস্বীকার করেন। বাস্তবতা হল—অনুবাদ না ব্যর্থতা, না পূর্ণ প্রতিফলন। অনুবাদ আসলে এক ধরনের রূপান্তর, যেখানে মূল রচনার সঙ্গে অনুবাদকের ভাষাবোধ, সামাজিক অবস্থান ও দৃষ্টিভঙ্গি মিশে যায়। ফলে অনুবাদ সাহিত্য অবধারিতভাবেই একটি পৃথক সাহিত্যরীতি তৈরি করে। এই পৃথক সাহিত্যরীতির নিজস্ব মূল্য আছে, পাঠযোগ্যতাও আছে। কিন্তু সেই মূল্যায়ন হতে হবে তার সীমা মেনে। অনুবাদকে যদি মৌলিক সাহিত্যচর্চার বিকল্প হিসেবে তুলে ধরা হয়, তবে ধীরে ধীরে পাঠকের ভাষাশিক্ষা, ভাষা-অনুশীলন এবং নিজস্ব সাহিত্যভাষার বিকাশ বাধাগ্রস্ত হয়। এটি দীর্ঘমেয়াদে সাংস্কৃতিক দারিদ্র্য ডেকে আনে।

সমস্যা শুরু হয় তখনই, যখন এই পৃথক সাহিত্যরীতিকে মূল সাহিত্যের বিকল্প হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা হয়। এতে মূল ভাষার সাহিত্যচর্চা ক্ষতিগ্রস্ত হয়, আবার পাঠকও বিভ্রান্ত হন। পাঠকের মনে যদি এই ধারণা জন্মায় যে অনুবাদ পড়লেই মূল সাহিত্য পাঠ সম্পূর্ণ হয়ে গেল, তবে সেটি বিপজ্জনক প্রবণতা। কারণ তাতে ভাষার গুরুত্ব, সংস্কৃতির ভূমিকা এবং সাহিত্যিক বহুত্ব—এই তিনটিই খাটো হয়ে যায়।

অনুবাদক এখানে কেবল সেতুবন্ধন রচনা করেন—তিনি মূল লেখক ও ভিন্ন ভাষার পাঠকের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন করেন। এই সেতু প্রয়োজনীয়, কিন্তু সেতুকে গন্তব্য ভেবে নেওয়া ভুল। একই মূল রচনার একাধিক অনুবাদ থাকা এই সত্যটিই প্রমাণ করে যে অনুবাদ কখনোই চূড়ান্ত নয়, বরং ব্যাখ্যামাত্র।

বিশ্বায়নের যুগে অনুবাদ অপরিহার্য। কিন্তু সেই অপরিহার্যতাকে কেন্দ্র করে যদি ভাষাগত পার্থক্য, সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য এবং মূল সাহিত্যের অধিকার অস্বীকার করা হয়, তবে তা সাহিত্যচর্চাকে দুর্বল করে। অনুবাদ সাহিত্যকে তার যথাযথ জায়গায় রাখা জরুরি—না অবহেলা করে, না অতিরিক্ত মহিমান্বিত করে। সুতরাং অনুবাদ সাহিত্যকে ত্রুটিপূর্ণ বলে বাতিল করা যেমন ভুল, তেমনি তাকে মূল সাহিত্যের সমকক্ষ বলে প্রতিষ্ঠা করাও সমান বিভ্রান্তিকর। অনুবাদ এক প্রয়োজনীয় কিন্তু সীমাবদ্ধ সাহিত্যিক অনুশীলন—এই বাস্তবতা স্বীকার করাই পরিণত সাহিত্যবোধের পরিচয়।

(লেখক অক্ষরকর্মী। শিলিগুড়ির বাসিন্দা।)

**সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে।
ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান।
মেল—ubsedit@gmail.com**

শব্দরঙ্গ ■ ৪৩৩৫

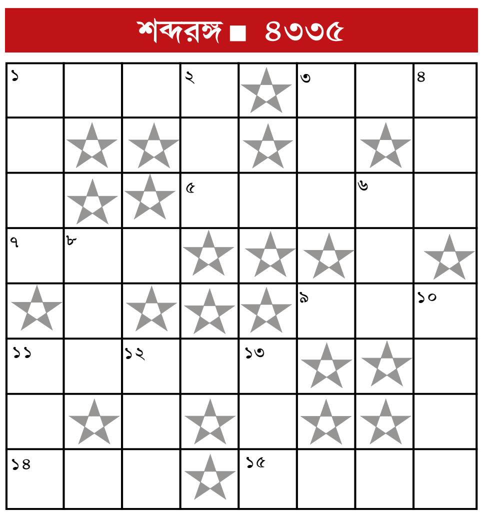

পাশাপাশি : ১। স্বদেশ ৩। প্রণালী, পদ্ধতি, পথ, মার্গ, প্রথাও ৫। মৃত্যুকাল, অন্তিম সময় ৭। আসকে পিঠে-এর আরেক নাম ৯। নারায়ণ-এর কথ্যরূপ ১১। মতের অমিল ১৪। নিবাস, বাস, লোকালয় ১৫। বিবাহের কন্যা ও পাত্র পক্ষের একটি।

উপর-নীচ : ১। ঘোড়ার লেজের বা কাঁধের লোম ২। সম্মেলন বা আসর ৩। ক্রুদ্ধ গর্জন বা আস্ফালন, ভয় প্রদর্শন ৪। ওস্তাদ, কর্মকুশল, পণ্ডিত বা স্বর্ণকার ৬। কক্ষ, ঘর ৮। তেল বা ঘিয়ে ভাজা, ভাজা ১০। নলিন বা পদ্মের মতো চোখ যার ১১। মহোৎসব-এর বিকৃত কথ্যরূপ, বিষ্ণু ১২। ভগবানের ঐশ্বর্য বা শক্তি, অষ্টবিধি যোগলব্ধ ঐশ্বর্য, ভস্ম ১৩। পুঁজিপতি, মহাজন, ধনী।

সমাধান ■ ৪৩৩৪

পাশাপাশি : ১। মদত ৩। কলু ৫। কচি ৬। বকশি ৮। বণিক ১০। কলাদ ১২। রাখাল ১৪। উগ্র ১৫। কিরা ১৬। হনন।

উপর-নীচ : ১। মতলব ২। তকতক ৪। লুব্ধক ৭। শিখী ৯। রব ১০। করগ্রহ ১১। দশানন ১৩। খিড়কি।

বিন্দুবিসর্গ

ভার্চুয়াল উদ্বোধন

১৮ ডিসেম্বর মালদার সভা থেকে আলিপুরদুয়ারের পুনর্গঠিত কামাখ্যাগুড়ি রেলস্টেশনের ভার্চুয়াল উদ্বোধন করতে পারেন প্রধানমন্ত্রী। রাজ্যের ১০১টি অমৃত ভারত রেলস্টেশনের মধ্যে এটি একটি।

চূড়ান্ত চার্জশিট

পুর নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় শুক্রবার আলিপুর আদালতে চূড়ান্ত চার্জশিট জমা দিল সিবিআই। অভিযুক্ত হিসেবে অয়ন শীলের সংস্থা এবং আইএএস জ্যোতিষ্মান চট্টোপাধ্যায়ের নাম রয়েছে।

ইন্টারভিউ

একাদশ-দ্বাদশের শিক্ষক নিয়োগের জন্য দ্বিতীয় এসএলএসটির অধীনে নির্বাচিত প্রার্থীদের ইন্টারভিউ সহ লেকচার ডেমনস্ট্রেশন হবে ৮ জানুয়ারি। বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানিয়েছে এসএসসি।

বাড়বে তাপমাত্রা

আগামী সপ্তাহে কলকাতা সহ দক্ষিণবঙ্গের তাপমাত্রা ২ থেকে ৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত বৃদ্ধি পেতে পারে বলে জানিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর। তবে সকালের দিকে কুয়াশার দাপট থাকবে।

ডক্টরস ফ্রন্টে ফাটল

পোস্টিং নেবেন না অনিকেত

কলকাতা, ২ জানুয়ারি : সিনিয়ার রেসিডেন্ট পোস্টিং ছেড়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলেন আরজি কর আন্দোলনের অন্যতম মুখ চিকিৎসক অনিকেত মাহাতো। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশের পরেও এখনও আরজি করে পোস্টিং পাননি তিনি। তাই রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক প্রতিহিংসার অভিযোগ তুলে তিনি জানান, তাঁর ডাক্তারি জীবনকে খুন করতে চায় রাজ্য সরকার। এই পোস্ট ছাড়লে ৩০ লক্ষ টাকার বন্ড জমা দিতে হয়। তার জন্য জনগণকে সহায়তা অর্থাৎ ক্রাউড ফান্ডিংয়ের আবেদন জানিয়েছেন তিনি। এরপর 'উত্তরবঙ্গ সংবাদ'কে তিনি বলেন, 'শুধুমাত্র পদে থেকেই ডাক্তারি হয় না। আমি যখন চিকিৎসক, যেভাবেই হোক বিভিন্ন পন্থায় আমি প্র্যাক্টিস চালিয়ে যাব।'

এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে অনিকেত বলেন, 'বারবার দ্বিমত পোষণ করা সত্ত্বেও ডব্লিউবিজেডিএফের একটা অগণতান্ত্রিক ও বেআইনি নির্বাচন হয়ে গেল। তাই বক্তব্য ও প্রতিবাদ মানুষের কাছে জানানো ছাড়া আর বিকল্প রাস্তা নেই।' অভয়ার ন্যায়বিচারের আন্দোলন ও রাজ্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ চালিয়ে যেতে সহযোগিতাও চেয়েছেন তিনি। কিন্তু নিজের সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসার ভাবনাচিন্তা নেই বলে সাফ দাবি তাঁর।

অনিকেতের সিদ্ধান্তের পর বিরূপ মন্তব্য শোনা গিয়েছে আরেক আন্দোলনকারী চিকিৎসক আসফাকুল্লা নাইয়ার মুখে। তাঁর দাবি, 'অনিকেত একা নেতা হতে পারেন না। বাকিরা তো রয়েছেন। তাঁরাও লড়াই করেছেন। তাঁর একটা অন্য রাজনৈতিক মতাদর্শ রয়েছে, সেটা নিয়ে আমাদের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে বিরোধ ছিল। আর বাইরে থেকে শাসক রাজনৈতিক দলের পরোক্ষ প্রভাব থাকতে পারে।' এই প্রসঙ্গেই ফ্রন্টের নেতৃত্বে যে ফাটল চওড়া হল তার ইঙ্গিতই স্পষ্ট হয়েছে। যে আন্দোলন একসময় রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের ও শ্রেণির মানুষকে একত্রিত করেছিল,

> শুধুমাত্র পদে থেকেই ডাক্তারি হয় না। আমি যখন চিকিৎসক, যেভাবেই হোক বিভিন্ন পন্থায় আমি প্র্যাকটিস চালিয়ে যাব
>
> -অনিকেত মাহাতো

এখন এই পরিস্থিতিতে বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন থেকে গেল। ইস্যুকে হাতিয়ার করতে ছাড়েনি তৃণমূল কংগ্রেস। কুণাল ঘোষের দাবি, ক্রাউড ফান্ডিংয়ের দাবি স্পষ্ট হয়েছে। যদিও আন্দোলন যে প্রতিবাদের ভাষা, মানুষের কাছে তার গ্রহণযোগ্যতা থাকবে কি না, তা নিয়ে সংশয় প্রকাশ করেছেন বুদ্ধিজীবীরাও। পবিত্র সরকার বলেন, 'মানুষের মধ্যে বিশ্বাসযোগ্যতার যে অভাব তৈরি হল, তা বলাই বাহুল্য।' নাট্যকার চন্দন সেন বলেন, 'মানুষের কাছে এটা ধাক্কা। তবে আন্দোলন স্তব্ধ হবে না।'

সাংবাদিক সম্মেলনে চিকিৎসক অনিকেত মাহাতো।

তথ্যে কারচুপিতে কাঠগড়ায় ৫ কর্তা

আরও ২৪ লক্ষকে শুনানিতে ডাকার সিদ্ধান্ত

কলকাতা, ২ জানুয়ারি : মৃত ও ভুয়ো ভোটার হিসেবে খসড়া তালিকা থেকে ৫৮ লক্ষ নাম বাদ যাওয়ার পর ২০০২-এর সঙ্গে সঙ্গতিহীন ৩১ লক্ষ ভোটারের শুনানি শুরু করেছিল নির্বাচন কমিশন। এর পাশাপাশি সন্দেহজনক ভোটার তথ্যের নিরিখে ১ কোটি ৩২ লক্ষের যে তালিকা তৈরি করেছিল কমিশন, তা থেকে ঝাড়াই-বাছাই করে আরও প্রায় ২৪ লক্ষ ব্যক্তিকে শুনানির জন্য ডাকতে চলেছে কমিশন।

গত ২৭ ডিসেম্বর থেকে শুরু হয়েছে আনম্যাপড ৩১ লক্ষ ভোটারের শুনানি, যাঁরা ২০০২-এর ভোটার তালিকার সঙ্গে সরাসরি বা বাবা-মা, ঠাকুরদা-ঠাকুমার সূত্রে কোনও যোগসূত্র দেখাতে পারেননি। গত ৫ দিনের সেই শুনানিতে ইতিমধ্যেই যেসব নথি জমা পড়েছে তা যাচাই করে দেখার প্রক্রিয়া চলেছে সমান্তরালভাবে। এরই মধ্যে ভোটার তথ্যে সন্দেহজনক বলে চিহ্নিত ১ কোটি ৩২ লক্ষের তালিকা থেকে ২৪ লক্ষ নাম শুনানির আওতায় আনল কমিশন। এদিন মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিক মনোজ আগরওয়াল জানিয়েছেন, আনম্যাপড ৩১ লক্ষের শুনানি শেষ হলেই দ্বিতীয় দফায় এই ২৪ লক্ষ ভোটারকে শুনানিতে ডাকা হবে। এই ২৪ লক্ষের মধ্যে একটা বড় অংশের ভোটার রয়েছেন যেখানে অন্তত ৬ বা ৬-এর বেশি ব্যক্তি তাঁদের বাবা বা ঠাকুরদা হিসেবে একই ব্যক্তিকে দেখিয়েছেন। সাধারণভাবে এমন ঘটনা

> আনম্যাপড ৩১ লক্ষের শুনানি শেষ হলেই দ্বিতীয় দফায় এই ২৪ লক্ষ ভোটারকে শুনানিতে ডাকা হবে। এই ২৪ লক্ষের মধ্যে একটা বড় অংশের ভোটার রয়েছেন যেখানে অন্তত ৬ বা ৬-এর বেশি ব্যক্তি তাঁদের বাবা বা ঠাকুরদা হিসেবে একই ব্যক্তি-কে দেখিয়েছেন
>
> -মনোজ আগরওয়াল

অসম্ভব না হলেও নির্দিষ্ট কিছু জেলায় এবং নির্দিষ্ট কিছু এলাকায় এই প্রবণতা অস্বাভাবিক রকমের বলেই মনে করছে কমিশন। তবে এই ২৪ লক্ষের মধ্যেই নাম, পদবির বানান ভুলে আনম্যাপড হয়ে যাওয়া সংখ্যাও নেহাত কম নয়।

যদিও নির্দিষ্টভাবে সেই সংখ্যা কত, এদিন জানাতে পারেনি সিইও। এসআইআর-এ ভোটার তালিকা থেকে অন্তত ১ কোটির বেশি নাম বাদ যাবে, এমন দাবি করেছে বিজেপি। এর মধ্যে ৫৮ লক্ষ ইতিমধ্যেই বাদ পড়েছে। বাকি দুই পর্যায়ের শুনানিতে যে ৫৫ লক্ষ নাম রয়েছে, তা থেকে শেষপর্যন্ত কত নাম বাদ পড়বে তা নিয়ে কোনও মন্তব্য করতে রাজি হননি সিইও। তবে সংখ্যা বলছে, শেষপর্যন্ত তালিকা থেকে বাদ যাওয়া নামের সংখ্যা ১ কোটি নাও ছাড়াতে পারে।

ভোটার তথ্য কারচুপির অভিযোগে অভিযুক্ত বারুইপুর ও ময়নার সংশ্লিষ্ট ইআরও ও এইআরও এবং এক ডাটা এন্ট্রি অপারেটরের বিরুদ্ধে এদিন ফৌজদারি ধারায় মামলা দায়ের করার জন্য সংশ্লিষ্ট দুই জেলার জেলা নির্বাচনি আধিকারিক বা জেলাশাসককে নির্দেশ দিয়েছে নির্বাচন কমিশন। নির্দেশ কার্যকর করে কী পদক্ষেপ করা হল সে সম্পর্কে জেলাশাসকদের রিপোর্ট পাঠাতে হবে কমিশনকে।

পরিকাঠামোয় নজর কম

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ২ জানুয়ারি : দরজায় কড়া নাড়ছে ছাব্বিশের নির্বাচন। অথচ তার ঠিক আগে নবান্নের রাজকোষ থেকে যে অর্থনৈতিক সমীকরণ সামনে এল, তা দেখে কপালে ভাঁজ পড়েছে প্রশাসনিক বিশেষজ্ঞদের। কর্মচারীদের বেতন, পেনশন, স্বাস্থ্য কিংবা সরকারি দপ্তরের বিদ্যুতের বিল মেটাতে রাজ্য সরকার ১০০ শতাংশ অর্থ খরচের ছাড়পত্র দিলেও, কার্যত 'ব্রাত্য' রয়ে গেল রাজ্যের সামগ্রিক উন্নয়ন প্রকল্পগুলো।

গত শুক্রবার অর্থ দপ্তরের প্রকাশিত এক সার্কুলারে (২০২৫-২৬ বাজেট) দেখা যাচ্ছে, প্রশাসনিক ব্যয়ের ক্ষেত্রে সরকার যতটা দরাজ, পরিকাঠামো উন্নয়নের ক্ষেত্রে ততটাই রক্ষণশীল।

চলতি অর্থবর্ষ শেষ হতে বাকি আর মেরেকেটে তিন মাস। অথচ পরিসংখ্যান বলছে, অধিকাংশ গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরে উন্নয়ন খাতে বরাদ্দ বাজেটের মাত্র ২৫ থেকে ৩৩ শতাংশ খরচের অনুমোদন মিলেছে। নবান্ন সূত্রের খবর, একমাত্র 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার' বা 'জয় জোহর'-এর মতো জনপ্রিয় সামাজিক প্রকল্পগুলোকে সচল রাখতেই ৫০ শতাংশের বেশি অর্থ খরচের অগ্রাধিকার দিয়েছে অর্থ দপ্তর। প্রশ্ন উঠছে, ভোটের মুখে কেবল জনমোহিনী প্রকল্প এবং সরকারি কর্মচারীদের ক্ষোভ প্রশমনই কি তবে নবান্নের মূল লক্ষ্য? দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়ন কি তবে নির্বাচনি বৈতরণি পার হওয়ার পথে অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ল?

রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, নবান্নের এই 'সিলেক্টিভ' খরচ আসলে এক গভীর অর্থনৈতিক সংকটের ইঙ্গিত।

একদিকে কেন্দ্র-রাজ্য টানাপোড়েনে বকেয়া অর্থের অভাব, অন্যদিকে ভাণ্ডার উপুড় করে দেওয়া সামাজিক প্রকল্প সামাল দিতে গিয়েই হয়তো উন্নয়নের চাকায় লাগাম টানতে বাধ্য হচ্ছে সরকার। আমলা মহলের অন্দরে প্রশ্ন উঠেছে— যদি নতুন রাস্তা, ব্রিজ বা পানীয় জলের মতো পরিকাঠামো প্রকল্পের টাকা খরচই না করা যায়, তবে নির্বাচনি প্রচারের ময়দানে কোন উন্নয়নের খতিয়ান তুলে ধরবে শাসকদল? উত্তরবঙ্গের মতো এলাকা, যেখানে পরিকাঠামো উন্নয়নের দাবি বরাবরই জোরালো, সেখানে এই উন্নয়ন খাতে 'বরাদ্দে টান' বড়সড়ো রাজনৈতিক প্রভাব ফেলতে পারে।

শুক্রবার বারুইপুরের সভায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। ছবি : পিটিআই

র‍্যাম্পে 'মৃত' ভোটার, রণংদেহী মেজাজ

পরোক্ষে নির্বাচন কমিশনারকে কটাক্ষ

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ২ জানুয়ারি : ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনের মহারণ কি তবে দক্ষিণ ২৪ পরগনার মাটি থেকেই শুরু হয়ে গেল? শুক্রবার বারুইপুরের সভা থেকে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের রণংদেহি মেজাজ দেখে রাজনৈতিক মহলে সেই জল্পনাই তুঙ্গে। ভোটার তালিকা সংশোধন ঘিরে নির্বাচন কমিশনের 'অস্বচ্ছতা' ফাঁস করতে এদিন এক নজিরবিহীন ও নাটকীয় কৌশলের আশ্রয় নিলেন তিনি। কমিশনের খাতায় 'মৃত' কিন্তু বাস্তবে দিব্যি বেঁচে আছেন— এমন তিন ভোটারকে খোদ জনসভার মঞ্চে তুলে র‍্যাম্পে হাঁটিয়ে অভিষেক সরাসরি চ্যালেঞ্জ ছুড়লেন দিল্লির দিকে।

মেটিয়াবুরুজের মণিরুল ইসলাম মোল্লা, হরেকৃষ্ণ গিরি এবং কাকদ্বীপের মায়া দাসকে সাধারণ মানুষের সামনে হাজির করে তিনি প্রমাণ করে দিলেন যে, ভোটার তালিকায় ব্যাপক কারচুপি চলছে। মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারকে 'ভ্যানিশ কুমার' বলে কটাক্ষ করে তাঁর হুংকার, 'অমিত শাহ থেকে জ্ঞানেশ কুমার— সবাই তৃণমূলের জলোচ্ছ্বাসে ভেসে যাবেন। আমরা একজনের নামও তালিকা থেকে কাটতে দেব না।'

রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, ভোটার তালিকা নিয়ে এই 'মৃত ভোটার' তত্ত্ব হাজির করা আসলে কমিশনের নিরপেক্ষতা নিয়ে বড়সড় প্রশ্ন তুলে জনমানসে এক গভীর সন্দেহ তৈরি করার সুপরিকল্পিত চাল। ২০২৫-এর শেষ ভাগ থেকেই এসআইআর নিয়ে তৃণমূল যে আন্দোলনের সলতে পাকাচ্ছিল, এদিন তা চূড়ান্ত রূপ পেল।

- বারুইপুর থেকেই নির্বাচনি প্রচার শুরু
- কমিশনের খাতায় তিন 'মৃত' ভোটারকে র‍্যাম্পে হাঁটিয়ে কমিশনকে নিশানা
- বুঝিয়ে দিলেন দিল্লির 'হামলা' বনাম বাংলার 'অস্মিতা' মূল ইস্যু

অভিষেক স্পষ্ট করে দিলেন যে, ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ দেওয়াকে তিনি বাঙালির অধিকার হরণ হিসেবেই দেখছেন। দিল্লির কমিশনারের সঙ্গে সামনাসামনি বিতণ্ডার প্রসঙ্গ টেনে তিনি মনে করিয়ে দেন, 'আপনি মনোনীত, আর আমি নির্বাচিত। আপনার আঙুল নামিয়ে কথা বলুন। এরপর আপনার দফতরে যখন যাব, তখন সঙ্গে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় থাকবেন।'

একইসঙ্গে মহারাষ্ট্রে বালুরঘাটের এক বিজেপি কর্মীর হেনস্থা হওয়ার প্রসঙ্গ টেনে তিনি বিঁধলেন সুকান্ত মজুমদারকেও। তাঁর অভিযোগ, নিজেদের বুথ সভাপতিকে যে দল রক্ষা করতে পারে না, তারা বাংলার মানুষকে কী রক্ষা করবে? দক্ষিণ ২৪ পরগনার ৩১টি আসনের মধ্যে ৩১টিই জয়ের লক্ষ্যমাত্রা স্থির করে অভিষেক এদিন বুঝিয়ে দিলেন, ২০২৬-এর লড়াই হবে দিল্লির 'হামলা' বনাম বাংলার 'অস্মিতার'। বঙ্গ বিজেপির সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য অবশ্য অভিষেককে কটাক্ষ করে বলেন, 'এটা সবে শুরু। র‍্যাম্পে হাঁটুন আর রাস্তায় হাঁটুন, যা হবে সব বিজেপিই করবে। বিজেপিই আপনাকে র‍্যাম্পে হাঁটাবে।'

জীবিতকে মৃত ভোটার দেখানো নিয়ে মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিক মনোজ আগরওয়াল বলেন, '৭ কোটি ৬৬ লক্ষের মধ্যে দু-দশটি ভুলভ্রান্তি হতেই পারে। তার মানে আমি দায় অস্বীকার করছি না। তবে এটা খসড়া তালিকা। ভুল হয়ে থাকলে তিনি আবার নাম তুলতে পারবেন। সংশ্লিষ্ট জেলাশাসকের কাছ থেকে এই নিয়ে রিপোর্ট চাওয়া হয়েছে।'

আর কতদিন অভিষেকের অপেক্ষায় থাকবেন যুবরাজ?

ডায়মন্ড হারবার মডেল দিয়ে নিজের প্রশাসনিক দক্ষতা প্রমাণে মরিয়া অভিষেক। দলের নিয়ন্ত্রণ যে ইতিমধ্যেই তাঁর হাতে, তা আর গোপন নেই। এখন জল্পনা একটাই- যুবরাজের রাজ্যাভিষেক হতে অপেক্ষা আর কতদিনের?

ভোট-পাখি

কলকাতা, ২ জানুয়ারি : কলকাতার সীমানা ছাড়িয়ে যদি আপনি ডায়মন্ড হারবার রোড ধরে এগোতে থাকেন, জানুয়ারির এই কুয়াশাচ্ছন্ন সকালেও একটা জিনিস আপনার নজর এড়াবে না। রাস্তার দু'ধারে প্রতি ৫০ ফিট অন্তর সুবিশাল হোর্ডিং। সেখানে হাসিমুখে হাত নেড়ে সম্ভাষণ জানাচ্ছেন স্থানীয় সাংসদ। কোনওটিতে লেখা 'বাংলার ভবিষ্যৎ', কোনওটিতে 'সেনাপতি', আবার কোনওটিতে সোজা সাপটা—'যুবরাজ'। এই ছবিগুলো কেবল প্রচারের কৌশল নয়, এ এক প্রতাপের 'স্টেটমেন্ট'।

২০২৬ সালের শুরুতে দাঁড়িয়ে বাংলার রাজনীতিতে সবচেয়ে বড় আলোচ্য 'দিদি বনাম মোদি'র লড়াই নয়, বরং কালীঘাটের টালির চালের ঘর থেকে ক্যামাক স্ট্রিটের ঝাঁ চকচকে অফিসের মধ্যে অদৃশ্য সুতোর টানাপোড়েন। প্রশ্নটা সহজ, কিন্তু উত্তরটা জটিল—'পিসি বনাম ভাইপো', নাকি 'উত্তরাধিকারের মসৃণ হস্তান্তর'? তৃণমূলের অন্দরে এখন এক অমোঘ পালাবদলের শব্দ। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়—যিনি কিছুদিন আগে পর্যন্ত বিরোধীদের কাছে 'ভাইপো' বলে কটাক্ষের পাত্র ছিলেন, আজ তিনি এক স্বতন্ত্র 'ব্র্যান্ড'। তাঁর উত্থান রকেটের গতিতে, কৌশল কর্পোরেট ধাঁচের, আর লক্ষ্য পাখির চোখের মতো স্থির। কিন্তু প্রশ্ন একটাই—অভিষেক কি বড্ড বেশি তাড়াহুড়ো করছেন?

আবেগ বনাম অ্যালগরিদম

অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাজনীতিকে বুঝতে হলে গতানুগতিক চশমাটি খুলে ফেলতে হবে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাজনীতির ইউএসপি হল অপরিসীম আবেগ এবং মাটি কামড়ে পড়ে থাকা। সেখানে অভিষেক এনেছেন 'ডেটা' এবং 'ডিজিটাল ডিসিপ্লিন'। তাঁর হাতে থাকে আইপ্যাড, পিঠে থাকে একদল ঝকঝকে কর্পোরেট স্ট্র্যাটেজিস্ট, যাঁরা রাজনীতির ময়দানকে দেখেন এক্সেল শিটের নিরিখে।

অভিষেকের সবচেয়ে বড় সুবিধা হল তাঁর খাপ খাইয়ে নেওয়ার অদ্ভুত ক্ষমতা। তিনি যখন দিল্লিতে সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হন, তখন তাঁর ইংরেজি উচ্চারণ এবং যুক্তির ধার দেখে মনে হয় তিনি কোনও ঝানু কূটনীতিক। আবার যখন বাঁকুড়া বা কোচবিহারের জনসভায় মাইক ধরেন, তখন তাঁর গলায় শোনা যায় আশির দশকের মমতার সেই আগ্রাসী সুর। তিনি আজকের 'জেন-জি' ভোটারদের পালস বোঝেন। তিনি জানেন, আজকের তরুণ প্রজন্ম কেবল স্লোগানে ভোলে না, তারা কাজ দেখতে চায়।

ডায়মন্ড হারবারকে তিনি সেই 'মডেল ল্যাবরেটরি' হিসেবেই ব্যবহার করেছেন। 'এক ডাকে অভিষেক', 'সেবাশ্রয়'-এর মতো উদ্যোগ থেকে শুরু করে নিজের লোকসভা কেন্দ্রে বার্ধক্য ভাতা নিশ্চিত করা—এগুলো কেবল জনসেবা নয়, এগুলি তাঁর প্রশাসনিক দক্ষতার 'শো-কেস'। বার্তাটা খুব স্পষ্ট এবং তীক্ষ্ণ—'আমি প্রশাসনের দায়িত্ব নিতেও তৈরি'।

'কর্পোরেট' বনাম 'কালীঘাট'

তবে সবটাই কি মসৃণ? মুদ্রার উলটো পিঠটাও আছে। তৃণমূল কংগ্রেসের ডিএনএ-তে রয়েছে আন্দোলন এবং বিশৃঙ্খলা, যা অনেক সময় সাংগঠনিক দুর্বলতা হিসেবে দেখা দেয়। অভিষেক চেয়েছেন এই বিশৃঙ্খলাকে 'শৃঙ্খলায়' বাঁধতে। আর এখানেই সংঘাত। ফিরহাদ হাকিম, অরূপ বিশ্বাস, সৌগত রায় বা কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো প্রবীণ নেতারা, যাঁরা গোড়া থেকে মমতার সঙ্গে লড়াই করে দলটাকে এই জায়গায় এনেছেন, তাঁরা অভিষেকের এই 'কর্পোরেট স্টাইল' কতটা মন থেকে মেনে নিচ্ছেন, তা নিয়ে সংশয় রয়েছে। প্রবীণদের একাংশের ঘরোয়া আড্ডায় কান পাতলে শোনা যায়, 'রাজনীতিটা ল্যাপটপে হয় না, মানুষের চোখের দিকে তাকিয়ে হয়।' যদিও প্রকাশ্যে কেউই বিদ্রোহ করেননি, কিন্তু একটা নীরব যুদ্ধ দলের অন্দরে বহমান।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কখনও অভিষেককে পাশে বসিয়ে 'আমার উত্তরসূরি' বলে ইঙ্গিত দিয়েছেন, আবার কখনও বলেছেন, 'আমি এখনই ফুরিয়ে যাইনি, আমিই পাহারাদার।' রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, ২০৩৬ সাল পর্যন্ত মমতার ক্ষমতায় থাকার যে জল্পনা ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছে, তা আসলে অভিষেকের ধৈর্য পরীক্ষার নামান্তর। কিন্তু অভিষেক-ঘনিষ্ঠ মহলের দাবি, যুবরাজ এখনই মুখ্যমন্ত্রী হতে চান না, কিন্তু তিনি চান দলের পূর্ণ এবং নিরঙ্কুশ নিয়ন্ত্রণ। তিনি চান, দলটা তাঁর তৈরি করা সিস্টেমে চলুক, যেখানে ব্যক্তির চেয়ে সংগঠন বড় হবে।

অভিযোগ বিস্তর, কিন্তু 'দাঁত ফোটাতে' ব্যর্থ ইডি-সিবিআই

বিজেপি এবং কেন্দ্রীয় সরকার অভিষেককে রাজনৈতিকভাবে কোণঠাসা করতে কোনও কসুরই রাখেনি। কয়লা বা গোরু পাচারের পুরোনো অভিযোগ তো ছিলই, তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল 'লিপস অ্যান্ড বাউন্ডস' সংস্থার দপ্তরে ইডি-র ম্যারাথন তল্লাশি। 'কালীঘাটের কাকু' বা সুজয়কৃষ্ণ ভদ্রের সূত্র ধরে তদন্তকারীরা বারবার পৌঁছোতে চেয়েছেন অভিষেকের দুয়ারে। নিয়োগ দুর্নীতির তদন্তে হাজার হাজার পাতার চার্জশিট পেশ হয়েছে, নাম উঠে এসেছে সংস্থার ডিরেক্টরদের, কিন্তু বর্তমানে একটা কথা দিনের আলোর মতো পরিষ্কার—কেন্দ্রীয় এজেন্সিগুলো অভিযোগের ফানুস ওড়ালেও, অভিষেকের হাতে হাতকড়া পরানোর মতো কোনও 'সলিড' প্রমাণ তারা আদালতে পেশ করতে পারেনি। ইডি-সিবিআই কখনও তাঁকে, কখনও তাঁর স্ত্রীকে নিজাম প্যালেস বা সিজিও কমপ্লেক্সে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসিয়ে রেখেছে, কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয়নি। বরং কেন্দ্রীয় এজেন্সির এই অতি-সক্রিয়তা শেষমেশ অভিষেকের 'ভিকটিম কার্ড'-কেই শক্তিশালী করেছে। তিনি বুক চিতিয়ে চ্যালেঞ্জ ছুড়েছেন, 'ক্ষমতা থাকলে গ্রেপ্তার করুন, প্রমাণ দিন, নচেৎ ফাঁসির মঞ্চে মৃত্যুবরণ করব।' এই আগ্রাসী মনোভাব, চোখের দিকে চোখ রেখে কথা বলার ভঙ্গি তাঁকে কর্মীদের চোখে আরও বড় হিরো বানিয়েছে। যে দুর্নীতির কালিতে তাঁর ভাবমূর্তি লিন করার চেষ্টা হয়েছিল, তা তাঁর ইমেজে সামান্য আঁচড়ও কাটতে পারেনি। উলটে, তিনি নিজেকে দিল্লির এজেন্সির 'স্বৈরাচার'-এর বিরুদ্ধে বাংলার একমাত্র 'লড়াকু মুখ' হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে সফল হয়েছেন।

নারী ভোট ও তারুণ্যের প্রতীক

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সবচেয়ে বড় শক্তি 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার' এবং রাজ্যের বিশাল মহিলা ভোটব্যাংক। অভিষেক খুব সচেতনভাবেই সেই ভোটব্যাংককে নিজের দিকে টানার চেষ্টা করছেন। তিনি জানেন, মমতার অবর্তমানে এই ভোটব্যাংক ধরে রাখাই হবে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। তাঁর সাম্প্রতিক জনসভাগুলোতে মহিলাদের, বিশেষ করে তরুণী ভোটারদের উপস্থিতি চোখে পড়ার মতো। তিনি কেবল 'দিদির ভাইপো' নন, তিনি এক 'চার্মিং' লিডার, যিনি স্মার্টলি কথা বলেন, কর্মসংস্থানের স্বপ্ন দেখান এবং নারী সুরক্ষায় জিরো টলারেন্সের কথা বলেন। অন্যদিকে, তৃণমূল ছাত্র পরিষদ বা যুব তৃণমূলের কাছে তিনি প্রশ্নাতীত 'আইকন'। ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনের দিকে তাকিয়ে এই যুব শক্তিই হতে চলেছে গেম চেঞ্জার। উত্তরবঙ্গ থেকে জঙ্গলমহল—যুব সমাজ চাইছে নতুন নেতৃত্ব, নতুন ভাষা। অভিষেক সেই ভাষাটাই বলছেন।

সিংহাসনের দূরত্ব কতটুকু?

আজকের অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ২০১৪ বা ২০১৯-এর অভিষেকের চেয়ে অনেক বেশি পরিণত। তিনি জানেন কখন থামতে হয়, আবার কখন আঘাত করতে হয়। ডায়মন্ড হারবারের ওই হাজার হাজার পোস্টার কেবল প্রচার নয়, ওগুলো এক একটি মাইলস্টোন, যা মনে করিয়ে দিচ্ছে—যুবরাজ প্রস্তুত। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় হয়তো আরও ১০ বছর মুখ্যমন্ত্রী থাকবেন, বা হয়তো থাকবেন না। কিন্তু তৃণমূল কংগ্রেসের স্টিয়ারিং যে ইতিমধ্যেই পরোক্ষভাবে অভিষেকের হাতে চলে গিয়েছে, তা বুঝতে রকেট সায়েন্টিস্ট হওয়ার প্রয়োজন নেই। টিকিট বণ্টন থেকে শুরু করে নীতি নির্ধারণ—সর্বত্রই এখন 'অভিষেক-ছাপ' স্পষ্ট। বিধানসভা নির্বাচনের আগে 'গেম চেঞ্জার' হতে চলেছে তাঁর নতুন কর্মসূচি—'আবার জিতবে বাংলা' যাত্রা। ২০২৩-এর 'নবজোয়ার' যাত্রা যেমন পঞ্চায়েত ভোটে দলকে অক্সিজেন যুগিয়েছিল, ঠিক তেমনই ২০২৬-এর আগে সংগঠনকে নিশ্ছিদ্র করতেই এই ব্লু-প্রিন্ট। আগামী এক মাস ধরে রাজ্যজুড়ে রোড-শো এবং জনসভা করবেন অভিষেক। এই যাত্রার মূল ফোকাস দুটি— মমতা সরকারের জনকল্যাণমূলক প্রকল্পের সাফল্য তুলে ধরা এবং বাংলার সংস্কৃতি ও স্বভিমান রক্ষা।

বিরোধীদের আক্রমণের জবাবে অভিষেকের স্লোগানও তৈরি—'যতই করো হামলা, আবার জিতবে বাংলা।' মহিলা ভোট এবং যুব সমাজকে টার্গেট করে অভিষেক বুঝিয়ে দিতে চাইছেন, সিংহাসনের আনুষ্ঠানিক হস্তান্তর যখনই হোক, সেনাপতি এখন পুরোদস্তুর যুদ্ধের ময়দানে। এখন দেখার, তিনি কি 'শ্রাবণ কুমারের' মতো অপেক্ষা করবেন নাকি নিজের উচ্চাকাঙ্ক্ষায় সময়ের আগেই মুকুট দাবি করে বসবেন?

চন্দ্রনাথের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত

কলকাতা, ২ জানুয়ারি : নতুন বছরের শুরুতে বিপাকে পড়লেন কারামন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহা। প্রাথমিকে নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় তাঁর ৩ কোটি ৬০ লক্ষ টাকার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেছে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট। মন্ত্রী ছাড়াও তাঁর স্ত্রী, দুই ছেলের নামে থাকা ১০টি সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। এই বিষয়ে আদালতে জানিয়েছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। রেজিস্ট্রেশনের সময় যে দামে কেনা হয়েছিল সেই দামেই বাজার, ফ্ল্যাট, জমি মিলিয়ে প্রায় ৪ কোটি টাকার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। এই সম্পত্তির বিষয়ে প্রমাণ করতে ব্যর্থ হলে পরবর্তীতে তা নিলামও করতে পারবে ইডি। মন্ত্রীর বিরুদ্ধে চাকরি বিক্রি করে ১২ কোটি ৭২ লক্ষ টাকা আত্মসাৎ করার অভিযোগ উঠেছিল। তাঁর আয়-ব্যয়ের হিসেব দিতে পারেননি মন্ত্রী।

তালিকায় নেই মুখ্যমন্ত্রী

কলকাতা, ২ জানুয়ারি : রাজ্য বার কাউন্সিল নির্বাচনের খসড়া ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়েছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সহ প্রবীণ আইনজীবীরাও। এই নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টে বিচারপতি কৃষ্ণা রাওয়ের এজলাসে মামলা দায়ের হয়েছে। বার কাউন্সিলের বিদায়ি বোর্ডের বিরুদ্ধে অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে। খসড়া ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ছাড়া অর্থমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়, সাংসদ সৌগত রায়রা। এমনকি প্রায় ২০ হাজারের মতো বৈধ ভোটারের নাম বাদ গিয়েছে। বার কাউন্সিলে প্রায় ৮০ হাজার সদস্য রয়েছেন। কলকাতা হাইকোর্টেরই ১৪ হাজার সদস্য রয়েছেন। এরই মধ্যে প্রায় ৮ হাজার নাম তালিকা থেকে বাদ পড়েছে। ফলে এদিন তৃণমূল, বিজেপি, কংগ্রেসপন্থী আইনজীবীরা মামলা করেছেন। ৭ জানুয়ারি শুনানি হবে। ফেব্রুয়ারির ১৯-২১ পর্যন্ত নির্বাচন রয়েছে।

ডিসেম্বর মাসের বিষয় : পেশা ও জীবন

ধৈর্যের প্রলেপ

প্রথম : অভিজিৎ দাস
(নারায়ণপুর, বালুরঘাট) ফুজিফিল্ম এক্সটি৫

সময়-চক্র

দ্বিতীয় : সৌম্য কমল গুহ
(কালিয়াগঞ্জ, উত্তর দিনাজপুর) নিকন ডি৫৩০০

সাগর কিনারে

তৃতীয় : জয়াশিস বণিক
(নাকতলা, কলকাতা-৪৭) নিকন ডি৭২০০

একটু সামলে

চতুর্থ : চন্দন দাস
(ভাটিবাড়ি, আলিপুরদুয়ার) নিকন জেড৬-২

দই-দরবার

পঞ্চম : সৌমিক সাহা
(ইন্দ্রনারায়ণপুর আউট কলোনি, গঙ্গারামপুর) নিকন জেড৬-২

জীবন ও জীবিকা

ষষ্ঠ : কৌশিক দাম
(গোমস্তপাড়া, জলপাইগুড়ি) ক্যানন ইওএস ২০০ডি

লক্ষ্যে স্থির

সপ্তম : অরজিৎ ভদ্র
(ধলদিঘি উত্তরপাড়া, গঙ্গারামপুর) ক্যানন ইওএস ৬০০ডি

ভাজাভুজির গল্প

অষ্টম : অনুপম চৌধুরী
(ভোলারডাবরি, আলিপুরদুয়ার জংশন) ভিভো ভি২০

সৃষ্টি ও শিল্পী

নবম : অমিতাভ সাহা
(দেবীবাড়ি, কোচবিহার) নিকন ডি৭০০০

আলোকচিত্র প্রতিযোগিতা

আরও যাঁরা ছবি পাঠিয়েছেন

অয়ন সাহা, কোহিনূর কর, দীপাঞ্জয় ঘোষ, নৃপাশিস গুহ, আনসাদ চৌধুরী, আরিফ আলম, নির্মাল্য দাস, অভিষেক পাল, নীতা মিত্র, অভিরূপ ভট্টাচার্য, রাজদীপ সাহা, রিপন সাহা, আরণ্যক সাহা, প্রবাল সরকার, ইন্দ্রজিৎ সরকার, গৌরব বিশ্বাস, প্রদীপ্ত ভৌমিক, ডাঃ শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়, শৌভিক মৃধা, জয়ন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, সৌমেন রায় রানা, দুর্জয় বর্মন, চন্দ্রাণী সরকার ও জীবন ব্যাপারী।

মুখ ও মানুষ

দশম : দুর্জয় রায়
(ধূপগুড়ি, জলপাইগুড়ি) ক্যানন ইওএস ৫ডি মার্ক ৪

নারী দি বস... শুক্রবার মোরাদাবাদে।

ভয়ে কাঁটা খোকন-পত্নী

ঢাকা, ২ জানুয়ারি : কুপিয়ে, পুড়িয়ে হত্যার চেষ্টা করা হয়েছিল খোকনচন্দ্র দাসকে। আপাতত মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা কষছেন তিনি। কেন তাঁর এমন পরিণতি হল তা এখনও বুঝে উঠতে পারছেন না তাঁর পত্নী সীমা দাস। ভীত, সন্ত্রস্ত, কান্না-ভেজা গলায় তিনি বলেন, 'কোনও ব্যাপারে কারও সঙ্গে আমাদের কোনও ঝামেলা নেই। তারপরও বুঝতে পারছি না কেন আমার স্বামীর ওপর এভাবে হামলা চালানো হল। আমরা হিন্দু। আমরা শুধু শান্তিতে বাঁচতে চাই। যাঁরা হামলা চালিয়েছিলেন তাঁরা সকলেই মুসলিম ছিলেন। পুলিশ তাঁদের গ্রেপ্তার করার চেষ্টা করছে। আমি সরকারের কাছে সাহায্য চাইছি।' বুধবার শরিয়তপুর জেলায় ৫০ বছরের ওষুধ ব্যবসায়ী খোকনচন্দ্র দাসকে প্রথমে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কোপানো হয়। তারপর তাঁকে জ্যান্ত পুড়িয়ে মারার চেষ্টা করা হয়। আশঙ্কাজনক অবস্থায় খোকন দাসকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। জানা গিয়েছে, খোকন দাস যখন বাড়ি ফিরছিলেন তখনই তাঁর ওপর চড়াও হয় একদল ধর্মোন্মাদ জনতা। এই নিয়ে বাংলাদেশে হিন্দুদের ওপর লাগাতার চতুর্থবার আক্রমণের ঘটনা ঘটল। আক্রান্তের এক প্রতিবেশী জানিয়েছেন, ডাক্তাররা খোকন দাসের একটি চোখে অস্ত্রোপচার করেছেন। তাঁকে আইসিইউয়ে রাখা হয়েছে।

মানুষের আস্থা ইভিএমেই

বেঙ্গালুরু, ২ জানুয়ারি : বিজেপির বিরুদ্ধে ভোট চুরির অভিযোগে আগেই সুর চড়িয়েছেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি। ইভিএম নিয়েও সংশয় প্রকাশ করেছে তাঁর দল কংগ্রেস। এই অবস্থায় হাত-শাসিত কর্ণাটক সরকারের একটি সমীক্ষায় জানা গিয়েছে, প্রায় ৮৫ শতাংশ মানুষ ইভিএমে আস্থা রেখেছেন। তাঁরা এও বলেছেন, ২০২৪ সালের লোকসভা ভোট অবাধ ও নিরপেক্ষভাবেই হয়েছিল। এই কর্ণাটকেরই আলন্দে ভোট চুরির অভিযোগ তুলেছিলেন রাহুল। এবার সেই অভিযোগের ফানুস ফেঁসে যাওয়ায় রাহুলকে বিঁধেছে বিজেপি। দলের রাজ্য সভাপতি বিওয়াই বিজয়েন্দ্র বলেন, 'কংগ্রেসের ভোট চুরির অভিযোগের মুখোশ খুলে গিয়েছে। রাহুল গান্ধি ধাক্কা খেয়েছেন। লাগাতার নির্বাচনি হারের ধাক্কা মানতে না পেরে ভোট চুরির ন্যারেটিভ খাড়া করেছিলেন তিনি। নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে সন্দেহ জাগাতে বেপরোয়া প্রচারও করেছিলেন।' যদিও রাজ্যের তথ্যপ্রযুক্তিমন্ত্রী প্রিয়াংক খাড়গে দাবি করেন, 'এই সমীক্ষাটি সরকার অনুমোদিত নয়। নির্বাচন কমিশন রাজ্য নির্বাচন কমিশনকে অনুরোধ করেছিল, একটি এনজিও-র সাহায্য চাওয়া হয়েছিল। সেই এনজিও যিনি চালান তিনি প্রধানমন্ত্রীর জন্য একটি বই লিখেছেন এবং পিএমও-তেও কাজ করেছেন।'

প্রত্যাঘাতে হত ৭, হুঁশিয়ারি ট্রাম্পের

মোল্লাতন্ত্রের শেষ চেয়ে ইরানে বিক্ষোভ

তেহরান ও ওয়াশিংটন, ২ জানুয়ারি : বারুদ জমাই ছিল। নববর্ষের শুরুতেই তা ফেটে পড়ল ইরানে। বছর তিনেক আগে মাশা আমিনির মৃত্যুর পরের দিনগুলি যেন ফিরে এল তেহরানের মাটিতে।

একদিকে আকাশছোঁয়া মূল্যবৃদ্ধি আর ধুঁকতে থাকা অর্থনীতি, অন্যদিকে চার দশকের কঠোর ধর্মীয় অনুশাসনের বেড়াজাল—এই দুইয়ের জাঁতাকলে পিষ্ট ও ক্ষুব্ধ ইরানের সাধারণ মানুষ এবার রাজপথে নেমে পড়লেন সরাসরি বিদ্রোহে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে প্রশাসন কঠোর অবস্থান নিলেও গণবিক্ষোভ স্তিমিত হওয়ার কোনও লক্ষণ নেই। উলটে নিরাপত্তা বাহিনীর গুলিতে অন্তত সাতজনের মৃত্যু, অন্তত ২০ জনের গুরুতর জখম হওয়া এবং ৩০ জনের বেশি গ্রেপ্তারির খবর পরিস্থিতিকে আরও অগ্নিগর্ভ করে তুলেছে। এই টালমাটাল পরিস্থিতিতে তেহরানকে যুদ্ধংদেহি হুঁশিয়ারি দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তিনি সাফ জানিয়েছেন, ইরানে শান্তিপূর্ণ গণবিক্ষোভ রুখতে গুলি চালানো হলে আমেরিকা চুপ করে বসে থাকবে না।

শুক্রবার ট্রাম্প জানিয়েছেন, ইরানে যাঁরা শান্তিপূর্ণভাবে বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন, তাঁদের ওপর যদি এভাবে হামলা চালানো হয়, তাহলে আমেরিকা তাঁদের উদ্ধারে এগিয়ে আসবে। সমাজমাধ্যম ট্রুথ সোশ্যালে একটি পোস্টে ট্রাম্প লিখেছেন, 'যদি ইরান নিরীহ বিক্ষোভকারীদের নির্মমভাবে গুলি করে হত্যা করে, যেটা তাদের রীতি, তাহলে আমেরিকা অবশ্যই তাদের বাঁচাতে আসবে। আমরা পুরোপুরি রণসজ্জায় সজ্জিত এবং যে কোনও মুহূর্তে পদক্ষেপ করতে প্রস্তুত।'

ইরানের সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা আয়াতোল্লা আলি খামেনেই তথা ইসলামিতন্ত্রের বিরুদ্ধে বিক্ষোভের সূত্রপাত গত ২৭ ডিসেম্বর। ওইদিন তেহরানের দোকানিরা প্রথম মুদ্রাস্ফীতি এবং মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন। ক্রমে দেশের অন্যান্য প্রান্তেও ছড়িয়ে পড়ে বিক্ষোভের আঁচ। লোর্দেগান, কুহদাশত এবং ইসফাহান সহ একাধিক জায়গা থেকে বিক্ষোভকারীদের মৃত্যুর খবর আসতে শুরু করে। তেহরানের রাস্তায় নেমে পড়েন বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়ারা। স্লোগান ওঠে, 'স্বৈরশাসন নিপাত যাক', 'মোল্লাতন্ত্র ধ্বংস হোক'। এক বিক্ষোভকারীর কথায়, 'আমরা শুধু খাবার বা চাকরি চাই না, আমরা মর্যাদা এবং দমনপীড়ন থেকে মুক্তিও চাই।' ইরানি-মার্কিন সাংবাদিক ও লেখক মাসিহ আলিনেজাদও 'এক্সে বিক্ষোভের বেশ কিছু ভিডিও পোস্ট করে লিখেছেন, 'বাবোল শহরের রাজপথে ইসলামি প্রজাতন্ত্রের পতাকা পোড়াচ্ছে যুবসমাজ। রাস্তায় পতাকা জ্বালিয়ে তারা স্লোগান দিচ্ছে, মোল্লাদের কাফন পরাতে না পারলে মাতৃভূমি স্বাধীন হবে না।'

১৯৭৯ সালের ইসলামিক বিপ্লবের সময় ক্ষমতাচ্যুত শাসক শাহ মহম্মদ রেজা পাহলভির পুত্র রেজা পাহলভির সমর্থনেও স্লোগান ওঠে—'শাহ দীর্ঘজীবী হোন'। সেই খবর পেয়ে সমাজমাধ্যমে ইরানের সাম্প্রতিক আন্দোলনকে সমর্থন জানান মার্কিন মুলুকে নির্বাসিত রেজা পাহলভি। এক্স-এ তিনি লেখেন, 'যতদিন এই সরকার ক্ষমতায় থাকবে, ততদিন দেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতির মোড় ঘুরবে না। আমি তোমাদের সঙ্গে আছি। জয় আমাদের হবেই, কারণ আমাদের দাবি ন্যায্য।'

প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেশকিয়ান পরিস্থিতির গুরুত্ব অনুধাবন করে আন্দোলনকারীদের দাবিকে 'ন্যায্য' বলে মেনে নিয়েছেন।

বিক্ষোভকারীদের স্লোগান

- 'স্বৈরশাসন নিপাত যাক'
- 'মোল্লাতন্ত্র ধ্বংস হোক'
- 'আমরা শুধু খাবার বা চাকরি চাই না, আমরা মর্যাদা এবং দমনপীড়ন থেকে মুক্তিও চাই'

যদি ইরান নিরীহ বিক্ষোভকারীদের নির্মমভাবে গুলি করে হত্যা করে, যেটা তাদের রীতি, তাহলে আমেরিকা অবশ্যই তাদের বাঁচাতে আসবে। আমরা যে কোনও মুহূর্তে পদক্ষেপ করতে প্রস্তুত।

-ডোনাল্ড ট্রাম্প

ভারতীয় পড়ুয়ার মৃত্যু

বার্লিন, ২ জানুয়ারি : বর্ষবরণের রাতে ভারতীয় ছাত্রের মৃত্যু জার্মানিতে। মৃত পড়ুয়ার নাম হৃতিক রেড্ডি (২৫)। বার্লিনের যে আবাসনে তিনি ভাড়া থাকতেন বুধবার রাতে সেখানে বর্ষবরণের পার্টি চলছিল। আচমকাই আগুন লেগে যায়। কালো ধোঁয়ায় ঢেকে যায় চারিদিক। প্রাণ বাঁচাতে ওপরের তলা থেকে ঝাঁপ দেন হৃতিক। তাতে মাথায় গুরুতর চোট পান। দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলেও প্রাণে বাঁচানো যায়নি। আগুন লাগার কারণ খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

তেলেঙ্গানার বাসিন্দা হৃতিক ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে স্নাতকের পর উচ্চশিক্ষার জন্য বছর দুয়েক আগে জার্মানি পাড়ি দিয়েছিলেন। ছেলের মৃত্যুতে শোকের ছায়া পরিবারে। তাঁর দেহ দেশে ফেরাতে বিদেশমন্ত্রক ও জার্মানিতে ভারতীয় দূতাবাসের সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন আত্মীয়রা।

আফগানিস্তানে হড়পায় মৃত ১৭

কাবুল, ২ জানুয়ারি : কয়েক মাস খরা কাটিয়ে মরশুমের প্রথম ভারী বৃষ্টির সঙ্গে তুষারপাতে বিপর্যস্ত আফগানিস্তান। হড়পার বলি হলেন ১৭ জন। আহত ১১। বন্যায় ডুবে গিয়েছে বহু অঞ্চল। ক্ষতি হয়েছে রাস্তা, ঘরবাড়ি, পশুদের।

জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা কর্তৃপক্ষের মুখপাত্র মহম্মদ ইউসুফ হাম্মাদ জানিয়েছেন, সোমবার থেকে পরিস্থিতি খারাপ। মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে বন্যাকবলিত এলাকাগুলিতে। আবহাওয়া খারাপ হওয়ায় উত্তর, দক্ষিণ, মধ্য ও পশ্চিমাঞ্চলে জীবনযাত্রা ব্যাহত। সরকারি পরিসংখ্যান বলছে, এবারের বন্যায় ১৮০০ পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত।

'মিশন ৫৪'

উত্তরবঙ্গে তৃণমূলকে 'শূন্য' করার ছক শা'র

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ২ জানুয়ারি : হাতে সময় নেই, তাই আর কোনও পরীক্ষানিরীক্ষা নয়। সোজা সাপটা অঙ্কে এবার লড়াইয়ের ময়দানে নামছে বিজেপি। আর এই লড়াইয়ে গেরুয়া শিবিরের 'মাস্টারস্ট্রোক' হতে চলেছে উত্তরবঙ্গ। রাজ্যজুড়ে ক্ষমতা দখলের লড়াই থাকলেও, উত্তরবঙ্গের ৫৪টি আসনের মধ্যে একটিও যাতে তৃণমূলের ঝুলিতে না যায়— এটাই এখন অমিত শা'র 'পাখির চোখ'। আর সেই লক্ষ্যপূরণে এবার শুধুমাত্র রাজনৈতিক ইস্যু নয়, শা'র তূণে নতুন বাণ— 'উত্তরবঙ্গের বিপন্ন প্রকৃতি'। যদিও রাজ্য নেতৃত্বের সঙ্গে বৈঠকে উত্তরবঙ্গে ৪০ আসন জেতার লক্ষ্য বেঁধে দিয়েছিলেন অমিত শা।

উত্তরবঙ্গের জন্য পৃথক 'ব্লু-প্রিন্ট' দিল্লির চাণক্য স্পষ্ট বুঝেছেন, দক্ষিণবঙ্গে লড়াই কঠিন হলেও উত্তরবঙ্গ বিজেপির শক্ত ঘাঁটি। তাই এখানে তৃণমূলকে এক ইঞ্চি জমিও ছাড়তে নারাজ তিনি। দলীয় সূত্রে খবর, উত্তরবঙ্গের ৫৪টি আসনের জন্য অমিত শা সম্পূর্ণ আলাদা একটি 'রোড ম্যাপ' তৈরি করেছেন। যার কেন্দ্রে রয়েছে ডুয়ার্স ও পাহাড়ের চা বলয় এবং জনজাতি অধ্যুষিত এলাকাগুলি। সাংগঠনিক ফোকাস বাড়ানোর পাশাপাশি চা শ্রমিকদের ক্ষোভকে কাজে লাগানোর নির্দেশ দিয়েছেন তিনি।

এতদিন বিজেপির মুখে কেবল অনুপ্রবেশ বা দুর্নীতির কথা শোনা যেত। কিন্তু ২০২৬-এর আগে শাহের রণকৌশলে বড় বদল। উত্তরবঙ্গের মানুষের কাছে বিজেপির প্রচারের মূল অভিমুখ হতে চলেছে— 'প্রকৃতির ওপর তৃণমূলের যুদ্ধ ঘোষণা'। কেন এই কৌশল? রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, উত্তরবঙ্গের মানুষ প্রতি বছর বন্যার করাল গ্রাসে সর্বস্বান্ত হন। এই আবেগকে কাজে লাগিয়েই বিজেপি প্রচার করবে যে, এই বন্যা 'প্রাকৃতিক' নয়, বরং 'ম্যান মেড'। নদী থেকে অবৈধ বালি তোলা, পাথর পাচার, জঙ্গল কেটে রিসর্ট তৈরির ফলেই উত্তরবঙ্গের নদী ও পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হয়েছে।

- উত্তরবঙ্গের ৫৪ আসনই জিততে 'রোড ম্যাপ' তৈরি করেছেন শা
- যার কেন্দ্রে রয়েছে ডুয়ার্স ও পাহাড়ের চা বলয় এবং জনজাতি অধ্যুষিত এলাকাগুলি
- চা শ্রমিকদের ক্ষোভকে কাজে লাগানোর নির্দেশ দিয়েছেন তিনি

শার নির্দেশ স্পষ্ট— তৃণমূল জমানায় উত্তরবঙ্গের প্রকৃতিকে কীভাবে ধ্বংস করা হয়েছে এবং তার জেরে কীভাবে সাধারণ মানুষের জীবন বিপন্ন, সেটাকেই প্রচারের মূল হাতিয়ার করতে হবে।

রাজ্য বিজেপির অন্দরে 'আদি' বনাম 'নব্য'র লড়াই কিংবা দিলীপ-শুভেন্দু তরজা— এসব বরদাস্ত করতে আর রাজি নন অমিত শা। ১৮ জানুয়ারির পর থেকে প্রতি সপ্তাহে শা'র কলকাতা সফর এবং ঘনঘন বৈঠকের সিদ্ধান্ত বুঝিয়ে দিচ্ছে, রাশ এবার সরাসরি দিল্লির হাতে।

ডেমোগ্রাফি ও জাতীয়তাবাদ উত্তরবঙ্গের প্রকৃতির পাশাপাশি শাহের ঝুলিতে থাকছে অনুপ্রবেশ ও জনবিন্যাস পরিবর্তনের) মতো বিতর্কিত ও স্পর্শকাতর ইস্যুগুলিও। 'সোনার বাংলা' গড়ার ডাকের পাশাপাশি 'বন্দে মাতরম' ও 'জয় শ্রীরাম'-এর মাধ্যমে সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদের হাওয়া তোলাও প্রচারের আবশ্যিক অঙ্গ।

রাজ্য সভাপতি শমিক ভট্টাচার্যের কথায়, 'শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ভূমিতে বিজেপি ক্ষমতায় না থাকলে তা জাতীয় স্তরে দলের মর্যাদার প্রশ্ন।' ২০২১-এর ব্যর্থতা ভুলে ২০২৬-এ ২৯৪ আসনের মধ্যে দুই-তৃতীয়াংশ আসন জেতার যে লক্ষে শা বেঁধে দিয়েছেন, তার চাবিকাঠি যে উত্তরবঙ্গই— তা বলাই বাহুল্য। এখন দেখার, পরিবেশ বাঁচানোর ডাক দিয়ে উত্তরবঙ্গের মন কতটা জিততে পারে পদ্ম শিবির।

৮ মার্কিন আইন প্রণেতার চিঠি

ওয়াশিংটন, ২ জানুয়ারি : তিহারে বন্দি জেএনইউয়ের প্রাক্তন ছাত্রনেতা উমর খালিদের জামিন চেয়ে কেন্দ্রের কাছে আর্জি জানালেন ৮ মার্কিন আইন প্রণেতা। সেদেশে নিযুক্ত ভারতীয় রাষ্ট্রদূত বিনয়মোহন কোয়াত্রাকে একটি চিঠি লিখে তাঁরা জানিয়েছেন, উমর খালিদের জামিনের আবেদন যেন মঞ্জুর করা হয়। ওই ৮ জনপ্রতিনিধির কথায়, পাঁচ বছর ধরে উমর খালিদ জেলে বন্দি। ভারতের উচিত যুক্তিযুক্ত সময়ে বিচারপ্রক্রিয়া শেষ করা এবং দোষী প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত অভিযুক্তকে মুক্তি দেওয়া। উমরের দ্রুত বিচার নিশ্চিত করতে হবে।

কাঠগড়ায় তিন পড়ুয়া, অধ্যাপক

সিমলা, ২ জানুয়ারি : তিন ছাত্রীর লাগাতার র‍্যাগিং ও এক অধ্যাপকের যৌন নির্যাতনের জেরে অসুস্থ হয়ে পড়া কলেজ ছাত্রী চিকিৎসাধীন অবস্থায় ২৬ ডিসেম্বর মারা গেলেন। লুধিয়ানার ডিএমসি হাসপাতালে চিকিৎসা চলছিল তাঁর। মৃত পড়ুয়া হিমাচলপ্রদেশের ধরমশালায় এক সরকারি কলেজে দ্বিতীয় বর্ষে পড়তেন। ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তাল ধরমশালা। পুলিশ অফিসার অশোক রত্তন জানিয়েছেন, মৃত ছাত্রীর বাবার অভিযোগের ভিত্তিতে কলেজের অধ্যাপক ও তিন ছাত্রীর বিরুদ্ধে মামলা রুজু হয়েছে। মৃতার বাবার দাবি, মানসিক নির্যাতনই নয়, শারীরিক লাঞ্ছনারও শিকার হতে হয়েছে তাঁর মেয়েকে। মৃত্যুর আগে মেয়ে মোবাইলে ভিডিও রেকর্ড করে বলেছেন, অধ্যাপক তাঁর শরীরের আপত্তিকর জায়গায় হাত দিতেন। ক্লাসে, ক্যাম্পাসে তাঁকে মানসিক হয়রানি করা হত।

ফিতে কাটেন নেতা, বলির পাঁঠা অফিসার

নয়াদিল্লি ও ইন্দোর, ২ জানুয়ারি : পরিচ্ছন্নতায় দেশের সেরা শহর ইন্দোর। সেই তকমা বারে বারে আউড়ে যাঁরা এতদিন গর্বে বুক ফোলাতেন, আজ ইন্দোরের ভগীরথপুরায় বিষাক্ত জল খেয়ে যখন একের পর এক মৃত্যুমিছিল চলছে, তখন তাঁরা কোথায়? মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী মোহন যাদব তড়িঘড়ি 'অ্যাকশন' নিলেন। ইন্দোর পুরসভার অ্যাডিশনাল কমিশনারকে সরিয়ে দেওয়া হল, সাসপেন্ড হলেন জোনাল অফিসার, ইঞ্জিনিয়াররা। আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে সরকার কড়া পদক্ষেপ নিচ্ছে। কিন্তু এই পদক্ষেপ আসলে কতটা সমস্যার সমাধান আর কতটা নিজেদের পিঠ বাঁচানোর চেষ্টা?

প্রশাসনের এই চেনা ছকটা বড়ই পুরোনো। যখনই কোনও বিপর্যয় ঘটে, কোপ পড়ে আমলা বা নিচুতলার অফিসারদের ঘাড়ে। সাসপেনশন, বদলি, শোকজ— শব্দগুলো সংবাদ শিরোনামে ভাসে। কিন্তু প্রশ্ন হলো, যে রাজনৈতিক নেতৃত্ব এই শহরের 'স্বচ্ছতা'র জন্য মঞ্চে উঠে পুরস্কার নিতেন, হাসিমুখে ফিতে কাটতেন, আজ এই বিপর্যয়ের দায় কি তাঁদের ওপর বর্তায় না?

বিষাক্ত জলে মানুষ মরছে, হাসপাতালগুলো রোগীতে উপচে পড়ছে। অথচ রাজনৈতিক নেতাদের ভূমিকা কী? কেউ হাসপাতালে গিয়ে 'তদারকি'র নাটক করছেন, কেউ বা ক্ষতিপূরণের অঙ্ক ঘোষণা করেই খালাস। কৈলাস বিজয়বর্গীয়র মতো হেভিওয়েট নেতারা প্রশ্ন শুনে মেজাজ হারাচ্ছেন। অথচ এই নেতাদের চোখের সামনেই তো দিনের পর দিন নিকাশি আর পানীয় জলের লাইনের এই বেহাল দশা তৈরি হয়েছে। তখন কি তাঁরা ঘুমিয়ে ছিলেন?

লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি এই প্রশ্নটিই করেছেন। তিনি লিখেছেন, 'ইন্দোরে জল নয়, বিষ বিলি করা হয়েছে। আর প্রশাসন কুম্ভকর্ণের মতো ঘুমিয়ে ছিল।' মোদিকে বিঁধে তাঁর তোপ, 'যখন গরিব মানুষরা মারা যান, তখন সবসময়ের মতো মোদিজি মৌন থাকেন।' রাহুলের 'সরকার যখন উদযাপনে মগ্ন, তখন প্রতিটি ঘরে শোকের ছায়া। মানুষের অভিযোগ শোনা হয়নি, অথচ বিজেপি নেতারা এখন অহংকারী মন্তব্য করছেন।' ইতিমধ্যে একটি ল্যাব রিপোর্টে জানা গিয়েছে, ইন্দোরের ভগীরথপুরা এলাকার মানুষ দূষিত জল পান করেই অসুস্থ হয়েছেন। শিশু সহ অনেকের মৃত্যুও হয়েছে। পানীয় জলের মূল লাইনে ফাটল থাকার কারণেই দূষিত জল তাতে মিশেছে বলে জানিয়েছেন মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক (সিএমএইচও) ড. মাধবপ্রসাদ হাসানি।

আসলে একজন ইঞ্জিনিয়ারকে সাসপেন্ড করা সহজ। কিন্তু যে রাজনৈতিক সদিচ্ছার অভাবে বছরের পর বছর পরিকাঠামোর সংস্কার হয় না, তার দায় কে নেবে? ইন্দোর যখন পরিচ্ছন্নতার পুরস্কার পায়, তখন তো কোনও সাব-ইঞ্জিনিয়ারকে মঞ্চে ডেকে সংবর্ধনা দেওয়া হয় না। তখন তো সব আলো শুষে নেন নেতারাই। তাহলে আজ যখন সেই শহরের মানুষ নোংরা জল খেয়ে মরছে, তখন সেই ব্যর্থতার দায়ভার কেন শুধুমাত্র অফিসারদের কাঁধেই চাপবে?

ইন্দোরের 'বিষ' জল

ইন্দোরে জল নয়, বিষ বিলি করা হয়েছে। আর প্রশাসন কুম্ভকর্ণের মতো ঘুমিয়ে ছিল। যখন গরিব মানুষরা মারা যান, তখন সবসময়ের মতো মোদিজি মৌন থাকেন।

-রাহুল গান্ধি

গ্রামের বাড়ি পছন্দ নয়, হাসপাতালে আশ্রয় তরুণীর

সুবীর মহন্ত

বালুরঘাট, ২ জানুয়ারি : বালুরঘাটে পড়তে এসে গায়ে লেগে গিয়েছে 'শহরের হাওয়া'। গ্রামের বাড়িতে তাই আর মন টেকে না তরুণীর। বাবা-মা পরিযায়ী শ্রমিক। অভিভাবক দাদু-দিদিমাও কর্মসূত্রে দিনভর বাড়ির বাইরেই থাকেন। এক বাড়িতে থাকতে মন চায় না। তাই পতিরামের বাড়ি থেকে সেই তরুণী বেরিয়ে মাঝেমধ্যেই চলে আসেন শহরে। কিন্তু হাতে নেই টাকাপয়সা, নেই সঙ্গীসাথী। এদিক-ওদিক ঘুরে আশ্রয় নেন বালুরঘাট সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে।

এদিকে ভবঘুরের মতো অমন ১৭-১৮ বছর বয়সি এক তরুণীকে প্রতিদিন হাসপাতাল চত্বরে দেখে সন্দেহ হয় কিছু রোগীর পরিবারের। কয়েকদিন ধরে বিচ্ছিন্নভাবে অনেকে তাঁকে খাবার ও বাড়ি ফেরার টাকাও দেন। কিন্তু প্রায় প্রতিদিন রাতে বাড়ি ফেরার সময় বাড়ি ফেরার ভাড়া চেয়ে বসায় সকলের নজর পড়ে তাঁর দিকে। তখন তাঁরা আলোচনা করে বুঝতে পারেন, ওই তরুণী প্রতিদিনই হাসপাতালে এসে সময় কাটান। আর তাই কয়েকজন রোগীর পরিবার নিরাপত্তার আশঙ্কা করে ওই তরুণীকে নিয়ে সোজা বালুরঘাট থানায় হাজির হয়। পুলিশ ও ওই তরুণীর পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করছে। তবে ওই তরুণীর কথাবার্তায় অসংলগ্নতা দেখে মানসিক সমস্যা রয়েছে বলে দাবি করছেন রোগীর পরিজনরা।

ওই তরুণী অবশ্য বলছেন, 'আমার বাবা-মা বাইরে থাকেন। দাদু-দিদাও বাড়িতে থাকেন না। আমার পতিরামের গ্রামের বাড়িতে থাকতে কিছুতেই মন চায় না। শহরটা দেখতে আমার ভীষণ ভালো লাগে। শহরের মানুষ দেখতে আমি বালুরঘাটে আসি প্রতিদিন, রাতে বাড়ি ফিরে যাই।' তাঁর কথায়, 'আমার কাছে মাত্র পাঁচ টাকা রয়েছে। শহরের কোনও দোকানে বা পার্কে ঢুকতে পারি না। তাই হাসপাতালে বসে থাকি। ওরা সেই কথা না বুঝেই আমাকে থানায় ধরে নিয়ে এসেছে। পাগল বলছে।'

বালুরঘাট থানার বাইরে উপস্থিত তরুণী। শুক্রবার।

বালুরঘাট জেলা সদর ও জেলা সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে প্রতিদিন কয়েক হাজার মানুষ পরিষেবা নিতে আসেন। প্রচুর রোগী ভর্তিও থাকে হাসপাতালে। আর এই ক্যাম্পাসে থাকা একাধিক আশ্রয়স্থলের পাশাপাশি বিভিন্ন গাছতলা বা শেডের নীচে প্রচুর মানুষকে বসে থাকতে দেখা যায়। এমনভাবেই এক তরুণীকে বেশ কয়েকদিন ধরেই একাকী বসে থাকতে বা ঘুরে বেড়াতে দেখে সন্দেহ হয়েছে কিছু রোগীর পরিবারের।

ওই তরুণীকে জিজ্ঞাসাবাদ করে তাঁর এই হাসপাতালে এসে বসে থাকার কারণ নিয়ে সন্দেহ হয় কয়েকজন রোগীর পরিজনের। আর তাই ওই তরুণীর নিরাপত্তা নিয়ে আশঙ্কা থেকে তাঁরা তাঁকে সোজা বালুরঘাট থানায় নিয়ে যান।

যেমন কুমারগঞ্জের তারাজপুরের বাসিন্দা দিবিশ্বর হেমব্রম বলেন, 'আমার স্ত্রী ভর্তি আছে হাসপাতালে। তাই আমি সারাদিনই হাসপাতালেই থাকছি। ওই মেয়েটিকেও সারাদিন চুপচাপ বসে থাকতে দেখি। গতকাল সন্ধ্যায় ওই মেয়েটি বাড়ি যাবে বলে আমার কাছে পয়সা নিয়েছে। আমাকে বলেছিল ওর কেউ ভর্তি আছে। তাই ও হাসপাতালে এসেছিল। বাড়ি যাওয়ার পয়সা নেই। আজ আবার ওকে হাসপাতালে দেখি।'

আরেক রোগীর আত্মীয় লক্ষ্মী মার্ডির কথায়, 'আমি তিন-চারদিন ধরে ওই মেয়েটিকে দেখছি। খাবারও দিচ্ছি। কিন্তু মেয়েটা অনেক মিথ্যা কথা বলেছে। আমরা হাসপাতালে খোঁজ নিয়ে দেখেছি ওর কেউ ভর্তি নেই। ও যে হস্টেলে ছিল সেখানেও বর্তমানে থাকা মেয়েরা কেউই চিনতে পারেনি ওকে। তাই বাধ্য হয়ে থানার হাতে তুলে দিলাম। ওর কথা শুনে মানসিক ভারসাম্যহীন মনে হচ্ছে।' হাসপাতাল সুপার কৃষ্ণেন্দু বিকাশ বাগ অবশ্য এসব কিছুই জানেন না। তিনি বলেন, 'এমন ঘটনার কথা আমাকে কেউ জানায়নি।'

পৃথিবীর পাঠশালা

কালো হিরের মতো আপেল

আপেল লাল বা সবুজ হয়, বড়জোর হলুদ। কিন্তু কুচকুচে কালো আপেল? তিব্বতের দুর্গম পাহাড়ি এলাকায় 'ব্ল্যাক ডায়মন্ড অ্যাপেল' নামে এক বিশেষ প্রজাতির আপেল চাষ হয়, যা দেখতে হিরের মতোই চকচকে এবং গাঢ় বেগুনি বা কালো রঙের।

সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ৩১০০ মিটার উচ্চতায় এই আপেল ফলে। সেখানে দিনের বেলা প্রচুর অতিবেগুনি রশ্মি এবং রাতে হাড়কাঁপানো ঠান্ডা থাকে। তাপমাত্রার এই বিশাল পার্থক্যের কারণেই আপেলের খোসার রং এমন কালো হয়ে যায়। এই আপেলগুলো সাধারণ আপেলের চেয়ে অনেক বেশি মুচমুচে ও মিষ্টি হয়। কিন্তু চাষ করা খুব কঠিন বলে এর দাম আকাশছোঁয়া। একটি মাত্র কালো আপেলের দাম ৫০০ থেকে ১০০০ টাকা পর্যন্ত হতে পারে! একে 'আপেলের রাজা' বলা হলেও, সাধারণ বাজারে এর দেখা মেলা ভার।

গাছ যখন জমির মালিক

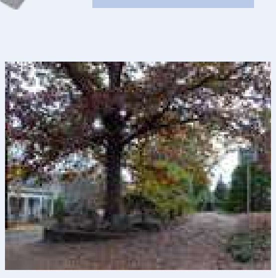

জমির মালিক মানুষ হয়, সরকার হয়। কিন্তু একটা গাছ যে নিজেই নিজের মালিক হতে পারে, তা কি জানেন? আমেরিকার জর্জিয়া রাজ্যের এথেন্স শহরে একটি সাদা ওক গাছ রয়েছে, যার নাম 'দ্য ট্রি দ্যাট ওনস ইটসেল্ফ'।

১৮৯০ সালে কর্নেল উইলিয়াম জ্যাকসন নামে এক ব্যক্তি এই গাছটিকে খুব ভালোবাসতেন। তিনি আইনি দলিল করে গাছটি এবং তার চারপাশের ৮ ফুট জমি গাছটির নামেই উইল করে দিয়ে যান! দলিলে লেখা ছিল, গাছটির পূর্ণ অধিকার রয়েছে নিজেকে রক্ষা করার। ১৯৪২ সালে আসল গাছটি ঝড়ে পড়ে গেলে, স্থানীয়রা ওই গাছেরই একটি চারা সেখানে রোপণ করেন এবং তাকে 'উত্তরাধিকারী' হিসেবে স্বীকৃতি দেন। আজও ওই গাছটির গায়ে কেউ হাত দিতে পারে না, কারণ আইনত সে নিজেই নিজের অভিভাবক।

এক ছাদের নীচে শহর

সাধারণত একটা শহরে হাজার হাজার বাড়ি থাকে। কিন্তু আমেরিকার আলাস্কার 'হুইটিয়ার' (Whittier) শহরে পুরো শহরের মানুষ বাস করে মাত্র একটি ১৪ তলা বিল্ডিংয়ে!

'বেগীচ টাওয়ার্স' নামের এই বিল্ডিংটিই আসলে আস্ত একটা শহর। এখানে শহরের পুলিশ স্টেশন, স্কুল, হাসপাতাল, পোস্ট অফিস, লন্ড্রি, চার্চ—সবই এক ছাদের নীচে। বাইরে যখন মাইনাস তাপমাত্রা আর প্রবল তুষারঝড় চলে, তখন বাসিন্দারা স্লিপার পরে লিফটে করে এক ফ্লোর থেকে অন্য ফ্লোরে গিয়ে বাজার বা অফিস সেরে আসেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় এটি একটি সেনা ব্যারাক ছিল, পরে এটি জনবসতিতে পরিণত হয়। এখানকার ২২০ জন বাসিন্দা খুব একটা বাইরে বেরোন না। এক অদ্ভুত 'ইন্ডোর' জীবনযাপন এঁদের।

পেঙ্গুইন যখন সেনাপ্রধান

স্কটল্যান্ডের এডিনবরা চিড়িয়াখানায় এমন এক পেঙ্গুইন থাকে, যাকে দেখলে নরওয়ের সেনাবাহিনীর জওয়ানরা স্যালুট ঠোকেন! তার নাম 'স্যর নীলস ওলাভ'। সে নরওয়েজিয়ান কিংস গার্ডের একজন সাম্মানিক 'ব্রিগেডিয়ার'।

২০০৮ সালে তাকে নাইটহুড বা 'স্যর' উপাধি দেওয়া হয়। ঘটনাটি শুরু হয় ১৯৭২ সালে, যখন নরওয়ের একজন সেনা অফিসার চিড়িয়াখানায় এসে একটি পেঙ্গুইন দত্তক নেন। সেই থেকে পদোন্নতি হতে হতে সে আজ ব্রিগেডিয়ার। সে নিয়মিত গার্ড অফ অনার পরিদর্শন করে। তার ডানার ওপর মেডেল ঝোলানো থাকে। অদ্ভুতভাবে, সে যখন সেনাদের সামনে দিয়ে হেঁটে যায়, তখন তার হাবভাব আর চালচলন দেখলে মনে হয় সে সত্যিই কোনও কড়া মেজাজের সেনা অফিসার।

নেতা খুনে বহু প্রশ্ন

রায়গঞ্জ, ২ জানুয়ারি : ঘটনা একটা, কিন্তু জট রয়েছে অনেক। রায়গঞ্জে নেতা খুনের ঘটনায় যে দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, তাঁদের বাড়ির লোকজন থেকে শুরু করে পাড়া-প্রতিবেশীরাও বলছেন যে, সেই দুজন নাকি নিপাট ভালোমানুষ। তাহলে নব্যেন্দুর দিকে গুলি চালাল কেন? এটা কি মারপিটের ফল? নাকি দুর্ঘটনা? পিকনিকে আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে গেল কে বা কারা? তদন্তকারী আধিকারিকরাই বলছেন, ওই দুজনের কাছে অত দামি আগ্নেয়াস্ত্র থাকা নাকি অস্বাভাবিক।

গত বছরের শেষ রাতে তৃণমূল যুব কংগ্রেসের নেতা নব্যেন্দু ঘোষকে নৃশংসভাবে খুন হতে হয়েছে। পয়েন্ট ব্ল্যাংক রেঞ্জ থেকে তাঁর বুকে গুলি করা হয়। সেই ঘটনায় শুভম পাল ও পিন্টু সাহা নামের দুই তরুণকে গ্রেপ্তার করেছে রায়গঞ্জ থানার পুলিশ। দুজনে দুটি আলাদা আলাদা মোবাইলের দোকানের কর্মচারী হিসেবে কাজ করেন।

শুক্রবার দুপুরে এলাকায় গিয়ে কথাবার্তা বলে জানা গেল, অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে এর আগে কোনও দুষ্কর্মের অভিযোগ নেই। এর আগে পুলিশের খাতাতেও তাঁদের নাম ওঠেনি। দিন আনা দিন খাওয়া পরিবারের দুই তরুণকে খুনের দায়ে পুলিশ গ্রেপ্তার করায় এলাকার বাসিন্দারাও হতবাক।

স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলে জানা গিয়েছে, ধৃতদের নব্যেন্দু ভাইয়ের মতন ভালোবাসতেন। গোয়েন্দা পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, যেখানে পিকনিক হচ্ছিল, তার উলটোদিকেই একটি খোলা মাঠে মদের আসর বসেছিল। অতিরিক্ত মদ খাওয়ার পর নিজেদের মধ্যে বচসা থেকে হাতাহাতি ও তা থেকে গুলিচালনার মতো কাণ্ড হতে পারে। শুক্রবার দুপুর একটা নাগাদ জলপাইগুড়ি থেকে তিন সদস্যের ফরেন্সিক দল ঘটনাস্থলে হাজির হয়। ঘটনাস্থল থেকে রক্তের নমুনা, মাটি সংরক্ষণ করার পাশাপাশি যে জঙ্গল থেকে অত্যাধুনিক আগ্নেয়াস্ত্রটি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে সেখানকারও মাটি সংগ্রহ করেন ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞরা। এছাড়া ঘটনাস্থলের চারটি সিসি ক্যামেরার ফুটেজ ও হার্ড ডিস্ক বাজেয়াপ্ত করা হয়।

বৈকুণ্ঠপুর জঙ্গলে বনদুর্গাপুজো। শুক্রবার। ছবি : সূত্রধর

বনদুর্গাপুজোয় বিশেষ নিরাপত্তা

প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস

শিলিগুড়ি, ২ জানুয়ারি : প্রতিবারের মতো পৌষ পূর্ণিমার রাতে ফাড়াবাড়ির অদূরে বৈকুণ্ঠপুর জঙ্গলের মাঝে বনদুর্গার পুজো শুরু হল। শুক্রবার রাতে সাড়ম্বরে এই পুজো হলেও অন্যান্য বছরের তুলনায় এবছর দর্শনার্থীদের জন্য নিয়মে কিছু বিশেষ বিধিনিষেধ ছিল। এবছর সারারাত মন্দির এলাকায় থাকতে পারবেন না কোনও দর্শনার্থী। জঙ্গলের ভেতর চার চাকা গাড়ি ঢোকায় রয়েছে বারণ। দূরদূরান্ত থেকে আসা ভক্তদের সকাল ১০টা থেকে দুপুর তিনটে পর্যন্ত মন্দিরে প্রবেশের অনুমতি ছিল। রাতের পুজোয় থাকবেন শুধু মন্দিরের সদস্যরাই। শনিবার সকাল ৬টা থেকে দুপুর ৩টে পর্যন্ত মন্দিরে প্রবেশ করতে পারবেন ভক্তরা। প্রশাসন, বন দপ্তরের নির্দেশেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছে মন্দির কমিটি। প্রসাদ, ভোগ সমস্তকিছুরই আয়োজন থাকবে শনিবার। কোভিডের পর থেকে মেলা শিমুলগুড়ি স্কুলের মাঠে এবং ফাড়াবাড়ি বিটের পাশে করা হয়ে থাকে, এবছরও সেখানেই হচ্ছে।

ইতিহাসের পাতা ওলটালে জানা যায়, বৈকুণ্ঠপুর গভীর জঙ্গলে দিল্লিভিটা চাঁদের খালে আস্তানা ছিল ভবানী পাঠক, দেবী চৌধুরানির। বনাঞ্চল লাগোয়া এলাকার মানুষ ঠুনঠুনিয়া মায়ের নামে পুজো করতেন। প্রায় ৪৫ বছর আগে তৈরি হয় কমিটি।

দুইদিনের এই পুজোকে ঘিরে কড়া নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছে পুলিশ প্রশাসন ও বন দপ্তরের তরফে। শিমুলগুড়ি, ফাড়াবাড়ি, মন্দির চত্বর এলাকায় ছড়িয়ে রয়েছে পুলিশ। সাইকেল পেট্রলিং চলছে। বন্যজন্তুর হানা এড়াতে বনকর্মীরাও রীতিমতো নজরদারি চালাচ্ছেন। রাতেও বনকর্মী ও পুলিশের টহল চলবে বলেই জানা গিয়েছে বন দপ্তর সূত্রে।

পুজো কমিটির সম্পাদক রাজু সাহা বলেন, 'দূরদূরান্ত থেকে ভক্তরা এসে মায়ের পুজো ও মানত করছেন। উত্তরবঙ্গের মানুষের আবেগ জড়িয়ে রয়েছে এই পুজোর সঙ্গে। উত্তরবঙ্গ ছাড়াও ভিনরাজ্য থেকেও আসছেন ভক্তরা। জঙ্গলের মধ্যে গভীর রাতে পুজো অনুষ্ঠিত হওয়ায় সাধারণ মানুষের কথা মাথায় রেখে এবছর রাতে ভক্তদের প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে।'

ধৃত আরও ২

কিশনগঞ্জ, ২ জানুয়ারি : আবার কিশনগঞ্জ থেকে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার জালে পিএফআই জঙ্গি। শুক্রবার দিল্লি থেকে আসা এনআইএ-র তদন্তকারী দল অভিযান চালিয়ে নিষিদ্ধ জঙ্গিগোষ্ঠী পিএফআই-এর দুই সদস্য, মহম্মদ মহফুজ আলম ও আফতাব আলমকে গ্রেপ্তার করে। তাঁদের সদর থানায় জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। এই দুজন শহরের উত্তর পালি এলাকার বাসিন্দা। আগেই এনআইএ-র তরফে এঁদের দুজনকে দিল্লির দপ্তরে হাজিরার নোটিশ দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু হাজিরা না দেওয়ার অভিযোগে এদিন তাঁদের গ্রেপ্তার করে এনআইএ।

তবে শুক্রবারের অভিযান সম্পর্কে এনআইএ-র কোনও আধিকারিক বা পুলিশ সুপার সাগর কুমার কোনও মন্তব্য করেননি।

অনিশ্চয়তা

প্রথম পাতার পর

সাপ্লিমেন্টারি পরীক্ষা এবং ফল প্রকাশ না হলে রেগুলার পরীক্ষা শুরু করা যাবে না। ওই পরীক্ষার সঙ্গে রেগুলার পরীক্ষা সম্পর্কযুক্ত। সাপ্লিমেন্টারির মতো একইভাবে প্রতিটি পরীক্ষার ফর্ম ফিলআপ ও প্রশ্নপত্র তৈরির কাজ বাকি। সেইসব কাজ শেষ করে পরীক্ষা শুরু করতে সময় লাগবে।

যদি সংস্থা অনুরোধ না মানে তাহলে কী হবে? সূত্রের খবর, সেক্ষেত্রে বিভিন্ন বিভাগ তাদের মতো করে পরীক্ষার ব্যবস্থা করতে পারে বলে এদিনের বৈঠকে কয়েকজন শিক্ষক প্রস্তাব দেন। যদিও সেভাবে পরীক্ষা নেওয়া যে বাস্তবে সম্ভব নয় বা সম্ভব হলেও তাতে কয়েক মাস সময় লাগতে পারে বলে পালটা মত দিয়েছেন শিক্ষক, আধিকারিকদের একটা বড় অংশই। বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রের খবর, সিবিসিএস ব্যবস্থাপনায় স্নাতকোত্তরের রেগুলার দুটি সিমেস্টারেই রয়েছে দু'হাজারেরও বেশি পরীক্ষার্থী। আইনের স্নাতক স্তরে পরীক্ষার্থীর সংখ্যা প্রায় আড়াই হাজার। এর উপর রয়েছে দূরশিক্ষা ও সাপ্লিমেন্টারির পরীক্ষার্থী।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী পরীক্ষা নিয়ামক শংকরী চক্রবর্তীর বক্তব্য, 'ছাত্রছাত্রীদের পরীক্ষার ব্যবস্থা করাটাই এই মুহূর্তে সবচেয়ে জরুরি কাজ। প্রয়োজনীয় সময় দিলে কর্তৃপক্ষ যেভাবে পরীক্ষার ব্যবস্থা করতে বলবে আমরা সেভাবেই পরীক্ষা পরিচালনার জন্য প্রস্তুত।' সমস্যা মিটিয়ে দ্রুত পরীক্ষার ব্যবস্থা করার জন্য ছাত্রছাত্রীদের তরফ থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রারের কাছে এদিন একটি দাবিপত্র দেওয়া হয়। পরীক্ষা পিছিয়ে গেলে স্বাভাবিকভাবেই ফল প্রকাশে দেরি হবে। তা হলে অন্যত্র ভর্তি, চাকরির পরীক্ষা সহ নানা সমস্যায় পড়তে হবে পড়ুয়াদের। উপাচার্যহীন বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা সমস্যা কবে মিটবে সেটাই আপাতত লাখ টাকার প্রশ্ন।

তৃণমূলের মাথাব্যথা

প্রথম পাতার পর

সহজেই সাধারণ মানুষের সঙ্গে মিশে যাওয়া পরেশ তৃণমূলের গায়ে যে কলঙ্কের মোটা দাগ লাগিয়েছেন তা মোছা সম্ভব নয় ধরেই বিধানসভার ঘুঁটি সাজাচ্ছে শাসকদল।

পরেশ ক্ষত ঢাকতে গিয়ে তৃণমূল আরও এক সমস্যায় জড়িয়েছে- গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব। পরেশ গোষ্ঠীর বিপরীতে সক্রিয় হয়ে উঠেছেন প্রাক্তন বিধায়ক অর্ঘ্য রায় প্রধান। দীর্ঘদিন নীরব থাকার পর সম্প্রতি তিনি ফের মিছিল-মিটিংয়ে নেমেছেন। যাঁরা দলে জায়গা হারিয়েছেন, যাঁরা ক্ষুব্ধ, তাঁদের অনেককেই দেখা যাচ্ছে অর্ঘ্যের সঙ্গে হাঁটতে। তবে অর্ঘ্যের ব্যক্তিগত জীবনযাপন নিয়েও প্রশ্ন রয়েছে, যা সাধারণ মানুষের মনে দ্বিধা তৈরি করছে। ফলে তিনি পরেশ-বিরোধী হলেও এখনও পুরোপুরি বিশ্বাসযোগ্য বিকল্প হয়ে উঠতে পারেননি।

তাই বিধানসভা এলাকার অন্য তৃণমূল নেতারা জল মাপতে শুরু করেছেন। এই দুই গোষ্ঠীর মাঝখানে রয়েছেন লক্ষ্মীকান্ত সরকার। মেখলিগঞ্জের প্রাক্তন তৃণমূল ব্লক সভাপতি। আপাতত তিনি কারও বিরুদ্ধেও নন, আবার কারও পুরোপুরি সঙ্গেও নন। হলদিবাড়ির প্রাক্তন ব্লক সভাপতি গোপাল রায়কে নিয়েও একই অনিশ্চয়তা। চ্যাংরাবান্ধার নেতা উত্তম সরকার একসময় প্রার্থী হওয়ার দৌড়ে সক্রিয় ছিলেন, পরিকল্পনামাফিক জনসংযোগও শুরু করেছিলেন। এখন তাঁকে আর মাঠে দেখা যাচ্ছে না। কোনদিকে তিনি ঝুঁকেছেন, তা স্পষ্ট নয়। এই অস্পষ্টতাই ভিতরে ভিতরে তৃণমূলের দুর্বলতা বাড়াচ্ছে। সম্প্রতি মেখলিগঞ্জ এবং হলদিবাড়ি পুরসভায় দায়িত্ব বদল নিয়ে নেতাদের মনোমালিন্য যেভাবে প্রকাশ্যে এসেছে তা শহরের ভোটারদের মনে প্রভাব ফেলবে।

দ্বিতীয় হলেও মেখলিগঞ্জে গেরুয়া শিবিরের অবস্থান তৃণমূলের বেশ খানিকটা নীচের দিকেই। বিধানসভা কেন্দ্রটি কোচবিহার জেলার অন্তর্ভুক্ত হলেও বিজেপির সাংগঠনিক মানচিত্রে এলাকাটি জলপাইগুড়ি জেলার অধীনে। এই দ্বৈত পরিচয়েই অনেক সমস্যা, কর্মসূচি কম, নেতৃত্ব সীমিত ইত্যাদি। দলের সাংগঠনিক জেলা সাধারণ সম্পাদক দধিরাম রায়ই কার্যত এলাকায় বিজেপির একমাত্র 'বড়' নেতা। মাঠে-ময়দানে তিনিই সব। কিন্তু সেই সর্বেসর্বা অবস্থানই আবার দলের অন্দরমহলে ক্ষোভের জন্ম দিচ্ছে। দধিরামের কূটনীতিতে স্থানীয় স্তরে নতুন নেতৃত্ব উঠে আসতে না পারায় বিজেপির সংগঠন শক্ত ভিত পায়নি। গ্রামে গ্রামে বিজেপির সমর্থন থাকলেও তা এখনও শাসককে চ্যালেঞ্জে ফেলার মতো শক্তিতে পরিণত হয়নি।

তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব, পরেশের দুর্নীতি ইত্যাদিকে ইস্যু করে লাগাতার প্রচার বা আন্দোলন সংগঠিত করতেও ব্যর্থ হয়েছে গেরুয়া শিবির। এলাকায় উল্লেখযোগ্য এমন কোনও উন্নয়ন হয়নি যা দিয়ে কেলেঙ্কারি ঢাকা যায়। নারায়ণী ব্যাটালিয়নের দপ্তর, মেগা ইন্ডাস্ট্রি হাব, টমেটো প্রক্রিয়াকরণ শিল্প অনেককিছুই হওয়ার কথা থাকলেও, বাস্তবে কিছুই হয়নি মেখলিগঞ্জে। সেসব নিয়ে নজরকাড়া কোনও আন্দোলনই আজ পর্যন্ত করতে পারেনি বিরোধীরা। ফলে চাকরি কেলেঙ্কারির পরও এলাকায় অপ্রাসঙ্গিক হননি পরেশ।

সন্ধ্যায় আজানের মাইক বন্ধ হলে, তুলসীতলায় প্রদীপ জ্বললে বক্সিগঞ্জ বাজারে ভিড় জমে। তবে মানুষজন এখন আর বড় বড় স্লোগানে সহজে বিশ্বাস করেন না। বিশ্বাসভঙ্গের যন্ত্রণার কথা কেউ মুখ ফুটে বলেন, কেউ মনেই রাগ পুষে রাখেন। সেই রাগ ব্যালট বক্সে আদৌ প্রতিফলিত হবে কি না দিনের শেষে সেই প্রশ্নও রেখে যান মুজিব মিয়াঁ। বক্সিগঞ্জ বাজার থেকে শুঁটকি মাছ আর ফুলকপি ব্যাগে ভরে বাড়ি ফিরতে ফিরতে বলেন, 'দোষ আমাদেরই। কাজ করে খেতে হবে জেনেও নেতাদের পেছনে দৌড়ে বেড়াই। ভোটে নেতাদেরই মুনাফা হবে জেনেও নিজেরাই মারামারি করি। কথায় আছে না, যে লঙ্কায় যায় সেই রাবণ হয়। সেটাই আসল সত্যি।' মুজিব বাড়ির পথে রওনা হন। হঠাৎ লোডশেডিংয়ে অন্ধকার হয়ে যায় গোটা বাজার।

পরকীয়া সন্দেহে

প্রথম পাতার পর

'রাত হলেই ও আমার ওপর অত্যাচার করত। একদিন মারতে মারতে বলল, কুড়ি লক্ষ টাকা লাগবে। আমরা দিনমজুর পরিবার। অত টাকা পাব কোথা থেকে?'

এরপরই নাকি নির্যাতন মাত্রা ছাড়ায়। তাঁর অভিযোগ, 'শ্বশুর-শাশুড়ি সহ পরিবারের অন্য সদস্যরা বাড়িতেই থাকে। গভীর রাতে রোজ স্বামী পরকীয়ার অভিযোগ তুলে আমাকে বিবস্ত্র করে বিছানায় জোরপূর্বক হাত-পা বেঁধে যৌনাঙ্গ পরীক্ষার নামে অত্যাচার চালাত।' নির্যাতিতার যুক্তি, 'আমি পরিবারের প্রত্যেককে বলেছিলাম। কেউ পাত্তা দেয়নি। বিয়ের আট মাসের মাথায় বাপের বাড়ি ফিরে আসি।'

এতকিছুর পরও নির্যাতিতার বাবা মেয়েকে শ্বশুরবাড়িতে ফেরানোর চেষ্টা করেন। অভিযোগ, ওই এলাকায় দুই পরিবারকে নিয়ে সালিশি সভাও বসেছিল। এব্যাপারে তরুণীর বাবার যুক্তি, 'অত্যাচারের কথা শোনার পরেও মেয়েকে ওই বাড়িতে ফেরানোর জন্য গিয়েছিলাম। ওরা নেয়নি। উলটে সবাইকে বলে বেড়িয়েছে, আমার মেয়ে সমকামী।' কীভাবে? তরুণীর বাবার দাবি, ''একাধিক তরুণীর সঙ্গে ছবি তুলে মেয়েকে পাঠিয়ে বলত, 'দেখো এই মেয়েরা আমার সঙ্গে আছে। তুমি থাকতে পারোনি। কারণ, তুমি সমকামী'।''

এই ঘটনাকে সামাজিক অবক্ষয়ের নিদর্শন হিসেবে দেখছেন মনোবিদরা। মানসিক স্বাস্থ্যকর্মী মৌকণা মুখোপাধ্যায়ের মতে, 'অভিযোগ কতটা সত্যি, সেটা তদন্ত করে দেখা প্রয়োজন। সত্যি হলে, এটা ভয়ংকর ব্যাপার।'

শত্রুতা ভুলে

প্রথম পাতার পর

এখনও রাজ্যের বাইরে গিয়ে আমরা একে অপরের সঙ্গে জমিয়ে আড্ডা দিই।'

কোচ লাকির হাতেই তৈরি হয়েছেন দুই কুকি ফুটবলার থামলাং হাওকিপ আর বেঞ্জামিন সাইকোমান। তাঁদের দেখিয়ে লাকি বলে ওঠেন, 'বহুৎ পেয়ারা বাচ্চে হ্যায় ইয়ে দোনো।' কথা বলতে বলতেই চোখের কোণ চিকচিক করে ওঠে লাকি মেইতেইয়ের।

দলের রাইট ব্যাক বেঞ্জামিন বললেন, 'এই ফুটবলটাই আমাদের বন্ধুত্ব এখনও টিকিয়ে রেখেছে। সমস্যা দ্রুত মিটে যাক মনেপ্রাণে এটাই চাই।' দলের মিডফিল্ডার মেইতেই কাঙকোপকি আবার বেঞ্জামিনকে দেখিয়ে বললেন, 'বহুদিন বাদে আগামীকাল আবার আমরা একসঙ্গে মাঠে নামব। রাজ্যে একসঙ্গে প্র্যাকটিস করতে না পারলেও আগামীকাল জেতার চেষ্টায় কোনও খামতি থাকবে না।'

বল পায়ে মাঠ দাপিয়ে বেড়ানো লাকির ছেলেরা জানেন না, কেন এই জাতিদাঙ্গা। তাঁরা শুধু জানতে চান, কবে নিভবে এই হিংসার আগুন? আবার কবে মণিপুরের মাঠে তাঁরা পাশাপাশি বল দেওয়া-নেওয়া করে দৌড়োবেন বিপক্ষের ডিফেন্স ভাঙতে?

খোঁজে সমীক্ষা

প্রথম পাতার পর

ব্লকের ৩১টি সার্কেলের শিক্ষাবন্ধু ও পার্শ্বশিক্ষকদের এই সার্ভের কাজে লাগানো হবে। এর জন্য তৈরি করা হয়েছে একট অ্যাপ।

এই অ্যাপের মাধ্যমে স্কুলছুট হয়ে যাওয়া পড়ুয়াদের বাড়িতে গিয়ে তাদের বর্তমান হালহকিকত খোঁজ করে সেটি অনলাইনেই নথিভুক্ত করতে হবে। আর এই সমীক্ষা করতে ছাত্র পিছু ৪০ টাকা করে পাবেন সার্ভের কাজে নিযুক্ত পার্শ্বশিক্ষক বা শিক্ষাবন্ধুরা।

শিক্ষা দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, রাজ্যজুড়ে এত পড়ুয়া স্কুলছুট কেন হল? তাদের বর্তমান অবস্থাটাই বাকি? তারা কোথায় রয়েছে? কী কারণে তারা আর পড়াশোনা করছে না, সমস্ত উত্তর এই সার্ভের মাধ্যমে পাওয়া যাবে বলে আশাবাদী শিক্ষা দপ্তর। জানুয়ারি মাসে ছাত্র সপ্তাহ উদযাপনের মধ্যেই স্যাম্পল সার্ভের কাজ সেরে ফেলতে চাইছে সমগ্র শিক্ষা মিশন। ইতিমধ্যে অনলাইনে প্রশিক্ষণও হয়েছে জেলায়।

তবে এই সংখ্যার মধ্যে যে কিছু পড়ুয়ার বেসরকারি স্কুলে ভর্তি হয়ে যাওয়া বা অন্য রাজ্যে গিয়ে অন্য স্কুলে ভর্তি হয়ে যাওয়া রয়েছে, সেই সম্ভাবনা একেবারে উড়িয়ে দিচ্ছে না শিক্ষা দপ্তর।

জেলা সমগ্র শিক্ষা মিশনের ডিস্ট্রিক্ট এডুকেশন অফিসার সন্দীপ রায় বলেন, 'জেলার বিভিন্ন সার্কেলে জুনিয়ার হাইস্কুল থেকে অষ্টম শ্রেণি পাশ করে নবম শ্রেণিতে নিজেদের নাম নথিভুক্ত করাচ্ছে না বহু পড়ুয়া। তার পেছনে কী কারণ রয়েছে সেটা জানার জন্যই এই সার্ভে করা হবে। এই পড়ুয়াদের আবার শিক্ষার অঙ্গনে নিয়ে আসা হবে।'

এই কর্মসূচির জেলা কোঅর্ডিনেটর শ্যাম মণ্ডল জানিয়েছেন, রাজ্যজুড়ে এই স্কুলছুটের সংখ্যা ৯৫ হাজার। তার মধ্যে জেলা প্রতি এক হাজার করে স্যাম্পল পড়ুয়া নিয়ে এই সার্ভের কাজ শুরু হচ্ছে। শিক্ষাবন্ধু ও পার্শ্বশিক্ষকদের এই সার্ভের জন্য নিযুক্ত করা হবে। সমীক্ষার কাজ এলাকায় গিয়ে করতে হবে। তারপর অনলাইনে তা আপলোড করতে হবে।

শিক্ষা মহলের ধারণা, স্কুলছুটের পিছনে অন্যতম কারণ হচ্ছে স্কুল পড়ুয়াদের পরিযায়ী শ্রমিক হয়ে যাওয়া। রোজগারের আশায় অল্প বয়সেই এরা পড়াশোনা ছেড়ে ভিনরাজ্যে পাড়ি দিচ্ছে। আবার মেয়েদের ক্ষেত্রে এখনও বাল্যবিবাহের প্রবণতা রয়েছে। কম বয়সে বিয়ে দিয়ে দেওয়ায় অনেকে স্কুলছুট হয়ে যাচ্ছে।

হরিশ্চন্দ্রপুর উচ্চবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মফিজউদ্দিন আহমেদ বলেন, 'এই সংখ্যাটা খুবই উদ্বেগজনক। তবে শুধু অষ্টম থেকে নবমের জন্যই নয়, আমরা দেখতে পাচ্ছি যে মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক রেজিস্ট্রেশনের সময়ও প্রচুর ছাত্রছাত্রী অনুপস্থিত থেকে যাচ্ছে। আমরা বাড়ি গিয়ে যখন খোঁজ নিচ্ছি তখন জানতে পারছি, হয় তারা বাবা-মার সঙ্গে ভিনরাজ্যে চলে গিয়েছে বা নিজেরাই পরিযায়ী শ্রমিকে পরিণত হয়েছে। পরিস্থিতি পরিবর্তন করতে গেলে সরকারকে এই বিষয়টা গুরুত্ব সহকারে ভাবতে হবে।'

জেলা চাইল্ড প্রোটেকশন ইউনিট আধিকারিক শিবেন্দুশেখর জানা বলেন, 'শিশুশ্রম এবং বাল্যবিবাহ আটকাতে চাইল্ড প্রোটেকশন ইউনিট বদ্ধপরিকর। আমরা খবর পেলেই এই বিষয়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা নিচ্ছি। তবে স্কুলছুটের বিষয়টি নিয়ে আমরা শিক্ষা দপ্তরের সঙ্গে আলোচনা করব।'

পারিষদরাই

প্রথম পাতার পর

পুরনিগমের এক মহিলা মেয়র পারিষদের কথায়, এভাবে কমিটিতে না রাখলেই পারত। কিন্তু একজন মেয়র পারিষদকে স্থায়ী আমন্ত্রিত করে কমিটিতে রাখা হয়েছে। একজন বরো চেয়ারম্যানকে জেলার সাধারণ সম্পাদকের পদ দেওয়া হয়েছে। আবার আমন্ত্রিতের তালিকায় সব মেয়র পারিষদ এবং বরো চেয়ারম্যানের কথাও বলা রয়েছে। এটা না করলেই হয়তো ভালো হত। অন্যদিকে প্রবীণ এক মেয়র পারিষদের বক্তব্য, জেলা কমিটিতে এমন এমন নাম দেখছি, যাঁদের আমরা কোনওদিন পার্টির মিটিং, মিছিলে হাঁটতে দেখিনি। আমরা একসঙ্গে পার্টি এবং জনপ্রতিনিধি হিসাবে পুরনিগমের দায়িত্ব সামলাচ্ছি। অথচ আমাদের নাম জেলা নেতৃত্বের মনে এল না। এই ঘটনায় হতাশা আসা স্বাভাবিক। জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক পদে সুযোগ পাওয়া বরো চেয়ারম্যান মিলি সিনহার বক্তব্য, 'জেলা কমিটিতে আমি নতুন নই। আগেও অনেক পদে দায়িত্ব সামলেছি। প্রথম দিন থেকে দল করে আসছি। যিনি কাজ করবেন তাঁকেই দায়িত্ব দেওয়া উচিত।'

জেলা কমিটি নিয়ে দলের কাউন্সিলারদের মধ্যেও ক্ষোভ তৈরি হয়েছে। সংযোজিত এলাকার এক কাউন্সিলার ক্ষোভের সঙ্গে বলেছেন, এটা তো ভোটকেন্দ্রিক কমিটি। মেয়াদ খুব বেশি হলে মে-জুন মাস পর্যন্ত। তাই নেতৃত্বে থেকে যে যাঁর মর্জিমাফিক নাম ঢুকিয়ে দিয়েছেন। সেটা করতে গিয়ে প্রকৃত নেতা-নেত্রীদের অনেকের নাম বাদ গিয়েছে। স্থায়ী আমন্ত্রিত হিসাবে কমিটিতে ঠাঁই পাওয়া মেয়র পারিষদ দুলাল দত্ত বলেছেন, 'দল যেভাবে আমাকে ব্যবহার করতে চায়, সেভাবেই আমি কাজে লাগতে ইচ্ছুক। কে কী দায়িত্ব পেলেন সেটা না দেখে এখন সবার নির্বাচনের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়া উচিত।'

মোল্লাতন্ত্র, সাধুতন্ত্রের নাগপাশে মানবতা

প্রথম পাতার পর

রোজ গণপিটুনিতে মরতে হচ্ছে। শুধু খুন করেও যেন শান্তি নেই। কারও কারও দেহ পুড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে! বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করে দিয়ে বাড়িতে আগুন দিলে যেন গায়ের জ্বালা মেটে। তাতেই নাকি হিন্দুদের বিনাশ ঘটবে!

রবীন্দ্রনাথের মতো 'পুরাতন বৎসরের জীর্ণক্লান্তি রাত্রি/ ওই কেটে গেল; ওরে যাত্রী...' বলার জো নেই। ২০২৫ জুড়ে যে নৈরাজ্যের আবহ চলছিল, তা তো কাটল না বাংলাদেশে। বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের নামে যে 'জুলাই অভ্যুত্থান', তার পরিণতি ঘটল ধর্মীয় বিদ্বেষে। গণতন্ত্র নয়, ধর্মীয় শাসনের দিকে যাত্রা শুরু হয়েছে। জুলাই অভ্যুত্থানের পর বাংলাদেশে পরিচিত শব্দ হয়ে গিয়েছিল 'অন্তর্ভুক্তিমূলক শাসন।' সবাইকে আঁকড়ে চলবে দেশ।

বাস্তবে অন্তর্ভুক্তি নয়, ভাগ করো আর লুটে খাও-এর শাসনের পথে দেশটা। ফ্যাসিবাদী আখ্যা দিয়ে যাঁরা শেখ হাসিনাকে শুধু উচ্ছেদ নয়, দেশছাড়া করলেন, তাঁরা জামায়াতে ইসলামির সঙ্গে নির্বাচনি জোট করেছেন। ক্ষমতার ক্ষীরের লোভ থাকলে যেন ফ্যাসিবাদকে উৎখাত করে গণতন্ত্র নয়, মোল্লাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হলে হোক! মোল্লার দৌড় আর মসজিদ পর্যন্ত নেই। মোল্লাতন্ত্র এখন মসনদ দখলে মরিয়া।

বাবরি মসজিদ প্রতিষ্ঠার নামে এপার বাংলায় হুমায়ুন কবীরের নতুন দল গঠনের মধ্যেও সেই মোল্লাতন্ত্র! যে মোল্লাতন্ত্র ক্ষমতার ভাগ পেতে চায়। হুমায়ুন তাই বলে বেড়াচ্ছেন, তৃণমূল বা বিজেপি- কোনও দলই তাঁকে ছাড়া বাংলায় সরকার গড়তে পারবে না। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতারা ওপারে 'অন্তর্ভুক্তিমূলক শাসনে'র বুলি কপচাতেন।

এপারে শুধু বাংলায় নয়, গোটা ভারতে মুখে 'ঐক্য' মারিতং ভাষ্য চলে। এদেশের ক্ষমতার অধীশ্বরদের অভিভাবক বলুন আর লাগাম বলুন- তিনি মোহন ভাগবত। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের (আরএসএস) এই সরসংঘচালকের মুখে বছরের প্রথম দিন ছিল ঐক্যের বাণী। ভারত নাকি সকলের জন্য! ত্রিপুরার তরুণ অ্যাঞ্জেল চাকমাকে দেরাদুনে পিটিয়ে মেরে ফেলার সময় অবশ্য সেকথা কেউ মনে রাখেনি। বছরের প্রথম দিনই পিঠে মোবাইল বসিয়ে এক পুলিশকর্তা টের পেয়ে গেলেন গাজিয়াবাদে ঝুপড়িবাসী বিহারের এক প্রৌঢ় নাকি বাংলাদেশি!

ঘুসপেটিয়া আর মুসলিম শব্দ দুটোকে একসারিতে বসিয়ে জাতীয় ঐক্যের দফারফা তো কবেই হয়েছে! বীরভূমের সোনালি বিবির সৌভাগ্য যে, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে আপাতত তাঁর অনুপ্রবেশকারীর কলঙ্ক ঘুচেছে। কিন্তু আরও বেশ কয়েকজন ভারতীয় নাগরিকের কপালে তা নেই। তাঁরা উলটে বাংলাদেশে অনুপ্রবেশের অভিযোগে সেদেশের জেলে পচে মরছেন। খবরের কাগজে প্রায় রোজ ওডিশা, মহারাষ্ট্র, তামিলনাড়ু, এমনকি বামশাসিত কেরলে বাঙালি নিগ্রহ কি আদৌ জাতীয় ঐক্যের নিদর্শন!

এ গণতন্ত্রে প্রশ্ন করা বারণ। সাহস করে কেউ জিজ্ঞাসা করলে শুনতে হতে পারে, 'আমার ঘণ্টা হবে।' যেমন বলেছেন মধ্যপ্রদেশের মন্ত্রী কৈলাস বিজয়বর্গীয়। বিষাক্ত জল খেয়ে ইন্দোরে শিশুরা মরছে কেন- প্রশ্ন করায় তাঁর মুখ ঝামটা খেতে হয়েছে এক সাংবাদিককে- এসব ফালতু কথা বলবেন না। 'আমার ঘণ্টা হবে' ভাষ্য এখন সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল। সেই বিজয়বর্গীয় যিনি বাংলায় ক্ষমতা দখলের স্বপ্নে স্লোগান তুলেছিলেন, ভাগ মমতা ভাগ। বাংলা বিজয়বর্গীয়কেই তখন ভাগিয়ে দিয়েছিল।

মোল্লাতন্ত্রের বিপরীতে সাধুতন্ত্রের তৎপরতা আছে এদেশে। সংবিধানে যাই লেখা থাক, সাধুতন্ত্র নির্দ্বিধায় বলে দেয়, ভারত তো হিন্দু রাষ্ট্রই। বাংলাদেশের মোল্লাতন্ত্রে হিন্দুদের পুড়ে মরা যেখানে ভবিতব্য, সেখানে সাধুতন্ত্রে সমান ও বিপরীত প্রতিক্রিয়াই তো স্বাভাবিক! পশ্চিমবঙ্গে অবশ্য আরেক সাধুতন্ত্রের জন্ম হয়েছে। ভারসাম্যের সাধুতন্ত্র। ধর্মে আছি, জিরাফেও আছি।

ভারসাম্যের সাধুতন্ত্রে আদাব, সালাম, দুধেল গাই ইত্যাদি থাকে, পাশাপাশি থাকবে দিঘার জগন্নাথধাম, কলকাতার দুর্গা অঙ্গন, শিলিগুড়ির মহাকাল মন্দির। সরকারি টাকায় সাধুতন্ত্র। তার জন্য লাগে টাকা দেবে জনগণের করের গৌরী সেন! ভোট এলে কত টাকা যে কত ভাবে উপচে পড়ে। পড়তে শুরু করেছেও। ভোটমুখী বাংলা ও অসমে দেশের প্রথম বন্দে ভারত স্লিপার ট্রেন চালু করার খবর তার বড় নজির।

ক'দিন সবুর করুন, লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের প্রাপ্তি হয়তো বেড়ে যাবে! কিংবা যদি ফেব্রুয়ারি-মার্চে পেট্রোল-ডিজেলের দাম কমে যায়! এসব তো ভোটের ছক মাখানো সিদ্ধান্তই। কাজের অভাবে একদল তরুণের পরিযায়ী শ্রমিক হয়ে ভিনরাজ্যে নিত্য হেনস্তার মুখে পড়া, কর্মসংস্থান, শিক্ষকদের একাংশের পুনর্নিয়োগ, শিক্ষাকর্মীদের চাকরি বাতিল ইত্যাদি সমস্যাকে আড়ালে ঠেলে দেওয়া মোল্লাতন্ত্র-সাধুতন্ত্রের ছক।

ভোট এলে টিভির খবরে দিনরাত শুধু হো হো আওয়াজ হয়। মারো, কাটো, ভাগো...। বাংলায় তো বটেই। মারামারি, লাঠালাঠি, ছুরি-গুলি, রক্ত- দেখতে দেখতে মানবিক সত্তাই যেন নষ্ট হয়ে যায়। পরিকল্পনা করে নষ্ট করে মোল্লাতন্ত্র, সাধুতন্ত্র। ফের ভোট আসছে। সেই শোরগোল শুরু হল বলে! শুভ নববর্ষ বলি কী করে বলুন!

পিকনিকে চুলোচুলি দুই তরুণীর, গ্রেপ্তার ৪

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ২ জানুয়ারি : নতুন বছরের প্রথম রাতে আক্ষরিক অর্থেই চুলোচুলি বাধল দুই তরুণীর মধ্যে। বৃহস্পতিবার রাত প্রায় ১১টা নাগাদ সমরনগর এলাকায় এই ঘটনা ঘটে। মদের টাকা কে দেবে এই নিয়ে দুই তরুণীর মধ্যে চুলোচুলি বাধে বলে জানিয়েছেন স্থানীয়রা। প্রায় ঘণ্টাখানেক ধরে মারামারি চলে। প্রথমে ঝামেলা আটকানোর চেষ্টা করলেও, পরবর্তীতে এই ঝামেলায় জড়িয়ে পড়েন দুই তরুণও। মদের নেশায় চুর ওই চারজনের ঝামেলা নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায় বলে স্থানীয়দের অভিযোগ। অভিযুক্তদের পুলিশ গ্রেপ্তার করার পর পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। এই প্রসঙ্গে প্রধাননগর থানার আইসি বাসুদেব সরকার বলেন, 'বচসার খবর পেয়ে আমরা ঘটনাস্থলে পৌঁছাই। চারজনই মদ্যপ অবস্থায় ছিল। তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে।' শুক্রবার ধৃতদের শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে পেশ করা হলে বিচারক তাঁদের জামিনের আবেদন মঞ্জুর করেন।

অভিযুক্তরা কেউই স্থানীয় নন বলে পুলিশ জানিয়েছে। তাঁদের কাছে কোনও গাড়ি কিংবা বাইকও ছিল না। মদ্যপ অবস্থায় অত রাতে তাঁরা কীভাবে ওই এলাকায় পৌঁছান তা নিয়ে এখনও ধোঁয়াশা রয়েছে। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, ওই চারজন হয়তো কাছাকাছি কোথাও পিকনিক করতে গিয়েছিলেন। সেখান থেকে ফেরার সময় তাঁদের মধ্যে মদের টাকার ভাগ নিয়ে বচসা বাধে বলে মনে করছে পুলিশ।

এলাকায় এই ধরনের ঘটনা ঘটায় তিতিবিরক্ত স্থানীয়রা। স্থানীয় বাসিন্দা প্রীতি দাসের কথায়, 'চারজনই মদ্যপ অবস্থায় ছিল। মদের নেশায় চুর হয়ে রাস্তায় দাঁড়িয়ে তারা ঝামেলা করছিল। এইভাবে রাস্তায় দাঁড়িয়ে মাতলামো করা কোনও অবস্থাতেই শোভনীয় নয়। এসব ঘটনা সামাজিক অধঃপতনের নিদর্শন।' আরেক বাসিন্দা অজয় দাস বলেন, 'সন্ধের পর থেকেই এলাকার রাস্তাঘাট ফাঁকা হয়ে গিয়েছিল। রাত একটু বাড়ার পর, ওই এগারোটা নাগাদ রাস্তায় দুজন মেয়ের গলা পাই। বেরিয়ে দেখি দুজন তরুণী নিজেদের মধ্যে মারামারি করছে। প্রথমে ঝামেলা আটকানোর চেষ্টা করলেও পরে দুই তরুণও ঝামেলায় জড়িয়ে পড়ে।'

- অভিযুক্তরা কেউই স্থানীয় নন বলে পুলিশ জানিয়েছে
- তাঁদের কাছে কোনও গাড়ি কিংবা বাইকও ছিল না। মদ্যপ অবস্থায় অত রাতে তাঁরা কীভাবে ওই এলাকায় পৌঁছান তা নিয়ে এখনও ধোঁয়াশা রয়েছে
- পুলিশের অনুমান, কাছাকাছি কোনও জায়গা থেকে ফেরার পথে এই বচসা বাধে

বছরের প্রথম রাতে আরও বেশ কিছু গণ্ডগোল হয়। বৃহস্পতিবার রাতে বর্ধমান রোডে কয়েকজন কিশোর হাতাহাতিতে জড়িয়ে পড়ে। খালপাড়া ফাঁড়ির পুলিশের হস্তক্ষেপে পরিস্থিত আয়ত্তে আসে। বছরের প্রথম রাতে পিকনিককে কেন্দ্র করে কিছু তরুণের হাতাহাতির একটি ভিডিও (ভিডিওর সত্যতা যাচাই করেনি উত্তরবঙ্গ সংবাদ) সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়। সবিমিলিয়ে বছরের পয়লা রাত একদম নিরুপদ্রবে কাটল না শহর শিলিগুড়ির।

ভাইরাল জ্বর বাড়ছে কাবু শিশুরা

অভিভাবকদের চিন্তায় ফেলেছে জ্বরের তীব্রতা। ভাইরাল ফিভারে আক্রান্ত শিশুদের শরীরের তাপমাত্রা আচমকাই ১০২ থেকে ১০৩ ডিগ্রি পর্যন্ত পৌঁছে যাচ্ছে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে, সাধারণ প্যারাসিটামল বা জ্বরের ওষুধ দেওয়ার পরেও দীর্ঘক্ষণ শরীরের তাপমাত্রা নামছে না।

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ২ জানুয়ারি : দুই দিনের হাড়কাঁপানো ঠান্ডার দাপট কিছুটা কমলেও আবহাওয়ার খামখেয়ালিপনায় শিলিগুড়িতে বাড়ছে শিশুদের অসুস্থতা। গত কয়েকদিন ধরেই শহরের ঘরে ঘরে ভাইরাল ফিভারে আক্রান্ত হচ্ছে শিশুরা। বিশেষ করে পাঁচ বছর এবং তার নীচের বয়সের শিশুরা ভাইরাল ফিভারে আক্রান্ত হচ্ছে বলে জেলা স্বাস্থ্য দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে।

বহির্বিভাগে ভিড়

হাসপাতাল, নার্সিংহোমগুলিতে সেভাবে শিশু ভর্তি না হলেও সরকারি এবং বেসরকারি হাসপাতালের বহির্বিভাগ এবং বিভিন্ন চিকিৎসকের চেম্বারে জ্বর, পেটের সমস্যা, বমি এবং সর্দির উপসর্গ নিয়ে আসা শিশুদের ভিড় রয়েছে।

- জ্বর হলে ডাক্তারি পরামর্শ ছাড়া দোকান থেকে অ্যান্টিবায়োটিক বা অন্য ওষুধ খাওয়ানো যাবে না।
- জ্বরের তাপমাত্রা ১০২ ডিগ্রির বেশি হলে বাচ্চার সারা শরীর তোয়ালে ভিজিয়ে বারবার মুছিয়ে দিতে হবে। প্রয়োজনে জলপট্টি দিতে হবে।
- বারবার বমি হলে কিংবা জ্বর এলে শরীরে জলের ঘাটতি হতে পারে। বাচ্চাকে বারবার ফোটানো জল, ওআরএস খাওয়াতে হবে।
- শিশুকে এই মুহূর্তে ভিড় এলাকা থেকে দূরেই রাখতে হবে।

হাসপাতালে চাপ

শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালের সুপার ডাঃ চন্দন ঘোষের বক্তব্য, 'আমি ওয়ার্ড ভিজিটে গিয়েছিলাম। এখনও শিশুরা সেভাবে ভর্তি হচ্ছে না। তবে বহির্বিভাগে একটু চাপ আছে। সেখানে আমরা অভিভাবকদের বোঝাচ্ছি, কাউন্সেলিং করছি যে বাচ্চাদের ভর্তির প্রয়োজন নেই। বাড়িতে রেখে যত্ন নিলেই সেরে উঠবে।'

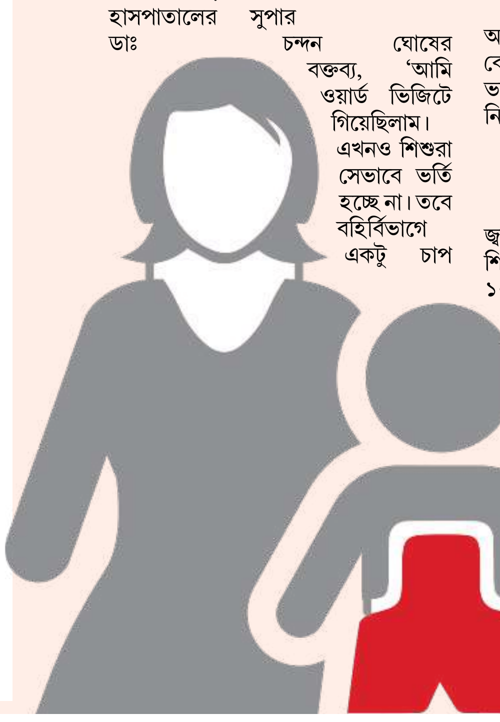

জ্বরের তীব্রতা

অভিভাবকদের চিন্তায় ফেলেছে জ্বরের তীব্রতা। ভাইরাল ফিভারে আক্রান্ত শিশুদের শরীরের তাপমাত্রা আচমকাই ১০২ থেকে ১০৩ ডিগ্রি পর্যন্ত পৌঁছে যাচ্ছে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে, সাধারণ প্যারাসিটামল বা জ্বরের ওষুধ দেওয়ার পরেও দীর্ঘক্ষণ শরীরের তাপমাত্রা নামছে না। তাই চিকিৎসকরা মেফেনামিক অ্যাসিডযুক্ত প্যারাসিটামল ওষুধ জ্বরের জন্য প্রেসক্রাইব করছেন।

অল্প সময়ে

চিকিৎসকরা জানাচ্ছেন, কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই এই রোগে শিশুরা আক্রান্ত হতে পারে। সকালে ভালো থাকলে রাতেই জ্বর আসতে পারে। জ্বরের সঙ্গে দোসর হিসেবে সর্দি, কাশি থাকছে শিশুদের। কিছু শিশুর ক্ষেত্রে বমি ও পেটব্যথার মতো উপসর্গও লক্ষ করা যাচ্ছে। বিশেষ করে পাঁচ বছরের কমবয়সি শিশুদের মধ্যেই এই সংক্রমণের হার সবচেয়ে বেশি।

আতঙ্ক নয়

শিলিগুড়ির শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ এসকে তিওয়ারির বক্তব্য, 'মূলত আবহাওয়ার পরিবর্তনের জেরে ইনফ্লুয়েঞ্জা গোত্রের ভাইরাল সংক্রমণ হচ্ছে শিশুদের। তবে আতঙ্কিত না হয়ে অভিভাবকদের বাড়তি সতর্ক থাকতে হবে। নিজেরা মুখে বলে ওষুধ না নিয়ে অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে।'

তিন-চারদিন

শিলিগুড়ির অন্য এক শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ বীরেশ কুমারের বক্তব্য, 'চেম্বারে জ্বর, বমি, সর্দি উপসর্গ নিয়ে শিশুদের নিয়ে আসছেন অভিভাবকরা। তিন থেকে চারদিন স্থায়ী থাকছে এই জ্বরটি। এই সময় বাচ্চাদের যত্ন নিতে হবে, তবেই দ্রুত সুস্থ হয়ে যাবে।'

৩ মাস টার্গেট পুরনিগমের

ওভারহেড তার সরানোর নির্দেশ

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ২ জানুয়ারি : ভূগর্ভস্থ কেবল পাতার কাজ শুরু হলেও শিলিগুড়িতে তারের জট কিছুতেই কাটছে না। জট কাটাতে শিলিগুড়ি পুরনিগম গত দুই বছর ধরে ধাপে ধাপে বিভিন্ন ইন্টারনেট প্রদানকারী সংস্থা, কেবল টিভি পরিষেবা প্রদানকারী সংস্থা, বিএসএনএলের সঙ্গে একাধিকবার বৈঠক করে। প্রত্যেক বৈঠকেই সংস্থাগুলিকে মনে করিয়ে দেওয়া হচ্ছে যে, ওভারহেড তার খুলে মাটির তলা দিয়ে নিতে হবে। কিন্তু বিদ্যুৎ বণ্টন সংস্থা একাধিক জায়গায় কাজ শেষ করে ফেললেও অন্য সংস্থাগুলির এখনও টনক নড়েনি। তাই তাদের ঘুম থেকে জাগাতে শুক্রবার ফের একবার শিলিগুড়ি পুরনিগমে বৈঠক হয়। আগামী তিন মাসের মধ্যে সমস্ত তার সরিয়ে নিতে হবে বলে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই বৈঠকের যা নির্যাস তাতে এই বিষয়টি স্পষ্ট যে, শহরে পুরোপুরি ওভারহেড তারের জট এখনই কাটছে না। কারণ বিভিন্ন কেবল টিভি পরিষেবা প্রদানকারী সংস্থা জানিয়ে দিয়েছে, তাদের পক্ষে মাটির নীচ দিয়ে তার নিয়ে যাওয়ার খরচ বহন সম্ভব না। অন্যদিকে, ইন্টারনেট প্রদানকারী সংস্থা কিংবা বড় কেবল টিভি পরিষেবা প্রদানকারী সংস্থা যদি মাটির তল দিয়ে তার নিয়ে যেতে চায় তবে ফের একবার রাস্তা খুঁড়তে হবে। একবার খুঁড়ে কাজ করে রাস্তা মেরামত করে ফের খোঁড়া হলে মেরামত কে করবে তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেবের বক্তব্য, 'কোনও ওভারহেড তার রাখা যাবে না। সেটা সবাইকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। বিএসএনএল-কেও তাদের অকেজো সামগ্রী সরিয়ে নিতে বলা হয়েছে। কিছুদিন পর থেকেই এই খুঁটিগুলি আমরা তুলে নেব। বিদ্যুতের নতুন খুঁটি বসবে।' শিলিগুড়ি পুরনিগমের বিরোধী দলনেতা অমিত জৈনের বক্তব্য, 'কোনও সমন্বয় নেই। তাই তো এখন এই পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। আগে থেকে কেন এই সংস্থাগুলিকে তার সরাতে বাধ্য করা হল না? এখন তারা রাজি হলেও তো আবার খোঁড়াখুঁড়ি করা হবে।'

শিলিগুড়ি শহরের হিলকার্ট রোড, বাগরাকোট, বিধান রোড, হাকিমপাড়া, কলেজপাড়া, সুভাষপল্লি এলাকাজুড়ে আন্ডারগ্রাউন্ড কেবল পাতার কাজ শুরু হয়েছে। মাটির তলা দিয়ে সমস্ত বৈদ্যুতিক লাইনের তার নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। এর ফলে এই এলাকাগুলিতে সমস্ত তার মাটির তলা দিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যে

- ওভারহেড তার খুলে মাটির তলা দিয়ে নিতে হবে বলে সমস্ত সংস্থাকে নির্দেশ পুরনিগমের
- আগামী তিন মাসের মধ্যে সমস্ত তার সরিয়ে নিতে হবে বলে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে
- তবে সমস্ত সংস্থা এ কাজ করতে চাইলে কে রাস্তা খোঁড়া ও বোজানোর খরচ বহন করবে তা নিয়ে প্রশ্ন

কিছু কিছু এলাকায় এলটি (লো-টেনশন) লাইনের সংযোগও দিয়ে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু কেবল টিভি পরিষেবা প্রদানকারী সংস্থা, একাধিক বহুজাতিক সংস্থা যারা ইন্টারনেট প্রদানকারী সংস্থা রয়েছে যাদের এখনও ওভারহেড তার রয়েছে। তাদের সঙ্গে শুক্রবার বৈঠক করে পুরনিগমের তরফে তাদের রূপরেখার বিষয়ে জানানো হয়। আগামী তিন মাসের মধ্যে সমস্ত তার সরিয়ে নিতে হবে বলে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। এখন চাপের মুখে পড়ে কেবল টিভি পরিষেবা প্রদানকারীরা তার নামিয়ে নিলেও ফের রাস্তা খুঁড়তে হবে। গোটা শহরে ফের একই সমস্যা দাঁড়াবে। এই সমস্যা সমাধানে পুরনিগম কী পদক্ষেপ করে এখন সেদিকেই সবার নজর।

স্কুলে বাড়তি ফি নেওয়ায় বিক্ষোভ

প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস

শিলিগুড়ি, ২ জানুয়ারি : সরকারি নির্দেশিকা অনুযায়ী স্কুলে ভর্তির ফি ২৪০ টাকা। কিন্তু পড়ুয়াদের আনতে বলা হয়েছে ৫০০ টাকা। কেন অতিরিক্ত ২৬০ টাকা নেওয়া হবে? এই প্রশ্ন তুলে শুক্রবার হাকিমপাড়া বালিকা বিদ্যালয়ের সামনে বিক্ষোভে ফেটে পড়লেন অভিভাবকরা। বিক্ষোভে শামিল হতে দেখা গিয়েছে অল ইন্ডিয়া ডেমোক্র্যাটিক স্টুডেন্টস অর্গানাইজেশন (এআইডিএসও)-এর সদস্যদের। পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠলে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় শিলিগুড়ি থানার পুলিশ, ওয়ার্ড কাউন্সিলার মিলি শীল সিনহা। তবে ভর্তির ফি বাবদ ২৪০ টাকা নেওয়া হবে বলে স্কুলের তরফে জানানো হয়। স্কুল কর্তৃপক্ষের বক্তব্য, কোথাও কিছু বুঝতে ভুল হয়েছে।

স্কুলের সামনে বিক্ষোভরত অভিভাবক শিখা রায় বলেন, 'পঞ্চম থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত সমস্ত পড়ুয়াদের ভর্তি হওয়ার জন্য ৫০০ টাকা করে আনতে বলা হয়েছে। আমার মেয়ে সপ্তম শ্রেণিতে পড়ে। আজ নতুন শ্রেণিতে ভর্তি হওয়ার কথাও ছিল। এখানে এসে জানতে পারি, সরকারি নির্দেশ অনুযায়ী ২৪০ টাকা নেওয়ার নিয়ম রয়েছে। তাহলে কোন খরচ বাবদ ২৬০ টাকা অতিরিক্ত দেওয়ার কথা বলা হয়েছে? এসব জিজ্ঞেস করতেই এখন স্কুল জানাচ্ছে, আজ ভর্তি নেওয়া হবে না। এক সপ্তাহ পর স্কুলে ভর্তি প্রক্রিয়া চালু হবে।' একই অভিযোগ আরও অনেক অভিভাবকেরই। সাথী রায় বলেন, 'সরকারিভাবে ২৪০ টাকা ভর্তির ফি হওয়ার পরেও স্কুল কেন ৫০০ টাকা চাইবে? এখন স্কুল কর্তৃপক্ষ বলছে ৫০০ টাকা চাওয়া হয়নি। তাহলে সমস্ত পড়ুয়া ভুল শুনল?' যদিও স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা শুভ্রা চক্রবর্তী বলেন, 'কখনোই ৫০০ টাকা চাওয়া হয়নি। কিছু একটা ভুল বোঝাবুঝি হয়েছে। শুক্রবার স্কুলে পড়ুয়াদের ভর্তি হওয়ার কোনও কথাই ছিল না। স্টুডেন্টস উইক চালু হয়েছে এদিন থেকে, নানা কর্মসূচি চলছে স্কুলে। পরবর্তীতে তারিখ জানিয়ে ভর্তি প্রক্রিয়া চালু হবে। সরকারি নির্দেশমতো ২৪০ টাকা নেওয়া হবে পড়ুয়াদের ভর্তির জন্য।'

হাকিমপাড়া বালিকা বিদ্যালয়

এসডিও অফিস ঘেরাওয়ের ডাক

শিলিগুড়ি, ২ জানুয়ারি : বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীমুক্ত উত্তরবঙ্গ গঠনের লক্ষ্যে চলতি মাসের শেষ সপ্তাহে মহকুমা শাসকের অফিস ঘেরাও কর্মসূচি করতে চলেছে বঙ্গীয় হিন্দু মহামঞ্চ। শুক্রবার শিলিগুড়ি জার্নালিস্টস ক্লাবে সাংবাদিক বৈঠক করে এই কর্মসূচির কথা জানান বিশ্ববিদ্যাধাম ট্রাস্টের সভাপতি ও ধর্মরক্ষা সংঘের প্রদেশ অধ্যক্ষ হিরণ্ময় গোস্বামী মহারাজ। ছিলেন বঙ্গীয় হিন্দু মহামঞ্চের সভাপতি বিক্রমাদিত্য মণ্ডল সহ অন্যরা। হিরণ্ময় বলেন, 'অবাধে অবৈধভাবে মৌলবাদীদের অনুপ্রবেশ হচ্ছে উত্তরবঙ্গ তথা পশ্চিমবঙ্গজুড়ে। এসআইআর-এর পরেও কিছু মানুষের মদতে এখনও বহু অনুপ্রবেশকারী এখানেই রয়ে গিয়েছে। বাংলাদেশি মৌলবাদীমুক্ত উত্তরবঙ্গ গঠন করতে জানুয়ারি মাসের শেষ সপ্তাহে বঙ্গ জাগরণ পদযাত্রা করে মহকুমা শাসকের অফিস ঘেরাও করা হবে।'

ব্যাট দিয়ে মার

শিলিগুড়ি, ২ জানুয়ারি : কাজে যাওয়ার জন্য বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলেন শিবু সাহানি। বাইকে ওঠার পরই পেছন থেকে কেউ তাঁকে ব্যাট দিয়ে আঘাত করে। ঘটনায় শুক্রবার শান্তিপাড়ায় চাঞ্চল্য ছড়ায়। ওই ব্যক্তির মাথায় সেলাই পড়েছে। রাতের সেই ঝামেলা এদিন সকাল পর্যন্ত গড়ায়। ঘটনায় প্রতিবেশী পরিবারের বিরুদ্ধে এনজেপি থানায় অভিযোগ দায়ের করেন শিবু। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে এনজেপি থানার পুলিশ।

দুর্ঘটনায় ট্রাক

শিলিগুড়ি, ২ জানুয়ারি : ব্যাক গিয়ার দেওয়ার সময় নালায় পড়ে গেল বড় পণ্যবাহী ট্রাক। ট্রাকটি রাজস্থান থেকে এনজেপির দিকে যাচ্ছিল। যদিও ফুলবাড়িতে একটি ভুল রাস্তায় ঢুকে পড়ে সেটি। এরপর ব্যাক গিয়ার দিতে গিয়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উলটে যায় ট্রাকটি। পরে পুলিশ এসে সেটি বাজেয়াপ্ত করে।

নাট্যমেলায় অশোক-গৌতম একসুর

তমালিকা দে

শিলিগুড়ি, ২ জানুয়ারি : শুক্রবার দীনবন্ধু মঞ্চে শিলিগুড়ি নাট্যমেলার উদ্বোধন হয়। ২৩তম এই নাট্যমেলার উদ্বোধন করেন নাট্যকার, নির্দেশক ও অভিনেতা সুমন মুখোপাধ্যায়। এদিন উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সুমন মুখোপাধ্যায় ও তাঁর নাট্যদল নাটকের গান পরিবেশন করেন। এছাড়াও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিসর্জন অবলম্বনে 'দেবীপক্ষ' নাটকটি মঞ্চস্থ হয়। এই প্রযোজনার সম্পাদনা ও নির্দেশনা করেছেন অমিতাভ কাঞ্জিলাল। নাট্যমেলা চলবে ৭ জানুয়ারি পর্যন্ত।

নাট্য পরিচালক সুমন মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে বর্তমান ও প্রাক্তন মেয়র।

রাজনীতির ময়দানে দুজনের ভিন্নমত থাকলেও দুজনই নাটক অনুরাগী। তাই শহরের নাট্যচর্চার যাতে আরও শ্রীবৃদ্ধি হয় সেই আশাই রাখছেন প্রাক্তন মেয়র অশোক ভট্টাচার্য এবং বর্তমান মেয়র গৌতম দেব। এদিন নাট্যমেলার উদ্বোধনে প্রধান অতিথি গৌতম বলেন, '২৩ বছর ধরে এই নাট্যমেলা বজায় রাখা, এটা নিঃসন্দেহে একটা বড় সাফল্য।' শিলিগুড়ি শহরে নাটকের দর্শক যে ধীরে ধীরে বাড়ছে তা দেখে তিনি খুশি। শনিবার থেকে নাট্যমেলায় সব নাটকেরই পরিচালনায় রয়েছেন সুমন মুখোপাধ্যায়। শহরের নাট্যচর্চা নিয়ে এদিন নাট্যমেলার প্রধান উপদেষ্টা অশোক ভট্টাচার্য আশা প্রকাশ করেন, দর্শকেরা এই মেলায় এসে প্রতিটি নাটক দেখে আনন্দ পাবেন।' দর্শকদের সংখ্যা অনেকটাই বেড়েছে বলে জানান নাট্যমেলার যুগ্ম সম্পাদক পল্লব বসু। এদিনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন চিকিৎসক শেখর চক্রবর্তী। এদিন 'নাট্যসাম্পান' নামে একটি স্মারক পত্রিকাও উদ্বোধন করা হয়।

কমিকস কমিকস

দেশ থেকে দেশান্তরে

বাঁটুল দি গ্রেট, হাঁদা ভোঁদা, নন্টে ফন্টে থেকে অরণ্যদেব, ম্যানড্রেক, টিনটিন... যারা এই দুনিয়ার সফর করেনি তাদের জীবন আক্ষরিক অর্থেই বৃথা। সময়ের থাবায় এই দুনিয়ার অস্তিত্ব বেশ কিছুটা ফিকে হলেও এর আকর্ষণ আজও বজায় টানটান। এই পৃথিবীকে বাদ দিয়ে শৈশব, কৈশোর অর্থহীন। বড়দের মধ্যে জেগে থাকে চিরকালের ছোটবেলা। মিঠে স্মৃতি সঙ্গী আজীবন।

প্রচ্ছদ কাহিনী অভি, অনুরাধা কুন্ডা ও অনিন্দিতা গুপ্ত রায়

ট্রাভেল ব্লগ ডাঃ বিশ্বজিৎ ব্যানার্জি

ছোটগল্প অজন্তা রায় আচার্য

অণুগল্প অঞ্জনা ভট্টাচার্য্য ও শংকর সাহা

কবিতা উমা মাজী মুখোপাধ্যায়, উত্তম চৌধুরী, সুজাতা ঘোষ, মলয় চক্রবর্তী ও তাপসী লাহা

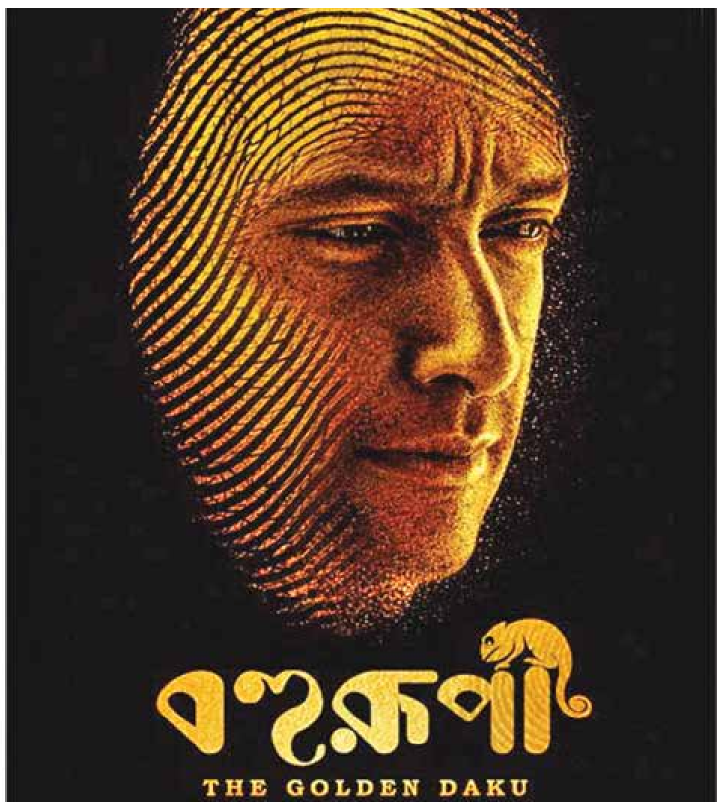

টালিগঞ্জের দুটো পাক্কা হিট

বহুরূপী, দ্য গোল্ডেন ডাকু। অনেকটা রবিনহুড গোছের শুনতে লাগছে না? ডাকু, আবার গোল্ডেন? হ্যাঁ, এটা আপাতত রহস্য। এর সমাধানটা জানেন শুধুমাত্র দুজন। শিবপ্রসাদ আর নন্দিতা। উইন্ডোজ সংস্থার ২৫ বছর উপলক্ষ্যে আসছে এই ছবি। 'বহুরূপী'র সিক্যুয়েল? খোলসা করেননি নন্দিতা-শিবপ্রসাদ। গোটা টালিগঞ্জ কিন্তু একে সিক্যুয়েলই ভাবছে।

তবে পরের ছবিটা, মানে 'ফুলপিসি ও এডওয়ার্ড' নামে আরেকটা ছবি, সেটা কিন্তু একেবারে আনকোরা। পোস্টারও সামনে এনেছেন শিবপ্রসাদেরা। তিরিশ বছর পরে আবার অর্জুন চক্রবর্তীর সঙ্গে কাজ করতে চলেছেন তিনি। এই ছবিতে। শেষ কাজ সেই ১৯৯৬ সালে। 'ঘুম নেই' বলে একটা সিরিয়ালে একসঙ্গে কাজ করেছিলেন তাঁরা। অর্জুন ছাড়াও এ ছবিতে থাকবেন কনীনিকা, রাইমা সেন, শ্রীজাত, রজতাভ, জয় সরকার প্রমুখ।

ছবিগুলির মধ্যে একটি আসবে গরমকালে। উইন্ডোজের ২৫ বছরের জন্মদিন উপলক্ষে কোন ছবি আগে আসছে, এখন সেটাই দেখার।

নতুন বছরে নতুন সংসারে তনুশ্রী

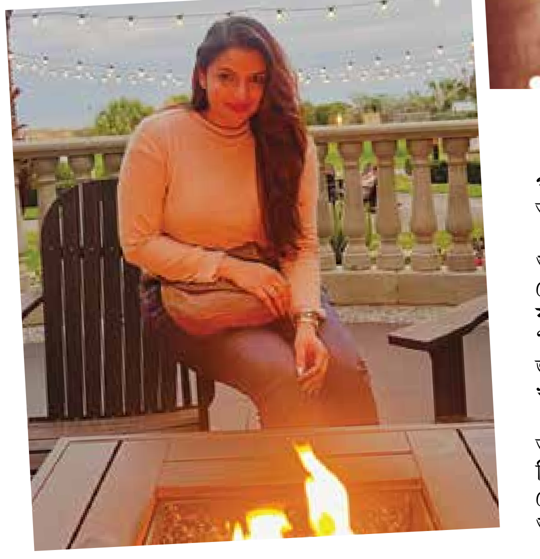

বছরশেষের আগেই সেরে ফেলেছিলেন বিয়েটা। পাত্র সুজিত বসু। আইটি ইঞ্জিনিয়ার। থাকেন আটলান্টায়। পাত্রী অভিনেত্রী তনুশ্রী চক্রবর্তী।

এই বিয়েতে জাঁকজমক ছিল না। কিন্তু বছরের শুরুতে স্বামীর হাতে হাত দিয়ে মুখে চওড়া হাসি নিয়ে যে ছবি পোস্ট করেছেন শ্বশুরবাড়ি থেকে, তাতে বোঝা যায় তিনি আছেন পরমানন্দে। ছবির সঙ্গে লিখেছেন, '২০২৫ আমার কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। আমার ছবি জাতীয় পুরস্কার পয়েছে। সেইসঙ্গে আমার জীবনসঙ্গীকে খুঁজে পেয়েছি এবং বিয়ে করেছি।'

খ্রিস্টমাসও আটলান্টাতেই উদযাপন করেছেন তনুশ্রী। এখন তিনি ঘোরতর সংসারী। সংসারের সব জিনিস নিজে কিনে সাজিয়েছেন। তবে কি সে দেশেই থেকে যাবেন? সে প্রশ্নের উত্তর তিনি দেননি। আপাতত শুধু সংসার উপভোগ করছেন তনুশ্রী।

একনজরে সেরা ৫

নতুন মুখ

নায়ক জিৎ ও পরিচালক প্রতীম ডি গুপ্তা 'বৈরাগী' করছেন। এই প্রেমের ছবিতে নতুন নায়ক-নায়িকা থাকবে, তাদের খোঁজ চলছে। প্রতীমের কথায়, প্রত্যেক প্রজন্মের নিজস্ব একজন নায়ক বা নায়িকা থাকা দরকার। যেমন দেব বা জিৎ। ওঁরা প্রেমের সংজ্ঞা বদলে দিয়েছেন। এখানেও রোমান্সের ভাষা বদলাতে চাইছি। গত বছর প্রতীমের রান্নাবাটি ও কার্মা কোর্মা মুক্তি পেয়েছে।

সাদা-কালো

পরিচালক শুভ্রজিৎ চৌধুরি। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'দুই বোন' অবলম্বনে করেছেন সাদা-কালো ছবি 'মায়ামৃগয়া'। তার পোস্টার প্রকাশ্যে এসেছে বৃহস্পতিবার। পোস্টারে দুই নারী, বাঁশি, বীণা ও একজন পুরুষ। তাঁদের ঘিরে রবীন্দ্রনাথ, নেতাজি। পরিচালকের কথায়, ১৯৩০-এর প্রেক্ষাপটে এই ছবি হবে। অভিনেতাদের কথা জানাবেন আগামী ফেব্রুয়ারিতে। ছবিতে জাতীয় পুরস্কার, পদ্ম সম্মান, গ্র্যামি বিজয়ীরা থাকবেন।

ধুরন্ধর পারবে

ধুরন্ধর কি দেশের প্রথম ১০০০ কোটির ব্যবসা করা ছবি হবে? বিশেষজ্ঞরা বলছেন, সম্ভব। ২৭ দিনে দেশে ৮৬৫ কোটি, বিশ্বে ১১০১ কোটি ব্যবসার মালিক এই ছবির দরকার আর ১৩৫ কোটি। তবে 'ইক্কিস' ছবিতে দর্শক আটকে গেলে মুশকিল। আবার কেন্দ্রীয় সরকার 'বালোচ' জাতীয় শব্দ বাদ দিতে বলেছে। কারণ, সে দেশ এখন ভারতের বন্ধু। এসবে কি ছবির ক্ষতি হবে!

বছরে একটি

আলিয়া ভাট এক সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন, বছরে একটি মাত্র ছবি করবেন। তাঁর কথায়, 'আমি এক সন্তানের মা। যে গতিতে কাজ করছি, তাতে আমি খুশি। এখন বছরে একটাই ছবি করব, তাতেই নিজের পুরোটা দেব। দু বছরের মেয়ে রাহা ও স্বামী রণবীর কাপুরকে নিয়ে আলিয়া সংসার সামলানোর পাশে আলফাও করছেন।

ছাব্বিশের টনিক

নতুন বছরে দেব জানিয়েছেন, আসছে টনিক ২। পরাণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও দেব জুটির প্রথম 'টনিক' দর্শকদের ভালো লেগেছিল। কাকা-ভাইপোর জুটি ফিরছে ৫ বছর পর। পরিচালক অভিজিৎ সেন। এর আগে দেব তাঁর ৫০তম ছবি 'বাইক অ্যাম্বুলেন্স দাদা'র কথাও ঘোষণা করেন। মুক্তি পাবে চলতি বছরে ১৪ অগাস্ট।

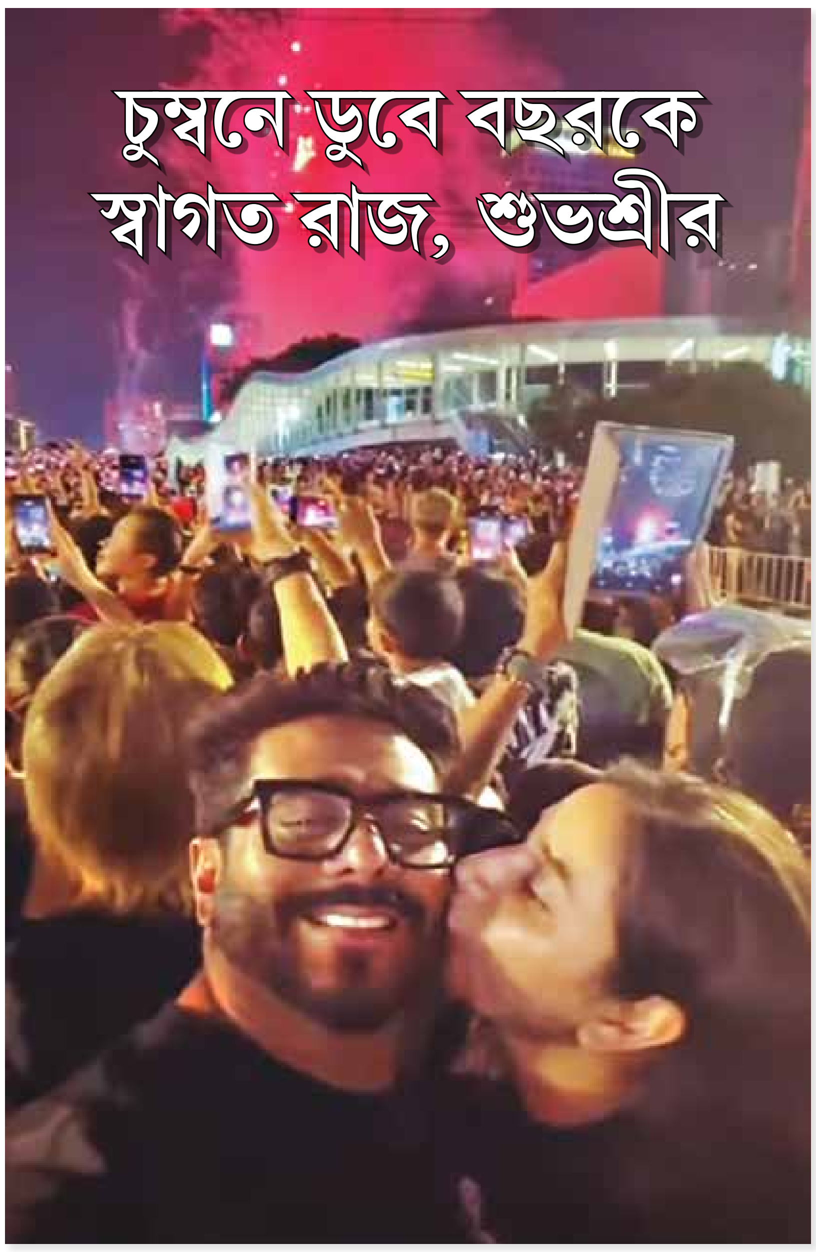

চুম্বনে ডুবে বছরকে স্বাগত রাজ, শুভশ্রীর

থাইল্যান্ড। বিদেশেই নতুন বছরকে স্বাগত জানালেন রাজ চক্রবর্তী ও শুভশ্রী গঙ্গোপাধ্যায়। চুম্বনে ডুবে, চারপাশকে ভুলে, সেই চারপাশের মানুষকে মনে করালেন নতুন বছরের কথা। বছরভর যেন আনন্দে, প্রেমে, রঙে ডুবে থাকে মানুষ, সে কথাই যেন বলতে চাইলেন তাঁরা।

উল্লেখ্য, রাজের আগামী ছবি 'হোক কলরব' নিয়ে যতই কলরব হোক, হোক সমালোচনা, এখন সেসব ভুলে ওঁরা ছেলে মেয়ে নিয়ে শুধুই নতুনের আবাহনে ব্যস্ত।

তবে কি প্রেমই সত্যি

'মোহর'। এই ধারাবাহিকে অভিনয়ের সময়েই দুজনের মধ্যে প্রেমের শুরু? অন্তত প্রতীক সেন ও সোনামনি সাহাকে ঘিরে তেমন আলোচনাই হয়েছিল। তখনই দুজনের ঘনিষ্ঠতা হয়। পরে আবার দূরেও চলে গিয়েছিলেন দুজন—তেমনই শোনা গিয়েছিল। টেলি অকাদেমি পুরস্কারে দেখা গেল দুজন আবার কাছাকাছি, পাশাপাশি। প্রতীকের মায়ের সঙ্গে সোনামনিকে দেখা গিয়েছে। ফলে আবার জল্পনা, দুজনের দূরত্ব কি আর আছে? নতুন বছর দুজনে একসঙ্গে ছবি পোস্ট করছেন। তাহলে এতদিনের ফিসফিসের কি সমাপ্তি হল? টালিগঞ্জের আর এক আলোচ্য জুটি সাহেব ভট্টাচার্য ও সুস্মিতা দে। তাঁদের প্রেম নিয়ে জল্পনা চলছে অনেক দিন থেকেই, দুজনেই বলছেন আমরা বন্ধু। এদিকে নতুন বছরের পার্টিতে সাহেবের বাড়িতে দেখা গেল সুস্মিতাকে, সাহেবের পরিবারের সবাই ছিলেন। তাহলে এবার কি বিয়ের পিঁড়িতে বসার জন্য তৈরি হচ্ছেন? উত্তরে সুস্মিতা সহাস্যে বলেছেন, সময় হলে জানতে পারবেন।

ফের ব্যোমকেশ গৌরব

ওটিটি প্ল্যাটফর্ম আড্ডা টাইমস-এ আসছে ব্যোমকেশ বক্সী সিরিজ। ব্যোমকেশ চরিত্রে গৌরব চক্রবর্তী। অজিতের ভূমিকায় অর্ণ মুখোপাধ্যায়। অভিনেত্রী শ্রুতি দাস সম্ভবত সত্যবতী চরিত্রে অভিনয় করবেন। পরিচালক অরিত্র সেন। গৌরব ১২ বছর আগে টিভিতে ব্যোমকেশ হয়েছিলেন। এবার ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে একই রূপে দেখা যাবে তাঁকে। তিনি বলেছেন, 'এতদিন বাদে ব্যোমকেশ হয়ে বেশ সাহসের পরিচয় দিলাম। মাঝে অনেক অন্য চরিত্র করেছি। আমাকে দর্শক নেবেন কিনা, দ্বিধায় ছিলাম। অরিত্র এত সুন্দর করে বোঝাল, রাজি হয়ে গেলাম। চরিত্রটা খুব কাছের। আমার এই বয়সে এই ব্যোমকেশের সঙ্গে মানিয়ে যাবে বলে মনে হয়, তেমনই প্রস্তুতি নিচ্ছি।'

তাঁর শেষ ছবি, ওঁদের চোখে জল

জানুয়ারির প্রথম দিন মুক্তি পেল 'ইক্কিস'। ছবির নায়ক অগস্ত্য নন্দা। তিনি অমিতাভ বচ্চনের নাতি। তার থেকেও বড় কথা, এই ছবি প্রবাদপ্রতিম অভিনেতা ধর্মেন্দ্রর শেষ ছবি। ছবির প্রচারের জন্য পরিচালক শ্রীরাম রাঘবন, অগস্ত্য, অভিনেতা জয়দীপ আহলাওয়াত অংশ নেন 'কৌন বনেগা করোড়পতি'তে। ধর্মেন্দ্রর কথা উঠতে 'ইক্কিস' ছবির সঙ্গে যুক্ত সকলে আবেগতাড়িত তো হলেনই, বাদ গেলেন না সঞ্চালক অমিতাভ বচ্চন।

উল্লেখ্য, তিনি ধর্মেন্দ্রর সঙ্গে বেশ কিছু ছবিতে কাজ করেছেন। অগস্ত্য বলেছেন, 'আমি ভাগ্যবান, ধরমজির সঙ্গে কাজ করেছি। উনি তোমার সঙ্গে, নানি (জয়া বচ্চন)-র সঙ্গে অভিনয় করেছেন। তিনি আজ নেই, এটাই দুঃখের।' জয়দীপের কথায়, 'প্রথম যখন ওঁর সঙ্গে অভিনয় করলাম, ইতস্তত করেছিলাম, এত বড় স্টার। কিন্তু কিছুক্ষণ পর যখন মাথায় হাত দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'ক্যায়সা হ্যায় পুত্তর', তখন সব সহজ হয়ে গেল। কবিতা লিখতেন, ভালো একজন মানুষ, সেইসঙ্গে প্রখর ব্যক্তিত্বের অধিকারী।' অমিতাভ বলেন, 'ইক্কিস আমাদের কাছে স্পেশাল। শিল্পীমাত্রেই শেষ দিন অবধি শিল্পের সঙ্গে থাকতে চান। আমার বন্ধু, আমার পরিবার, আমার গাইড, মি. ধর্মেন্দ্র দেওল তাইই করলেন।' সেই সময় দেখা যায় অমিতাভকে চোখ মুছতে। অন্যদিকে, ধরম পাজিকে শ্রদ্ধা জানাতে 'ইক্কিস' নির্মাতারা 'ধুরন্ধর' ছবির থেকে ৩০-৪০ শতাংশ বেশি শো টাইম চেয়েছেন। তাঁরা মাল্টিপ্লেক্সগুলোতে ৪-৮টি শো, সিঙ্গল স্ক্রিন, ২ ও ৩ স্ক্রিন সম্বলিত হলে সকালের পরিবর্তে দুপুরের দিকে শো চেয়েছেন। দাবি করেছেন, টিকিট বিক্রি যেন সাধারণ রেটে হয়।

উল্লেখ্য, কার্তিক আরিয়ানের 'তু মেরি ম্যায় তেরা' ছবির শো কমে যাচ্ছে এই সপ্তাহ থেকে।

ফার্স্ট লুকে স্পিরিট

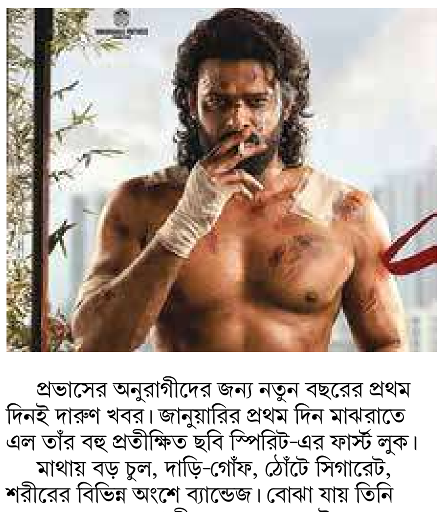

প্রভাসের অনুরাগীদের জন্য নতুন বছরের প্রথম দিনই দারুণ খবর। জানুয়ারির প্রথম দিন মাঝরাতে এল তাঁর বহু প্রতীক্ষিত ছবি স্পিরিট-এর ফার্স্ট লুক।

মাথায় বড় চুল, দাড়ি-গোঁফ, ঠোঁটে সিগারেট, শরীরের বিভিন্ন অংশে ব্যান্ডেজ। বোঝা যায় তিনি আহত, ডানহাতে পানীয়—প্রভাসের এই মাচো লুকে তাঁর ফ্যানেরা মোহিত। প্রভাসের সামনে তৃপ্তি দিমরি, ছবির নায়িকা। তিনি প্রভাসের সিগারেটে অগ্নি সংযোগ করছেন, তাঁর হাতে লাইটার। এ ছবির আর এক গুরুত্বপূর্ণ অভিনেতা বিবেক ওবেরয়। পরিচালক সন্দীপ রেড্ডি ভাঙ্গা। এই বিতর্কিত পরিচালক গত অক্টোবরে ছবির অডিও টিজার তামিল, তেলুগু, কন্নড়, মালায়ালাম ও হিন্দিতে শেয়ার করেন এবং প্রকাশ রাজ ও বিবেক ওবেরয়কে ছবির অন্যতম অভিনেতা হিসেবে ঘোষণা করেন। প্রভাস এখানে দুঁদে আইপিএস অফিসার।

বর্ণবিদ্বেষ নিয়ে বিঁধলেন সমালোচকদের

প্রিয় সিডনিতেই ‘ফেয়ারওয়েল’ টেস্ট খোয়াজার

সিডনি, ২ জানুয়ারি : বিদায় ২০২৫। স্বাগত ২০২৬।

বর্ষবরণের মাঝেই নতুন বছরের দ্বিতীয় দিনে বিদায়ের সুর অস্ট্রেলিয়া ক্রিকেটে! ৪ জানুয়ারি সিডনিতে শুরু ‘নিউ ইয়ার টেস্টে’র পর ব্যাগি গ্রিন টুপিকে ‘গুডবাই’ জানাতে চলেছেন উসমান খোয়াজা। ২০১১-য় সিডনিতেই অভিষেক ঘটেছিল টেস্টে। অভিষেকের মঞ্চেই টেস্টকে বিদায়।

বৃহস্পতিবার মাইকেল ক্লার্ক ইঙ্গিত দিয়েছিলেন সিডনিতে হতে চলেছে খোয়াজার ফেয়ারওয়েল টেস্ট। এদিন সেই খবরে সিলমোহর স্বয়ং পাকিস্তানজাত তারকা ব্যাটারের। স্ত্রী রাচেল, দুই কন্যাকে নিয়ে প্রিয় সিডনিতে পা রেখে আবেগঘন বিদায়বার্তা খোয়াজার।

দল চেয়েছিল খেলা চালিয়ে যাক। কিন্তু দলের ‘বোঝা’ হতে চাননি। চাননি নতুনদের পথের বাধা হতে। সেই ভাবনার ফসল দেড় দশকের বর্ণময় টেস্ট কেরিয়ারে ইতি টানার সিদ্ধান্ত। জানিয়ে দিলেন, রবিবার শুরু সিডনি টেস্টের পর অস্ট্রেলিয়ার জার্সিতে মাঠে নামবেন না।

বিদায়বার্তায় খোয়াজা বলেছেন, ‘কিছুদিন ধরেই অবসরের ভাবনা ঘুরপাক খাচ্ছিল। অ্যাসেজ শুরুর আগেও মনে হয়েছিল, এটাই হয়তো শেষ সিরিজ। দ্বিতীয় টেস্টে দলে জায়গা পাইনি। তার মধ্যে একটা ইঙ্গিত ছিল। তখনই মন বলছে, এবার সরে দাঁড়ানোর সময় হয়েছে। সিডনি আমার প্রিয় মাঠ। সেখানেই স্ব-ইচ্ছায় মাথা উঁচু করে ক্রিকেটকে বিদায় জানাতে পারছি।’

> **পাকিস্তান থেকে এসেছিলাম। ভিন্ন বর্ণের মানুষ। ভিন্ন ধর্ম, যা নিয়ে আমি গর্বিত। যদিও প্রথমে বলা হয়েছিল, অস্ট্রেলিয়া দলের দরজা আমার জন্য খুলবে না। কিন্তু চেষ্টা করলে সব সম্ভব, সেটা পরিষ্কার।**
>
> -উসমান খোয়াজা

১৫ বছরের কেরিয়ারে এখনও পর্যন্ত ৮৭টি টেস্ট খেলেছেন। ৪৩.৩৯ ব্যাটিং গড়ে করেছেন ৬২০৬ রান। ১৬টি শতরান এবং ২৮টি হাফ সেঞ্চুরি। সর্বোচ্চ ২৩২। অস্ট্রেলিয়ার হয়ে ৪০টি ওডিআই এবং ৯টি টি২০ ম্যাচও খেলেছেন খোয়াজা। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটকে বিদায় জানালেও কুইন্সল্যান্ডের হয়ে শেফিল্ড শিল্ডে খেলবেন। নামবেন ব্রিসবেন হিটসের হয়ে বিগ ব্যাশেও।

আগামী বছর ভারত সফরে ৫ টেস্টের সিরিজ খেলবে অস্ট্রেলিয়া। যে সিরিজে খেলার ইচ্ছেও ছিল। খোয়াজা বলেছেন, ‘ভারত সফর নিয়ে স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলেছি। মনে হচ্ছিল, ওই সফর আমার জন্য ভালো মঞ্চ হতে পারে। কোচের সঙ্গে (অ্যান্ড্রু ম্যাকডোনাল্ড) কথা বলেছিলাম। আমাকে রেখেই ভারত সফরের কথা হচ্ছিল। কিন্তু সবাইকে একটা সময়ে থামতে হয়।’

পাকিস্তানের ইসলামাবাদ থেকে খুব ছোট বয়সে বাবা-মার হাত ধরে অস্ট্রেলিয়ায় চলে এসেছিলেন। এখানেই বেড়ে ওঠা। ক্রিকেটের প্রতি ভালোবাসা। পরিশ্রমের সুফল অজি জার্সিতে ১৫ বছরের বর্ণময় কেরিয়ার। যদিও চলার পথে অনেক প্রতিবন্ধকতা পেরোতে হয়েছে খোয়াজাকে। বিশেষত পাকিস্তানজাত হওয়ার কারণে বর্ণবিদ্বেষের শিকার হয়েছেন।

এদিন সেই অভিমানও ঝরে পড়ল খোয়াজার গলায়। বলেছেন, ‘পাকিস্তান থেকে এসেছিলাম। ভিন্ন বর্ণের মানুষ। ভিন্ন ধর্ম, যা নিয়ে আমি গর্বিত। যদিও প্রথমে বলা হয়েছিল, অস্ট্রেলিয়া দলের দরজা আমার জন্য খুলবে না। কিন্তু চেষ্টা করলে সব সম্ভব, সেটা পরিষ্কার।’

সমালোচকদেরও বিরুদ্ধেও মুখ খুললেন। খোয়াজার কথায়, গত কিছুদিন ধরে প্রাক্তনদের একাংশ, অজি সংবাদমাধ্যম তাঁকে ক্রমাগত আক্রমণ করে গিয়েছে। দলের প্রতি দায়বদ্ধতা নিয়েও প্রশ্ন তোলা হয়েছে। বলা হয়েছে অনুশীলনে মন নেই। গলফ খেলে বেড়ান। অলস। স্বার্থপর। বর্ণবিদ্বেষী মন্তব্যের মতোই যা বিদ্ধ করেছে খোয়াজাকে। অবসর ঘোষণায় সিডনি টেস্টের পর সেই অধ্যায়েই ইতি পড়তে চলেছে।

টেস্ট থেকে অবসর ঘোষণায় উসমান খোয়াজা (উপরে)। সিডনি ক্রিকেট গ্রাউন্ডে স্ত্রী ও কন্যা সন্তানদের সঙ্গে ফোটোসেশনে উসমান।

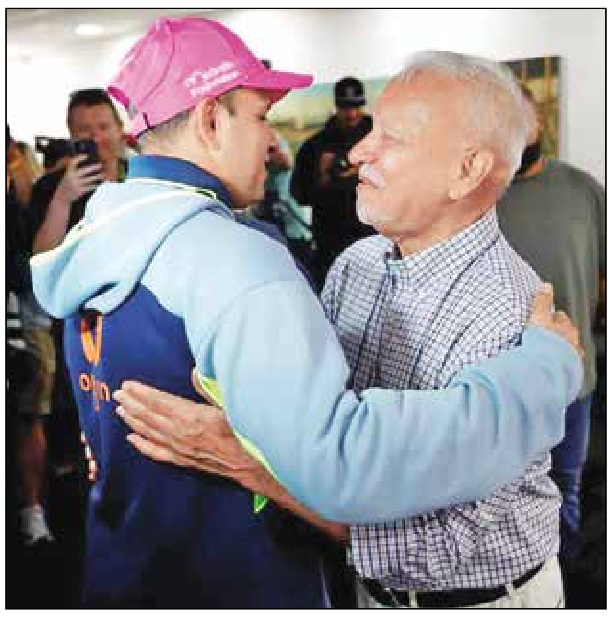

অবসর ঘোষণার পর বাবার আলিঙ্গনে উসমান খোয়াজা। শুক্রবার।

বিজয় হাজারে ট্রফিতে বাংলার সামনে অসম

আবারও আজ চোখ থাকবে সামির দিকে

রাজকোট, ২ জানুয়ারি : মাঝে আর কয়েক ঘণ্টা।

নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ১১ জানুয়ারি শুরু তিন ম্যাচের ওডিআই সিরিজের দল নির্বাচন। অজিত আগরকারের নেতৃত্বাধীন নির্বাচক কমিটির যে বৈঠকের দিকে নজর ক্রিকেটপ্রেমীদেরও। বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মারা আছেন, সঙ্গে প্রশ্ন মহম্মদ সামিকে কি দলে ফেরানো হবে?

টি২০ বিশ্বকাপের প্রেক্ষিতে একাধিক তারকা ক্রিকেটারকে বিশ্রাম দেওয়া হবে। ফলে সেই শূন্যতা পূরণে ওডিআই দলে রদবদল অবশ্যম্ভাবী। আর সেই পরিবর্তনে দীর্ঘদিন পর জাতীয় দলের জার্সিতে সামির প্রত্যাবর্তনের সম্ভাবনা বেশ উজ্জ্বল।

ভারতীয় ওডিআই দল নির্বাচন নিয়ে এহেন আবহের মধ্যেই শনিবার অসমের বিরুদ্ধে বিজয় হাজারে ট্রফিতে খেলতে নামছেন সামি। গত চার ম্যাচে বাংলা তিনটিতে জয় তুলে নিয়েছে। বিশেষত, গত ম্যাচে জম্মু ও কাশ্মীরের ওপর রীতিমতো বুলডোজার চালিয়েছে বাংলার পেসাররা।

শুরুটা করেছিলেন সামি। তারপর দুই তরুণ সতীর্থ আকাশ দীপ ও মুকেশ কুমারের দাপটে মাত্র ৬৩ রানে গুটিয়ে যায় ভূস্বর্গের দল। আগামীকাল প্রতিপক্ষ অসমের বিরুদ্ধে যে দাপট অব্যাহত রাখতে বদ্ধপরিকর অভিমন্যু ঈশ্বরণের নেতৃত্বাধীন বাংলা।

১২ পয়েন্ট নিয়ে এলিট ‘বি’ গ্রুপে পয়েন্ট তালিকায় তৃতীয় স্থানে রয়েছে। উত্তরপ্রদেশ (১৬ পয়েন্ট), বিদর্ভের (১২ পয়েন্ট, নেট রানরেটে এগিয়ে) ঠিক পিছনেই। অসম সেখানে চার ম্যাচের মাত্র একটি জয়ে আট দলের গ্রুপে ছয় নম্বরে।

তুলনায় সহজ, ছন্দে না থাকা প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে দাপুটে জয়ে চোখ থাকবে। লক্ষ্যপূরণে বাংলার তুরুপের তাস পেস ত্রয়ী--সামি, আকাশ, মুকেশ। শেষ দুই ম্যাচে ৯ উইকেট নিয়েছেন মুকেশ। দুই ম্যাচেই সেরা। তবে মঞ্চ গড়ে দিতে সামির নতুন বলের স্পেল গুরুত্বপূর্ণ। আগরকাররা ভারতীয় ওডিআই দল বাছতে বসার আগে দুই-একটা দুরন্ত স্পেলে নিজের দাবিটা আরও জোরালো করে নেওয়ার সুযোগও পেয়ে যাবেন সামি। বাড়তি তাগিদে বাইশ গজে আবারও রং ছড়ালে লাভবান হবে বাংলা, সামিও।

বোলিংয়ের সঙ্গে পাল্লা দিচ্ছে ব্যাটিংও। শুরুতে অভিষেক পোড়েল ঝোড়ো ব্যাটিং করছেন। অধিনায়ক ঈশ্বরণের ব্যাট কিছুটা নিষ্প্রভ থাকলেও মাঝে অনুষ্টুপ মজুমদারের অভিজ্ঞতা, শাহবাজ আহমেদের অলরাউন্ড শো ভরসা জোগাচ্ছে লক্ষ্মীরতন শুক্লাদের। তবে বরাবরই টিমগেমে জোর দেন কোচ লক্ষ্মী। কালও রাজকোটের সানোসারা ক্রিকেট গ্রাউন্ডে টিমগেমেই অসম-প্রাচীর গুঁড়িয়ে দিতে চাইবেন।

সুমিত ঘাদিগাঁওকারের নেতৃত্বাধীন অসমও মরিয়া থাকবে নিজেদের অবস্থানে উন্নতি ঘটাতে। প্রথম তিন ম্যাচ হারের পর হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে গত দ্বৈরথে উত্তেজক জয় পেয়েছে। আগামীকাল অঘটন ঘটানোর লক্ষ্য নিয়ে নামবেন সুমিতরা। ফলে আত্মতুষ্টিতে ভোগার জায়গা নেই বাংলার।

শনিবারটা গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে মহম্মদ সামির জন্য। অসম ম্যাচের সঙ্গে রয়েছে নিউজিল্যান্ড সিরিজের দল নির্বাচন।

ক্রিকেট-ফুটবলের যুগলবন্দি। বিজ্ঞাপনী শুটিংয়ে আগে শুভমান গিলের সঙ্গে আর্লিং ব্রাউট হাল্যান্ড।

জাতীয় হকি দলের দায়িত্বে ফের মারিন

নয়াদিল্লি, ২ জানুয়ারি : প্রায় সাড়ে চার বছর পর প্রত্যাবর্তন। ভারতীয় মহিলা হকি দলের হেড কোচের পদে ফিরলেন শোয়ের্ড মারিন।

২০১৭ থেকে ’২১ সাল পর্যন্ত মহিলাদের জাতীয় হকি দলের দায়িত্বে ছিলেন এই ডাচ কোচ। তাঁর প্রশিক্ষণেই টোকিও অলিম্পিকে চতুর্থ স্থানে শেষ করে ভারতের মেয়েরা। ওই সময়ের মধ্যেই র‍্যাংকিংয়ে প্রথম দশে উঠে আসে ভারত। গতমাসের শুরুতে হরেন্দ্র সিংয়ের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে হকি ইন্ডিয়া। তারপর থেকেই মহিলা হকি দলের কোচের পদে মারিনের প্রত্যাবর্তন নিয়ে জল্পনা চলছিল। সেই জল্পনাতেই সিলমোহর পড়ল।

ভারতীয় দলের কোচের পদে প্রত্যাবর্তনের পর মারিন বলেছেন, ‘৪ বছর ৫ মাস পর ভারতের কোচ হয়ে ফিরলাম আবার। আমার লক্ষ্য স্থির। ভারতকে আবার ভালো জায়গায় পৌঁছে দিতে হবে।’ মারিনের সামনে প্রথম চ্যালেঞ্জ বিশ্বকাপের যোগ্যতা অর্জন পর্ব। সেই লক্ষ্যে আগামী ১৯ জানুয়ারি থেকে বেঙ্গালুরুর সাইয়ে শিবির করবেন মারিন।

তাঁর সহকারী হিসাবে ভারতে আসছেন আর্জেন্টিনার প্রাক্তন খেলোয়াড় মাতিয়াস ভিয়া। ২০০০-এ সিডনি অলিম্পিক এবং ২০০৪ সালে এথেন্স অলিম্পিকে আর্জেন্টিনার প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন তিনি। অ্যানালিটিক্যাল কোচ হিসেবে ভারতীয় দলের সঙ্গে যুক্ত হলেন তিনি।

১২ জনের দল জানাল ইংল্যান্ড

সিডনিতে স্পোর্টিং পিচের আশ্বাস

সিডনি, ২ জানুয়ারি : মেলবোর্নের উইকেট নিয়ে মুখ পুড়েছে।

মাত্র দুইদিনের টেস্ট ম্যাচ শেষ হয়। আইসিসির রিপোর্টে ‘অসন্তোষজনক’ তকমা পেয়েছিল। ক্রিসমাস আবহে বক্সিং ডে টেস্ট দ্রুত শেষ হওয়ায় হতাশা প্রকাশ করেছিলেন ক্রিকেটপ্রেমীরা। সমালোচনার মুখর হন প্রাক্তনরাও।

মেলবোর্নের পুনরাবৃত্তি এড়াতে স্পোর্টিং পিচের তোড়জোড় সিডনিতে। রবিবার শুরু নিউ ইয়ার টেস্টের ৪৮ ঘণ্টা আগে সেই আশ্বাস দিলেন সিডনির পিচ প্রস্তুতকারক অ্যাডাম লুইস। পিচ নিয়ে এদিন বলেছেন, ‘আমি সোশ্যাল মিডিয়া করি না। ফলে নেতিবাচক কথাবার্তা থেকে দূরে থাকি। চাপ বলতে সঠিক পিচ তৈরি করা। আমাদের কাছে যা চ্যালেঞ্জ। সবসময় সেরা পিচ তৈরির চেষ্টা করি। পিচের রং এই মুহূর্তে যা দেখছি, তাতে আমরা খুশি। হালকা সবুজের আভা রয়েছে। পরের দিকে ব্যাটিং সহায়ক হবে।’

পাশে দাঁড়ালেন প্রবল সমালোচনার মুখে পড়া মেলবোর্নের কিউরেটরের। লুইস বলেছেন, ‘প্যাগের (ম্যাট পেজ) সঙ্গে গত সপ্তাহে বেশ কয়েকবার কথা বলেছি। ও অস্ট্রেলিয়ার অন্যতম সেরা কিউরেটর। সেরা পিচ তৈরির চেষ্টাই করেছে। কিন্তু ভালো পিচের জন্য অনেকগুলি ফ্যাক্টর কাজ করে। সবাইকে তা বুঝতে হবে।’

এদিকে, সফরের শেষটা জয়ের মেজাজে করতে বদ্ধপরিকর ইংল্যান্ড। সিরিজ হাতছাড়া হলেও দেড় দশক পর অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে টেস্ট জয়ের স্বাদ পেয়েছে তারা। মেলবোর্নের অজি-বধে পাওয়া আত্মবিশ্বাস নিয়ে সিডনিতে নামার জন্য কোমর বাঁধছেন বেন স্টোকস-ব্রেন্ডন ম্যাককুলাম জুটি। এদিন যে দ্বৈরথের জন্য বারো সদস্যের দল ঘোষণা করল ইংল্যান্ড। যে বারোজনের দলে দুটি পরিবর্তন, রাখা হয়েছে পেসার ম্যাথু পটস ও স্পিনার শোয়েব বশির। রবিবার পিচ দেখার পর চূড়ান্ত একাদশ বেছে নেওয়া হবে এই বারোজনের থেকে।

চলতি সফরে চোটআঘাত ভোগাচ্ছে ইংল্যান্ডকে। মার্ক উড, জোফ্রা আর্চার, গাস অ্যাটকিনসনরা ইতিমধ্যেই ছিটকে গিয়েছেন। পেস ব্রিগেডের যে শূন্যতা পূরণে পটসের অন্তর্ভুক্তি। সতীর্থকে নিয়ে উচ্চাশা পোষণ করেছেন ওপেনার জ্যাক ক্রলি। জানান, পটসের বোলিং বরাবরই তাঁকে প্রভাবিত করেছে। প্রত্যাবর্তনের সুযোগ প্রাপ্য ছিল।

ঘোষিত ১২ জনের ইংল্যান্ড দল : বেন স্টোকস (অধিনায়ক), শোয়েব বশির, জ্যাকব বেথেল, হ্যারি ব্রুক, ব্রাইডন কার্স, জ্যাক ক্রলি, বেন ডাকেট, উইল জ্যাকস, ম্যাথু পটস, জো রুট, জেমি স্মিথ, জোশ টাঙ্গ।

সিডনি টেস্টের আগে ম্যাথু পটসকে পরামর্শ অধিনায়ক বেন স্টোকসের।

গোলের পর ইস্টবেঙ্গলের ফাজিলা ইকওয়াপুট। কল্যাণীতে শুক্রবার।

টানা চতুর্থ জয়ে শীর্ষে ইস্টবেঙ্গল

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২ জানুয়ারি : ইন্ডিয়ান উইমেন্স লিগে টানা চতুর্থ জয়। পয়েন্ট টেবিলে এক নম্বর ওডিশার নীতা ফুটবল অ্যাকাডেমিকে হেলায় হারিয়ে লিগ শীর্ষে পৌঁছে গেল অ্যান্থনি অ্যান্ড্রুজের ইস্টবেঙ্গল।

শুক্রবার কল্যাণী স্টেডিয়ামে নীতা ফুটবল অ্যাকাডেমিকে ৫-০ গোলে হারাল লাল-হলুদের প্রমীলাবাহিনী। ম্যাচের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত প্রতিপক্ষকে চাপে রাখলেন ফাজিলা ইকওয়াপুট, সৌম্যা গুগুলথরা। ৬ মিনিটে সুলঞ্জনা রাউলের গোলে এগিয়ে যায় ইস্টবেঙ্গল। প্রথমার্ধের শেষদিকে ব্যবধান বাড়ান সৌম্যা। দ্বিতীয়ার্ধেও লাল-হলুদের আক্রমণে ঝাঁঝ এতটুকুও কমেনি। ৫১ মিনিটে ব্যবধান ৩-০ করেন রেস্টি নানজিরি। ৬৩ মিনিটে লক্ষ্যভেদ ফাজিলার। ৮৯ মিনিটে নীতা এফএ-র কফিনে শেষ পেরেকটি পুঁতে দেন দীর্ঘদিন পর চোট সারিয়ে মাঠে ফেরা নাওরেম প্রিয়াংকা দেবী।

এই জয়ের পর বাকি দলগুলির থেকে এক ম্যাচ কম খেলেই আইডব্লিউএল-এর পয়েন্ট টেবিলে শীর্ষস্থান দখল করল অ্যান্থনির ইস্টবেঙ্গল। ৪ ম্যাচ খেলে মশাল গার্লসের ঝুলিতে ১২ পয়েন্ট। এদিন মহিলাদের জাতীয় লিগে অন্য ম্যাচে কর্ণাটকের কিকস্টার্ট এফসির কাছে ২-১ গোলে হেরে গেল বাংলার আরেক দল শ্রীভূমি এফসি। এই কিকস্টার্টের বিরুদ্ধেই ৬ জানুয়ারি পরের ম্যাচ খেলবে ইস্টবেঙ্গল।

ভারত সিরিজের ঘোষণা বিসিবি-র

ঢাকা, ২ জানুয়ারি : ফেলে আসা বছরেই ভারতের সঙ্গে ঘরের মাঠে সাদা বলের সিরিজ খেলার কথা ছিল বাংলাদেশের। কিন্তু রাজনৈতিক পরিস্থিতির কারণে সিরিজ স্থগিত করে দেওয়া হয়। পরিস্থিতির পরিবর্তন না হলেও বিসিবি-র ক্রিকেট অপারেশনসের প্রধান শাহরিয়ার নাফিস বলেছেন, ‘ভারত-বাংলাদেশের মধ্যে স্থগিত হওয়া সিরিজের সূচি নতুনভাবে তৈরি করা হয়েছে।’ বিসিবি-র ঘোষণা অনুযায়ী, চলতি বছরের ২৮ অগাস্ট বাংলাদেশ পৌঁছাবে ভারতীয় দল। তিনটি একদিবসীয় ম্যাচ হবে ১, ৩ ও ৬ সেপ্টেম্বর। টি২০ ম্যাচ ৯, ১২ ও ১৩ সেপ্টেম্বর রাখা হয়েছে।

শচীনের মতো অর্জুন!

নয়াদিল্লি, ২ জানুয়ারি : আবারও চমকে দেওয়া মন্তব্য যোগরাজ সিংয়ের। কিছুদিন আগে বলেছিলেন, দায়িত্ব পেলে অর্জুন তেন্ডুলকারকে অন্যতম সেরা ব্যাটার তৈরি করে দেবেন। এদিন কয়েক ধাপ এগিয়ে দাবি করেন, অর্জুন নাকি ‘কিংবদন্তি’ বাবা শচীন তেন্ডুলকারের মতো ব্যাটিং করেন!

প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে অর্জুনের ব্যাটিং গড় মাত্র ২১.৩৭। লিস্ট ‘এ’ এবং টি২০-তে যথাক্রমে ১৮.২৫ ও ১৩.৫। এহেন অর্জুনের মধ্যেই ব্যাটার শচীনের ছায়া দেখছেন যুবরাজ সিংয়ের পিতা! প্রাক্তন টেস্ট ক্রিকেটার যোগরাজ বলেছেন, ‘আপনারা সবাই ওর বোলিংয়ের কথা বলেন। অনেকেই ওর বোলিং নিয়ে কোচিং করেছে। কিন্তু বোলিংয়ে কী করতে পেরেছে অর্জুন? আদপে ও একজন ব্যাটার। আমার কাছে সপ্তাহ দুয়েক কোচিং নিয়েছিল। তখন অর্জুন বলেছিল ব্যাটিং নিয়ে সেভাবে নজর দেয় না। কিন্তু নেটে ওর শট দেখে উলটোটাই আমার ধারণা হয়েছিল। ব্যাটিং দক্ষতার কথা ওকে বলেছিলাম। অনেকটা তারকা বাবার মতো ব্যাটিং করার ক্ষমতা রাখে।’

চিকিৎসায় সাড়া দিচ্ছেন মার্টিন

ব্রিসবেন, ২ জানুয়ারি : ড্যামিয়েন মার্টিনকে নিয়ে স্বস্তির খবর। মেনিনজাইটিসে আক্রান্ত হয়ে কোমায় চলে যান। ভর্তি হন ব্রিসবেনের এক হাসপাতালে। চিকিৎসায় ইতিবাচক উন্নতি হয়েছে অস্ট্রেলিয়ার প্রাক্তন ক্রিকেটারের স্বাস্থ্যের। যে খবর সবার সঙ্গে ভাগ করে নিয়েছেন ড্যামিয়েন মার্টিনের প্রাক্তন সতীর্থ অ্যাডাম গিলক্রিস্ট।

বিগ ব্যাশ লিগে ধারাভাষ্যের ফাঁকে গিলক্রিস্ট বলেছেন, ‘সবাইকে ধন্যবাদ, যাঁরা কঠিন সময়ে ড্যামিয়েনের পাশে আছেন। এখনও ও হাসপাতালে ভর্তি। ওর চিকিৎসাজনিত বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য আমাদের কাছে নেই। তবে খবর, গত ২৪ ঘণ্টার ইতিবাচক সাড়া দিচ্ছে ড্যামিয়েন।’

মুস্তাফিজুর বিতর্কে সরকারের কোর্টে বল ঠেলল বিসিসিআই

নয়াদিল্লি, ২ জানুয়ারি : ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক তলানিতে।

যার জেরে আইপিএলে বাংলাদেশি তারকা মুস্তাফিজুর রহমানের অংশগ্রহণ নিয়েও চড়ছে পারদ। ভারতের বিভিন্ন সংগঠন বাংলাদেশি মুস্তাফিজুরের আইপিএল খেলা বন্ধে হুংকার ছাড়ছে প্রতিনিয়ত। এদিন যে বিতর্কে কেন্দ্রীয় সরকারের কোর্টেই কার্যত বল ঠেলল ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড।

বোর্ডের এক শীর্ষ আধিকারিক জানান, এভাবে কোনও দেশের ক্রিকেটারের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা যায় না। কেন্দ্রীয় সরকারের তরফেও সেই রকম কোনও নির্দেশিকা আসেনি। যার অর্থ, জলঘোলা হলেও মেগা লিগে বাংলাদেশি পেসারের খেলা নিয়ে এখনও পর্যন্ত সংশয় নেই।

শাহরুখকে হুমকি শিবসেনার

দীর্ঘদিন ধরে আইপিএল খেলছেন মুস্তাফিজুর। এবার ৯.২ কোটি টাকায় কলকাতা নাইট রাইডার্স তাঁকে নিলাম থেকে তুলে নেয়। আইপিএল থেকে পাওয়া কোনও বাংলাদেশি ক্রিকেটারের যা সর্বোচ্চ দাম। বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডও সবুজ সংকেত দিয়েছে আইপিএলে যোগদান নিয়ে।

কিন্তু পদ্মাপারে ভারতবিরোধী আবহের জের আইপিএলেও। পালটা বাংলাদেশ বিরোধিতা ভারতজুড়েও। ফলস্বরূপ ‘শত্রু দেশ’ বাংলাদেশের ক্রিকেটারকে নিলামে নেওয়ার জন্য তোপের মুখে শাহরুখ খানও। সমালোচকদের যে দাবি অবশ্য নস্যাৎ করে এদিন বিসিসিআইয়ের এক শীর্ষ আধিকারিক বলেছেন, ‘স্পর্শকাতর ইস্যু। তবে আমাদের হাতে কিছু নেই। কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে আমরা সবসময় যোগাযোগ রাখছি। এমন কোনও নির্দেশিকা আসেনি, যার ফলে বাংলাদেশি খেলোয়াড়দের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা যায়। এখনও পর্যন্ত ঠিক আছে মুস্তাফিজুর আইপিএল খেলবে। আর বাংলাদেশ আমাদের শত্রু দেশ নয়।’

> **গোটা দেশ বাংলাদেশ নিয়ে ক্ষোভে ফুটছে। এহেন পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের সঙ্গে ন্যূনতম যোগাযোগের ফলে ক্ষোভের টার্গেট হতে পারে যে কেউ। শাহরুখ খানের কাছে অনুরোধ, টার্গেট যদি না হতে চান, তাহলে বাংলাদেশি ক্রিকেটারকে দল থেকে বাদ দিন।** -সঞ্জয় নিরুপম, শিবসেনা নেতা

এদিকে, মুস্তাফিজুর ইস্যুতে শিবসেনার হুমকির মুখে কেকেআর কর্ণধার শাহরুখ খান। শিবসেনা নেতা সঞ্জয় নিরুপমের দাবি, নিজের ভালো চাইলে বাংলাদেশি ক্রিকেটারকে বাদ দিক কেকেআর। বলেছেন, ‘গোটা দেশ বাংলাদেশ নিয়ে ক্ষোভে ফুটছে। এহেন পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের সঙ্গে ন্যূনতম যোগাযোগের ফলে ক্ষোভের টার্গেট হতে পারে যে কেউ। শাহরুখ খানের কাছে অনুরোধ, টার্গেট যদি না হতে চান, তাহলে বাংলাদেশি ক্রিকেটারকে দল থেকে বাদ দিন। জাতীয় স্বার্থের কথা মাথায় রেখে নিজের ভালোর জন্য এটা করা উচিত।’

কয়েকদিন আগে সুর আরও চড়িয়ে শিবসেনার মুখপাত্র আনন্দ দুবে দাবি করেন, বাংলাদেশি ক্রিকেটারকে আইপিএলে খেলতে দেওয়া হবে না। পাকিস্তান, বাংলাদেশের জন্য মেগা লিগের দরজা বন্ধ। হিন্দু ভাইবোনদের হত্যা সংঘটিত হচ্ছে পদ্মাপারে। শাহরুখের উচিত অবিলম্বে মুস্তাফিজুরকে বাতিল করা।

শুভেচ্ছা

জন্মদিন

শুভ জন্মদিন Khusbu Bardewa : (একুশ) বছর হয়েছে পার। ঈশ্বরের কৃপায় এই শুভময় দিন তোমার জীবনে ফিরে আসুক শত শতবার। আমরা সর্বদা তোমার ভালো, সুস্থ এবং উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করি। তোমার শুভকামনায়-বাবা, মা, দিভাই, (মংপু) দার্জিলিং।

গৌরব দাস : দেখতে দেখতে ছয়টি বছর করলে তুমি পার। এই দিনটি তোমার জীবনে আসুক বারবার। বাবা (গৌতম), মা (অনিমা), দিদি (অস্মি), ঠাম্মি (পুষ্প)। উল্লারঘাট রোড, তুফানগঞ্জ।

এফএসডিএল না এলে লিগ-জট কাটা অসম্ভব

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ২ জানুয়ারি : শেষপর্যন্ত ক্লাবজোটও কি খেলাতে শুরু করেছে অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশনকে? নাহলে প্রায় রাজি হওয়ার পরেও এত প্রশ্ন তোলার কারণটা কী, পরিষ্কার নয় কারও কাছেই। অনেকেই মনে করছেন, এফএসডিএল এগিয়ে এলেই কেটে যাবে সব জট। তবে এরই মধ্যে ফুটবলারদের ভিডিও বার্তা খানিকটা চাপে ফেলে দিয়েছে এআইএফএফ-কে। তড়িঘড়ি একটি ভার্চুয়াল বৈঠকও ডাকা হয়।

শনিবার ফের এআইএফএফের সঙ্গে বসতে চেয়েছে ক্লাবজোট। সেই বৈঠক হওয়ার কোনও খবর অবশ্য নেই। তবে ক্রীড়ামন্ত্রকের কাছে রিপোর্ট সম্ভবত জমা পড়বে শনিবার। এদিনই তিন সদস্যের কমিটির রিপোর্টে মূলত ফেডারেশনকেই লিগ পরিচালনার ভার নেওয়ার কথা বলা হয়েছে। তবে ক্লাব প্রতিনিধিদের আচরণে হতাশ এক কর্তা প্রশ্ন তোলেন, 'ক্লাব প্রতিনিধিদের সঙ্গে এতবার আলোচনার পর ওঁরা যা যা চাইলেন, সেইমতো রিপোর্ট তৈরি হল। প্রথমে, এই মরশুমের লিগের পরিকল্পনা, পরে দীর্ঘমেয়াদিও দেওয়া হল। অথচ এখন কমার্সিয়াল পার্টনার, ব্রডকাস্টার নিয়ে প্রশ্ন তুলে আবার চিঠি দেওয়ার মানে কী?' তিনি যোগ করেন, 'কয়টা ম্যাচ, কোন সময়ে খেলা হবে, কতগুলো দল খেলবে, এই সব না জেনে কীভাবে একজন ব্রডকাস্টারের সঙ্গে কথা বলা সম্ভব? এগুলো ঠিক হওয়ার পরই তো কমার্সিয়াল পার্টনার আসার সম্ভাবনা তৈরি হবে। আগে তো খেলার সদিচ্ছা দেখাতে হবে। আর আমরা যদি লিগ শুরুর আগে ওদের এগুলো না এনে দিতে পারি, তখন না হয় সাংবাদিক সম্মেলন করে বলতে পারত যে, এআইএফএফ এগুলো দেবে বলেছিল, কিন্তু দিতে পারেনি। তাই খেলছি না।' প্রায় সকলেরই মত, আসলে পিছন থেকে অন্য কারও কলকাঠি নাড়াতেই ক্লাবগুলি এভাবে ফেডারেশনকে খেলাচ্ছে। তবে ফুটবলাররা এদিন মাঠে নামতে দেওয়ার আবেদন জানিয়ে যে ফিফার হস্তক্ষেপ চেয়ে ভিডিও বার্তা দিয়েছেন, তা কিন্তু চাপে ফেলে দিল এআইএফএফ-কেও।

একমাত্র টাটা গোষ্ঠীর ক্লাব জামশেদপুর এফসি এই সবের বাইরে গিয়ে খেলতে রাজি বলে জানায়। বাকি ১৩ ক্লাবই বৃহস্পতিবার জোটের চিঠিতে সই করে। শুরুতে মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব খেলবে বলে জানালেও পরে তারাও এই জোটে যোগ দেয়। পরবর্তীতে সবকিছু স্বাভাবিক অবস্থায় এলে নতুন বিপণন সঙ্গীর অধীনে যদি খেলার সুযোগ না পাওয়া যায়, সম্ভবত এই ভাবনা থেকে সিদ্ধান্ত বদল মহমেডানের। যা খবর তাতে কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রক ৫ জানুয়ারি দেশের শীর্ষ আদালতের ডিভিশন বেঞ্চের কাছে লিগ নিয়ে রিপোর্ট পেশ করতে পারে।

ফুটবলারদের ভিডিও বার্তায় চাপে ফেডারেশন

অনেকেই মনে করছেন, তারপরেই হয়তো দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার জন্য নতুন করে বিপণন সঙ্গী চেয়ে বিজ্ঞাপন দেবে অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশন। যদি আদৌ সেটা সম্ভব হয় তখন এফএসডিএল বা অন্যান্য কোনও কোম্পানি তাতে সাড়া দেয় কিনা, সেটাও দেখার। আর তা যদি দেয়, তাহলেই জট কেটে যাওয়ার আশা থাকছে। মূলত, এফএসডিএল বিপণন সঙ্গী হিসাবে এগিয়ে না এলে এই স্থবিরতা কাটার সম্ভাবনা প্রায় নেই বলেই মনে করা হচ্ছে।

একসুরে আর্জি সুনীল, বৌমৌসদের

'ভারতীয় ফুটবল বাঁচাও'

ভিডিও বার্তায় সুনীল ছেত্রী, সন্দেশ ঝিংগান, গুরপ্রীত সিং সান্ধু ও হুগো বৌমৌস।

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২ জানুয়ারি : ভারতীয় ফুটবলের সর্বোচ্চ লিগ কবে শুরু হবে? নতুন বছরের শুরুতেও উত্তর অজানা।

ভারতীয় ফুটবলকে বাঁচানোর আর্জি নিয়ে এবার ফিফার দ্বারস্থ আইএসএল খেলা দেশি-বিদেশি একঝাঁক ফুটবলার। একসুরে গলা মেলালেন সুনীল ছেত্রী, সন্দেশ ঝিংগান, প্রীতম কোটাল থেকে হুগো বৌমৌস, কার্লোস দেলগাডোরা।

ভারতীয় ক্লাব ফুটবলের বর্তমান পরিস্থিতি তুলে ধরে শুক্রবার সমাজমাধ্যমে একটি ভিডিও পোস্ট করেছেন তাঁরা। যেখানে গুরপ্রীত সিং সান্ধু বলেছেন, 'এখন জানুয়ারি মাস। এই সময় আপনাদের সামনে থাকার কথা ছিল। ইন্ডিয়ান সুপার লিগে খেলার কথা ছিল আমাদের।' সেই সুর ধরেই সতীর্থ সন্দেশকে বলতে শোনা গেল, 'তার পরিবর্তে ঘরে বসে রয়েছি আমরা। ভয় একইসঙ্গে অসহায় লাগছে।' লালিয়ানজুয়ালা ছাংতে ও দেলগাডোর একইসঙ্গে মন্তব্য, 'আমরা একটি পদক্ষেপ করার পরিকল্পনা করছি। ভারতীয় ফুটবলের নিয়ামক সংস্থা তার দায়িত্ব পালনে সক্ষম নয়। এই পরিস্থিতি থেকে মুক্ত হওয়ার শেষ চেষ্টা।' মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের প্রাক্তনী বৌমৌস জানালেন, তাঁরা ফিফার দ্বারস্থ হচ্ছেন। তিনি বলেছেন, 'ফিফার কাছে আমাদের অনুরোধ, ভারতীয় ফুটবলের অচলাবস্থা কাটাতে, এই দেশের ফুটবলকে বাঁচাতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হোক। আশা করি এই বার্তা ফিফার সদর দপ্তর জুরিখে পৌঁছে যাবে।'

এই পরিস্থিতির অন্য একটি দিক তুলে ধরেন সুনীল, প্রীতমরা। প্রাক্তন মোহনবাগান অধিনায়ক প্রীতম বলেছেন, 'আমরা ক্রীড়াগত দিক থেকে এবং অর্থনৈতিকভাবেও সংকটের মুখে দাঁড়িয়ে। এটাই বাস্তব।' তার সঙ্গেই সুনীল জুড়লেন, 'খেলোয়াড়, কোচ, সহকারী কর্মী, ক্লাব মালিক, সমর্থক প্রত্যেকেই স্পষ্ট এবং সুরক্ষিত ভবিষ্যৎ পাওয়ার যোগ্য।' সবশেষে সুরেশ সিং ওয়াংজামের কাতর আবেদন, ফুটবল ফিরিয়ে দেওয়া হোক তাঁদের পায়ে।

পাঁজরের হাড়ে চিড় সুদর্শনের

বেঙ্গালুরু, ২ জানুয়ারি : পাঁজরের হাড়ে চিড় নিয়ে সেন্টার অফ এক্সেলেন্সে বি সাই সুদর্শন। বিজয় হাজারে ট্রফিতে ২৬ ডিসেম্বর মধ্যপ্রদেশের বিরুদ্ধে খেলার সময় রান আউট থেকে বাঁচতে ডাইভ দেন তামিলনাড়ুর সুদর্শন। তখনই যন্ত্রণা অনুভব করেন তিনি। পরে পরীক্ষা করে দেখা যায় পাঁজরের হাড়ে চিড় ধরে ধরেছে। ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের এক আধিকারিক বলেছেন, 'এক সপ্তাহ আগে নেটে ব্যাটিং করার সময়ও একই জায়গায় আঘাত লেগেছিল ওর। তাই এবার ব্যথা বেশি অনুভব করছে। তবে সময় নষ্ট না করে সুদর্শন ঠিক সময়েই বেঙ্গালুরুতে চলে এসেছে।' সুদর্শনের চিকিৎসার বিষয়ে আলোকপাত করে তাঁর সংযোজন, 'আপাতত ওর শরীরের নীচের অংশ সচল রাখার কাজ চলছে। পাঁজর ও সংলগ্ন এলাকায় যাতে চাপ না পড়ে সেদিকে নজর দেওয়া হচ্ছে। আপাতত এই ভাবেই ওকে থাকতে হবে। ৭ থেকে ১০ দিন পর ওর শরীরের উপরের অংশে নজর দেবেন চিকিৎসকরা।'

ওয়াইএমএ-তে কাল শুটিং ট্রায়াল

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২ জানুয়ারি : ওয়াইএমএ-তে বৃহস্পতিবার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয়েছে শিলিগুড়ি শুটিং অ্যাকাডেমির। সভাপতি মিঠুন বিশ্বাস জানিয়েছেন, রবিবার সকাল সাড়ে ১১টা থেকে সাড়ে ১২টা তারা ট্রায়াল নেবে। এরপর ৫০ জন ছেলেমেয়েকে তারা সেদিন বিনামূল্যে প্রশিক্ষণ দেবে পিস্তল-রাইফেল শুটিংয়ের। তারপর চাইলে আগ্রহীরা তাদের অ্যাকাডেমিতে ভর্তি হতে পারে।

সাত জায়গায় বাগান ক্রীড়া

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২ জানুয়ারি : রাজ্য শ্রম দপ্তরের উদ্যোগে ও পশ্চিমবঙ্গ শ্রমিক কল্যাণ পর্ষদের পরিচালনায় রবিবার সাত জায়গায় আন্তঃ বাগান ক্রীড়া অনুষ্ঠিত হবে। জায়গাগুলি হল- মাদাতি হাইস্কুল, কিরণচন্দ্র চা বাগান, বীরপাড়ার জুবিলি ক্লাব, মেটেলির নন্দগ্রাম ফুটবল মাঠ, রংগো, সোনালা ও মংপোয়।

আবারও আজ চোখ থাকবে সামির দিকে

-খবর তেরোর পাতায়

শীর্ষেই থাকল রয়্যাল সিটি

ফের পয়েন্ট নষ্ট ব্যারেটোর দলের

বোলপুর, ২ জানুয়ারি : বেঙ্গল সুপার লিগে জমে গিয়েছে সাপ-লুডোর খেলা। লিগে ভালো শুরুর পর টানা দুই ম্যাচে পয়েন্ট নষ্ট করল হোসে র‍্যামিরেজ ব্যারেটোর হাওড়া-হুগলি ওয়ারিয়র্স। গত ম্যাচে তাদের হারিয়েই ঘুরে দাঁড়ানোর ইঙ্গিত দিয়েছিল সন্দীপ নন্দীর বর্ধমান ব্লাস্টার্স। লিগে নিজেদের প্রথম ৫ ম্যাচে ১ পয়েন্টে থাকা বর্ধমান শুক্রবার টানা দ্বিতীয় জয় তুলে নিয়েছে। এদিন অ্যাওয়ে ম্যাচে তারা ৩-১ গোলে হারিয়েছে কোপা টাইগার্স বীরভূমকে। যদিও বোলপুর স্টেডিয়ামে বর্ধমান ৮ মিনিটে মার্শালের গোলে পিছিয়ে পড়েছিল। ৫০ মিনিটে সমতা ফেরান লতিফ। ৫৮ মিনিটে চিজোবা এগিয়ে দেন বর্ধমানকে। ৭৪ মিনিটে নিজের দ্বিতীয় গোলটি লতিফ তুলে নেন। এদিনের জয়ের পরও বর্ধমান ৭ ম্যাচে ৭ পয়েন্ট নিয়ে সাত নম্বরেই থাকল। কোপা টাইগার্স রয়েছে তাদের পরেই, সবার শেষে। ৭ ম্যাচ খেলার পরও তারা জয় পায়নি, পেয়েছে ২ পয়েন্ট।

শৈলেন মান্না স্টেডিয়ামে হাওড়া-হুগলি গোলশূন্য ড্র করেছে জেএইচআর রয়্যাল সিটি এফসি-র সঙ্গে। তারপরও ৭ ম্যাচে ১৪ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষেই থাকল রয়্যাল সিটি।

ইতিহাস গড়ার পথে ভেনাস

স্বামী আন্দ্রেয়া প্রেটির সঙ্গে সময় কাটানোর ফাঁকেই টেনিসে ফেরার ঘোষণা ভেনাস উইলিয়ামসের।

ক্যালিফোর্নিয়া, ২ জানুয়ারি : ঐতিহাসিক প্রত্যাবর্তন!

ওয়াইল্ড কার্ড এন্ট্রি পেয়ে বছরের প্রথম গ্র্যান্ড স্ল্যাম টুর্নামেন্ট অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে খেলবেন ভেনাস উইলিয়ামস। ২০২১ সালের পর অর্থাৎ পাঁচ বছর বাদে অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের মূলপর্বে খেলবেন তিনি।

পঁয়তাল্লিশে প্রত্যাবর্তন

জাপানের কিমিকো ডেত, ২০১৫ সালে ৪৪ বছর বয়সে অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের মূলপর্বে খেলেছিলেন। প্রতিযোগিতার ইতিহাসে মহিলাদের বিভাগে সবচেয়ে বেশি বয়সে খেলার নজির রয়েছে তাঁরই দখলে। আর ভেনাসের বর্তমান বয়স পঁয়তাল্লিশ। অর্থাৎ এবার রড লেভার এরিনার কোর্টে নামলে ইতিহাস গড়বেন সাত গ্র্যান্ড স্ল্যামজয়ী এই টেনিস তারকা। অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে খেলার সুযোগ পেয়ে অভিভূত ভেনাস। বলেছেন, 'গ্রীষ্মের অস্ট্রেলিয়ায় কোর্টে ফেরার অপেক্ষায় রয়েছি। দারুণ উত্তেজিত। অস্ট্রেলিয়ান ওপেনকে ঘিরে অনেক স্মৃতি রয়েছে। কেরিয়ারের অনেকটা জায়গাজুড়ে থাকা ওই কোর্টে ফিরতে পেরে আমি কৃতজ্ঞ।'

> গ্রীষ্মের অস্ট্রেলিয়ায় কোর্টে ফেরার অপেক্ষায় রয়েছি। দারুণ উত্তেজিত। অস্ট্রেলিয়ান ওপেনকে ঘিরে অনেক স্মৃতি রয়েছে। কেরিয়ারের অনেকটা জায়গা জুড়ে থাকা ওই কোর্টে ফিরতে পেরে আমি কৃতজ্ঞ।
>
> -ভেনাস উইলিয়ামস

এই ডিসেম্বরেই বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছেন ভেনাস। তারপর প্রথম গ্র্যান্ড স্ল্যাম। তাই অস্ট্রেলিয়ান ওপেন শুরুর আগে নিজেকে ঝালিয়ে নিতে অকল্যান্ডে খেলার পরিকল্পনা রয়েছে ভেনাসের। সেখানেও ওয়াইল্ড কার্ডে খেলার সুযোগ পেয়েছেন। এছাড়া প্রস্তুতির জন্য 'হোবার্ট ইন্টারন্যাশনাল'-এও নাম লিখিয়েছেন। ফলে একটা বিষয় স্পষ্ট, বয়স ৪৫ হলেও পুরোপুরি তৈরি হয়েই অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে নামতে চাইছেন ভেনাস।

তা হবে নাই বা কেন! উইম্বলডন, ইউএস ওপেন জিতলেও অস্ট্রেলিয়ান ওপেন সিঙ্গলসের খেতাব অধরা ভেনাসের। ২০০৩, ২০১৭ দুইবারই রানার আপ হয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছে তাঁকে। এর মধ্যে প্রথমবার বোন সেরেনা উইলিয়ামসের কাছে ফাইনালে হেরে স্বপ্নভঙ্গ হয়। বয়সের কাঁটা উপড়ে পঁয়তাল্লিশে দাঁড়িয়েও সেই অধরা খেতাব ছোঁয়ার স্বপ্ন দেখছেন ভেনাস।

ফাইনালে নেপালের বোস্টন

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২ জানুয়ারি : জাগরণী সংঘের মাস্টার প্রীতনাথ চ্যাম্পিয়ন গোল্ড কাপ, সাবিত্রীদেবী জাজোদিয়া রানার্স সিলভার কাপ ট্রফি ১১ দলীয় অনূর্ধ্ব-১৪ ক্রিকেটে ফাইনালে উঠল নেপালের বোস্টন ক্রিকেট অ্যাকাডেমি। শুক্রবার সূর্যনগর পুরনিগমের মাঠে প্রথম সেমিফাইনালে তারা ৭ উইকেটে হারিয়েছে জলপাইগুড়ির রায়কতপাড়া স্পোর্টিং অ্যাসোসিয়েশনকে। প্রথমে রায়কতপাড়া ১৮.১ ওভারে ৮১ রানে গুটিয়ে যায়। তাদের সর্বাধিক ১৩ রান বিকাশ মালোদাসের। ম্যাচের সেরা পীযূষ রাজবংশী ১২ রানে ফেলে দেয় ৫ উইকেট। ভালো বোলিং করেছে অভি কার্কিও (৫/২)। জবাবে বোস্টন ১০.১ ওভারে ৩ উইকেটে ৮২ রান তুলে নেয়। পীযূষের অবদান ৩৮ রান। সত্যব্রত মাইতি ১৩ রানে নেয় ২ উইকেট। শনিবার দ্বিতীয় সেমিফাইনালে খেলবে ফালাকাটা টাউন ক্লাব ও খিদিরপুর স্পোর্টিং ক্লাব।

ম্যাচের সেরার পুরস্কার নিচ্ছে পীযূষ রাজবংশী।

নতুন বছরে এই ছবি পোস্ট করে অনুরাগীদের চমকে দিলেন ক্রিস গেইল।

বিশ্বকাপে নেই স্টাবস

ডারবান, ২ জানুয়ারি : টি২০ বিশ্বকাপের জন্য ১৫ সদস্যের দল ঘোষণা করে দিল দক্ষিণ আফ্রিকা। যেখানে জায়গা হয়নি ট্রিস্টান স্টাবস ও রায়ান রিকেলটনের। বদলে চমক হিসেবে রয়েছে মাত্র দুইটি টি২০ আন্তর্জাতিক ম্যাচে খেলা জেসন স্মিথ। ভারত ও শ্রীলঙ্কার মাটিতে বিশ্বকাপ হলেও প্রোটিয়ারা শক্তিশালী পেস আক্রমণ নিয়েই খেলতে আসছে। কাগিসো রাবাদা, মার্কো জানসেন, লুঙ্গি এনগিডি সহ ছয় পেসারকে তারা দলে রেখেছে। **পুরো দল ঃ** আইডেন মার্করাম (অধিনায়ক), কুইন্টন ডি কক, টনি ডি জর্জি, ডিওয়াল্ড ব্রেভিস, ডেভিড মিলার, ডোনোভান ফেরেইরা, জেসন স্মিথ, মার্কো জানসেন, করবিন বশ, কাগিসো রাবাদা, লুঙ্গি এনগিডি, কয়েনা মাফাকা, আনরিখ নর্তজে, কেশব মহারাজ ও জর্জ লিন্ডে।

পিসিবি-র অপমানে পদত্যাগ : গিলেসপি

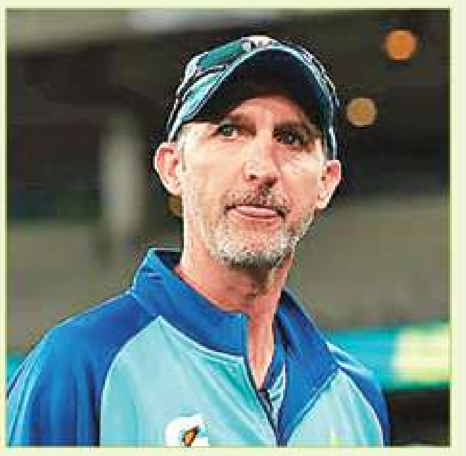

সিডনি, ২ জানুয়ারি : পাকিস্তান টেস্ট দলের দায়িত্ব নেওয়ার পর এক বছরও টিকতে পারেননি। আট মাসের মধ্যে কোচের পদ থেকে সরে দাঁড়ান জেসন গিলেসপি। তার প্রায় আরও এক বছর পর দায়িত্ব ছাড়ার কারণ স্পষ্ট করলেন প্রাক্তন অজি ক্রিকেটার।

এক সাক্ষাৎকারে গিলেসপি জানিয়েছেন, পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড এমন কিছু সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যাতে অপমানিত বোধ করেন তিনি। তাঁর কথায়, 'আমি শুধুমাত্র পাকিস্তান টেস্ট দলের কোচ ছিলাম। সহকারী কোচকে ছেঁটে ফেলার সময়ও আমার সঙ্গে আলোচনার প্রয়োজন বোধ করেনি পিসিবি। এরকম অনেক বিষয় ছিল যাতে আমি অপমানিত বোধ করছিলাম। ওই পরিস্থিতিতে কাজ চালিয়ে যাওয়া আমার জন্য কঠিন হয়ে পড়ছিল। তাই পদত্যাগের সিদ্ধান্ত নিই।' দল নির্বাচন সহ বিভিন্ন বিষয়ে পাক বোর্ড হস্তক্ষেপ করছিল বলে অভিযোগ গিলেসপির।

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়িনী হলেন থানে-এর এক বাসিন্দা

মহারাষ্ট্র, থানে - এর একজন বাসিন্দা সুনীতা শান্তিলাল কোটাক - কে 27.09.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 67A 42180 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি তার বিজয়ী টিকিটটি পুরস্কার দাবির সাথে নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারিতে জমা দিয়েছেন। বিজয়িনী বললেন "প্রথমেই আমি ডিয়ার লটারি ও নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারিকে ধন্যবাদ জানতে চাই, আমার জীবনে কোটিপতি হওয়ার এই সুবর্ণ সুযোগ দেওয়ার জন্য। এই বিশাল পুরস্কারের পরিমাণ জয়ের সুসংবাদটি জানতে পেরে আমি আমার অনুভূতি নিয়ন্ত্রন করতে পারিনি। এই পুরস্কার আমার জীবনকে স্থিতিশীল ও আনন্দময় করে তুলেছে।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়।

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

জয়ী ওয়াইএমএ, সূর্যনগর

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২ জানুয়ারি : মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের কম্বাইন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ও রবিন পাল ট্রফি প্রথম ডিভিশন ক্রিকেট লিগে শুক্রবার ওয়াইএমএ ১৩৩ রানে হারিয়েছে বিপ্লব স্মৃতি অ্যাথলেটিক ক্লাবকে। হিন্দি হাইস্কুল মাঠে টসে হেরে ওয়াইএমএ ৩৮ ওভারে ৭ উইকেটে ২৫০ রান তোলে। ম্যাচের সেরা অভিষেক চৌধুরী ৭০ রান করেন। বর্হন মল্লিকের শিকার ৪৩ রানে ৪ উইকেট। জবাবে বিপ্লব ২৪.১ ওভারে ১১৭ রানে সব উইকেট হারায়। ধীরজ সিং ৫ রানে ২ উইকেট নিয়েছেন। এছাড়াও ২ উইকেট নেন আদিত্য সরকার, অভিষেক ও মণীশ কে পাসওয়ান।

তরাই তারাপদ আদর্শ বিদ্যালয়ের মাঠে সূর্যনগর ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন ৯ উইকেটে হারিয়েছে নেতাজি সুভাষ স্পোর্টিং ক্লাবকে। টসে জিতে নেতাজি প্রথমে ২৯.২ ওভারে ৬৮ রানে গুটিয়ে যায়। তাদের সর্বাধিক ৯ রান প্রীতম ঘোষের। ম্যাচের সেরা খুশবন্ত পালের শিকার ১৬ রানে ফেলে দেন ৫ উইকেট। জবাবে সূর্যনগর ১১.২ ওভারে ১ উইকেটে ৭২ রান তুলে নেয়। রাজকুমার কামতি ৩৩ রানে অপরাজিত থাকেন। শনিবার খেলবে শিলিগুড়ি উল্কা ক্লাব ও বিধান স্পোর্টিং ক্লাব।

ম্যাচের সেরার পুরস্কার নিচ্ছেন অভিষেক চৌধুরী (বাঁয়ে) ও খুশবন্ত পাল।

সেমিফাইনালে তরঙ্গাবাড়ি

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২ জানুয়ারি : মধুর মিলন সংঘের মিলন মোড় গোল্ড কাপ ফুটবলে সেমিফাইনালে উঠল তরঙ্গাবাড়ি এফসি। মিলন মোড় মাঠে শুক্রবার প্রথম কোয়ার্টার ফাইনালে তারা ২-১ গোলে হারিয়েছে মিলন মোড়ের সিএনএফএ-কে। ম্যাচের সেরা রাজা ছেত্রী জোড়া গোল করেন। সিএনএফএ-র গোলটি পঙ্কজ ছেত্রীর। শনিবার দ্বিতীয় কোয়ার্টার ফাইনালে ইস্টবেঙ্গল রাজগঞ্জ ও জলপাইগুড়ি পুলিশ খেলবে।

জয়ী অচিন্ত্য-বিজয়

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২ জানুয়ারি : দাদাভাই স্পোর্টিং ক্লাবের আন্তঃ সদস্য সঞ্জীব দত্ত (শিবু) ট্রফি অকশন ব্রিজে শুক্রবার দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়-নারায়ণ দাস, বাবুল পালচৌধুরী-তপাই চক্রবর্তী, অচিন্ত্য সরকার-বিজয় রায় ও অচিন্ত্য গুপ্ত-কালীদাস সরকার জয় পেয়েছেন।